

Barcode : 4990010020396

Title - Tirtha-Salil

Author - Dutta,Satyendranath

Language - sanskrit

Pages - 203

Publication Year - 1908

Barcode EAN.UCC-13



ତୀର୍ଥ-ସନ୍ମିଳନ ।

ଶ୍ରୀମତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ-ପ୍ରଣୀତ ।

କଲିକାତା ;

ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେସ ଡିପଜିଟରୀ କର୍ତ୍ତୃକ
୩୦, କର୍ମଘୋଷାଲିମ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରକାଶିତ ।

୧୭୧୫ ।

ଏକଟାକା ।

প্রিন্টার্স :— মেসার্স মুখার্জি এণ্ড চাটার্জি
৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, মেট্রোপলিটেন প্রেস কলিকাতা ।

ভূমিকা ।

‘তীর্থসঙ্গিলে’র প্রায় ত্রিশটি কবিতা ‘সাহিত্যে’-প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট নূতন ।

‘তীর্থসঙ্গিলে’ জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে । এই পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের, বিচিত্র কবিতার পঞ্চানুবাদ ; ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের অনুবাদ । সকল স্থলেই মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই ; তবে, মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি ।

বিশ্বমানবের নানা বেশ, নানা মূর্তি ও নানা ভাবের সহিত পরিচয় সাধনই এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য । আমার জ্ঞান ও শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তাহা করিলাম, আশা করি ভবিষ্যতে যোগ্যতর জনের সাধনাবলে সমগ্র বিশ্বের ভাব সম্পদ বাঙ্গালী সাধারণের আরো একান্ত রূপে আপনার হইয়া উঠিবে ।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত কবি ও লেখকের নিকট আমি স্বামী তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা বিনয়ের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি ।

কলিকাতা ;
৭ই আশ্বিন ; ১৩১৫ ।

}

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,

সমস্ত সং-সাহিত্যের বিচক্ষণ রসজ্ঞ,

বহু-ভাষা-বিদ

মনস্বী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

মহোদয়ের করকমলে,

আন্তরিক প্রকার নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র চয়ন-গ্রন্থ খানি অর্পিত হইল ।

সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
“বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি	১০
সাম্প্রতিক	১
ছদ্মদিনের শিশু	২
মাটির জাতির ‘ঘুম পাড়ানি’	২
জাপানী ‘ঘুম পাড়ানি’	৩
শিশু	৪
মিনি ও বিনি	৫
মানব সম্ভান	৬
অন্ধ বালক	৭
বহুধর।	৮
চিত্রকূট	৯
সমুদ্রে ঝড়	১০
মেঘের গান	১১
একটি মৃষিকের প্রতি	১২
কোকিল	১৫
চাতকের প্রতি	১৬
কাব্যাদিষ্ঠাতীর প্রতি	২২
কবি ও মানব জীবন	২৩
কীর ও নীর	২৩
কর্ম ও কল্লন।	২৩
অদৃষ্ট ও পুরুষকার	২৪
পৃথিবীর সার্থকতা	২৪
দেবদারু ও বনলতা	২৫
সুগন্ধ ও স্বর্ণপাত্র	২৫
জ্ঞানের প্রতি	২৬
মাতার প্রতি	২৬
বহু গর্ব	২৬
নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র্য	২৮
বনচ্ছায়ার	৩১

বিষয়

সাধের স্বপন	...	...	...
বসন্তে	...	...	...
বসন্তে (২)	...	...	...
শিশু কন্দর্পের শাস্তি	...	..	...
যৌবন মুক্কা	...	...	...
হৃদয়ের নিধি	...	...	...
পূর্বরাগ	...	...	...
রূপসী	...	..	...
ভ্রমরের প্রতি	...	...	...
প্রেম-সঙ্কট	...	...	...
উন্মনা	..	...	...
প্রেমের বেদনা	...	...	...
লাল মানুষের গান	...	...	...
অপূর্ব বিবাদ	...	...	...
উষার ও নিশার	...	...	...
মারাঠি গান	...	...	...
ছঃখের হেতু	...	...	...
মুখর ও মৌন	...	...	...
একা	...	...	...
পরিবর্তন	...	...	...
গুপ্ত প্রেম	...	...	...
পথের পথিক	...	...	...
সার্থক দিন	...	...	...
প্রস্থিতা	...	...	...
বালিকার অনুরাগ	...	...	...
গোপিকার গান	...	...	...
প্রেমের ইন্দ্রজাল	...	...	...
দেখ বাও	...	...	...
মৃত সঞ্জীবনী	...	...	...
প্রিয়ার পরশ	..	...	...
রূপের মাধুরী	...	...	...
ভালবাসার নামাস্তর	...	...	...
জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন	...	...	...

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ନାରୀ ବନ୍ଦନା (ମଲୟ ଉପହାସ) ...	୫୬
,, (ମିଶର) ...	୫୭
,, (ଜାପାନ) ...	୫୭
,, (ଶ୍ରୀମ) ...	୫୮
,, (ଭାରତବର୍ଷ) ...	୫୮
,, (ଯିହୁଦୀ ଦେଶ) ...	୫୯
,, (ଯୁରୋପ) ...	୫୯
,, (କାଫି ଦେଶ) ...	୬୦
,, (ପାରସ) ...	୬୦
,, (ଆରବ) ...	୬୧
କବିର ପ୍ରେମ ...	୬୧
ଗୋଲାପ ଖୁଚ୍ଛ ...	୬୪
ମିଳନ-ସଙ୍କେତ / ...	୬୬
ପ୍ରେମର ଅୁଥ ଦୁଃଖ ...	୬୭
ସକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ...	୬୮
ସାରାଠି ଗାଥା ...	୬୯
ପ୍ରେମର ନେତ୍ର ...	୬୯
ଚୁସନ ...	୭୦
ମାକୌର ପ୍ରତି ...	୭୧
ମେଘର ପ୍ରତି ...	୭୧
ପ୍ରିୟା ଯବେ ପାଶେ ...	୭୨
ମାକୌର ପ୍ରତି (୨) ...	୭୩
ମାଗରେ ପ୍ରେମ ...	୭୪
ରାଜା ଓ ରାଣୀ ...	୭୬
ବିଦାୟ କ୍ଷଣେ ...	୭୬
ଅବାସେ ...	୭୭
ହାବ୍‌ସୀ ନାରୀର ଗାନ ...	୭୮
ସ୍ମୃତି ...	୭୯
ହୁଏ ଶବ୍ଦରୀ ମାଘେ ...	୭୯
ସମ୍ପଦ ...	୮୧
ଉତ୍କର୍ଷିତା ...	୮୧
ପ୍ରୋଷିତ ଚର୍ଚ୍ଚକା ...	୮୨
ସାକୂଳ ...	୮୩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সতী	৮৪
নব-সপত্নী সম্ভাষণ	৮৬
গান	৮৬
যুগ্মপত্নীর প্রেম	৮৭
পদস্থলন	৮৭
সৌন্দর্য্য ও সাধুতা	৮৮
বাতুলতা	৮৮
অভাগীর চরম সাধ	৮৯
বিচারক	৯০
নিষ্ঠুরা হৃন্দরী	৯১
রাখাল ও রাজকন্যা	৯৪
প্রেম ও মৃত্যু	৯৫
প্রাচীন প্রেম	৯৬
জ্যোৎস্নার কুহক	৯৭
স্বপ্ন	৯৭
প্রেম ও গৌরব	৯৮
দিবা স্বপ্ন	৯৯
যৌবন ও বার্কিক্য	৯৯
জীবন স্বপ্ন	১০১
ছুংখের শিক্ষা	১০২
দ্বিধার জীবন	১০৩
শাস্তিহারা	১০৫
বিচিত্রা	১০৬
বিড়ম্বনা	১০৬
নিয়তি	১০৭
নিয়তি (২)	১০৮
যুগ্মক	১০৯
কুবাইরা	১০৯
মাতাল	১১২
যাতালের যুক্তি	১১৩
নম্রোগ	১১৪
বেলুচির গান	১১৪
সুমুর্ তাতার সিপাহীর গান	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নেপালী শ্লোক	১১৫
দিবা স্বপ্ন (২)	১১৬
নারী ও কংফুশিয়ে	১১৭
রাজার প্রতি	১১৮
জাতীয় সঙ্গীত (ইংলণ্ড)	১১৮
„ (নরোয়ে)	১১৯
„ (ফ্রান্স)	১২১
„ (রুশিয়া)	১২৪
„ (হঙ্গেরি)	১২৫
„ (মিশর)	১২৬
„ (বৈদিক ভারত)	১২৭
„ (বর্তমান ভারত)	১২৮
চিঠি	১২৯
স্বদেশ-বন্দনা	১৩০
পদস্থ বন্ধুর প্রতি	১৩২
অবিচার	১৩৪
পুণ্যের ক্ষয়	১৩৫
বন্দীর প্রার্থনা	১৩৬
উদ্দীপনা	১৩৬
মানুষ	১৩৭
ইতালির প্রতি	১৪০
মৃত্যুঞ্জয়	১৪১
যথালভ	১৪১
ফার্সী উদ্ভট	১৪২
নিশীথে	১৪২
বৃদ্ধের স্বপ্ন	১৪৪
বৃদ্ধের যৌবন-স্বপ্ন	১৪৬
দশা-চক্র	১৪৭
চরম শান্তি	১৪৮
পূর্ণ বিকাশ	১৪৯
নদী সংবাদ	১৫০
অগ্নি	১৫৪
নীলনদের বন্দনা	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
'মিত্র' বন্দনা	১৫৫
মৃত্যুরূপা মাতা	১৫৬
মায়া	১৫৭
বৈরাগোদয়	১৫৭
লামার গান	১৫৮
বুদ্ধের তপস্বী	১৬০
চির শরণ	১৬২
নামকীর্তন	১৬২
ব্যাকুল	১৬৩
অনুতপ্ত	১৬৪
করুণার বার্তা	১৬৫
সাকীর প্রতি	১৬৫
হাফেজের রুবাইয়াৎ	১৬৬
শ্রেয়-বিমুখ	১৬৮
প্রিয়-বিরহে	১৬৯
জপের গুটি	১৬৯
পরমেশ্বরী	১৭০
কে	১৭১
সৎস্বরূপ	১৭৩
সমাপ্তে	১৭৫
ব্রহ্মের চাবি	১৭৬

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভ'রেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;

ওগো তোরা আর আর !

নিখিল কবির সঙ্গীত ওঠে বঙ্গের বন ছার !

স্তব্ধ বিমূঢ় শত শতাব্দ যাহাদের মুখ চার,—

যা'দের ভাবায় অতীত জগৎ পুনর্জীবন পার,—

তা'রা আজি কুতুহলে

বঙ্গবাণীর মন্দিরে আসি' মিলিয়াছে দলে, দলে !

আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি !

আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের দুঃখ সুখের ছবি ।

শত বিচিত্র সুর,

আজি একত্রে বিহরে হরষে অথও স্মধুর !

আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাণিকী, কালিদাস !

দান্তে, হোমার, শেক্সপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস !

গেটে, হুগো, বাসরৎ,

হেণ্ডজু, হাফেজ, শ্রাফো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল, টেনিসন্ ।

ওমর খৈয়াম আসিয়া মিলছে, এসেছে ভণ্টেয়ার ;

হারেন্ এসেছে, শেলি, সাদি কীট্‌স্, বার্নস্, বেরাঞ্জার ।

আরো যে এসেছে কত !

মোদের পদ্যবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত !

নানা দেশে যা'রা ছিল গো ছিন্ন, ছিল নানা মত ভাষা,—

নানা কালে যা'রা ছিল বিভিন্ন, না ছিল মিলন আশা,

তা'রা আজি এক ঠাই !

আকুল হৃদয়ে করে কোলাকুলি পুলকের সীমা নাই ।

প্রেম-যমুনার মিলেছে অজিকে স্নেহ-গঙ্গার ধারা,
ছালা কুণ্ডের এসেছে প্রবাহ টুটিয়া পাবাণ কায়া ;
চুপে চুপে তা'রি সাথে,

ঝরিয়া নিশেছে রিক্ত শিশির গোপনে তিমির রাতে ।

কুন্ড আমার ভরিয়া এনেছি শত তীর্থের জলে,
বঙ্গবাণীর পুণ্যাভিষেক পুন আজি হ'বে য'লে ;
ওগো তোরা আর আর,

শতক ধারায় তীর্থ সজিল উথলি' বহিরা যায় !

ভীষ্ম-সলিল ।

মাঙ্গলিক ।

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্য থাকুক সকলে, ঘৃণা থাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা হুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি হৃন্দ থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্ণে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

অথর্ব-বেদ ।

তীর্থ-সলিল ।

দু'দিনের শিশু ।

“আমি আজো নামহীন,
বয়স দুইটি দিন ।”

—কি ব'লে ডাকিব মোরা তোরে ?

“আমি খুসী-টুস্‌টুসি,
আমার নামটি খুসী ।”

—‘খুসী’ ! তুই খুসী থাক ওরে !

আনন্দ-সুধার পাত্র,
বয়স দু'দিন মাত্র,

‘খুসী’ ব'লে আমি ডাকি তোরে ;

তুমি হাস চেয়ে চেয়ে,

আমি কহি গান গেয়ে,—

তোরে ঘিরি' খুসী যেন ঝরে ।

রেক

মাউরি জাতির ‘ঘুম-পাড়ানি’ ।

(অষ্টেলিয়া)

খোকা আমার, খোকা আমার, ‘তুল-তুলসী’র পাতা !

বেনামুলের গুচ্ছ আমার রাখ্রে বুকে মাথা !

যুগনাভির কোটা আমার খোকা ঘুম যায়,

গুগুগুন্ ধূপধূনার আবেশ খোকার চোখে আস !

জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি' ।

ঘুমো আমার সোণার খোকা, ঘুমো মায়ের বুকে ;
আকাশ জুড়ে উঠলো তারা ঘুমো রে তুই সুখে ।

হাত পা নেড়ে কান্না কেন ? কান্না কেন এত ?

টান উঠেছে, ঘুমোরে তুই সোণার টানের মত !
একটি দিয়ে চুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো ।

ঘুমো আমার সোণার পাখী মায়ের বুকের 'পরে :
ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠলি অমন ক'রে ?

ও কিছু নয়,—শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের বাড়ে,
(আর) চকাচকী ডাকাডাকি ক'ছে পুখুর পাড়ে !
ঘুমো রে তুই ঘুমো—একটি দিয়ে চুমো ।

ঘুমো আমার সোণার যাদু, কিসের তোমার ভয় ?
কে কি করে ?—কাছে কাছে মা যে তোমার রয় ;
আমার খোকায় ছুঁতে নারে ঘাসের বনের সাপ,
বাজ পড়ে না,—যতই খুসী হ'ক না মেঘের দাপ !
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—একটি দিয়ে চুমো ।

ঘুমো মনের সাথে, শুধু, স্বপন দেখিস্ না রে,—
ভয় পাছে পা'স্ জেগে,—হতোম ডাকছে যে অঁধারে ।
গুটিমুটি মাথাটি রাখ আমার বুকের 'পরে,
হাস্ রে শুধু,—দেখি আমি,—হাস্রে ঘুমের ঘোরে !
ঘুমো মাণিক ঘুমো,—ঘুমো রে তুই ঘুমো ।

ତୀର୍ଥ-ସଲିଳ

ঘুমো আমার সোণার থোকা, ঘুমো আমার কোলে,
ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ী নে' দোলে ;
পাপের কর্ম যে ক'রেছে দেবতা তা'রেই মারে,
নির্দোষী মোর সোণার থোকা,—কেউ না ছুঁতে পারে,
ঘুমো মণিক ঘুমো,—সোণার পাখী ঘুমো ।

पिनो १

খোকা ! দেখ ফুল !
খোকা দেখে এর চেয়ে ভাল ঢের,—
স্বপ্নের স্বপন হ'তেও মোহন,
দেখে ছবি জুল্‌জুল !
খোকা, শোনো গান !
খোকা জানে এর চেয়ে ভাল ঢের,
যতই শোনাক্ ও গানের চেয়ে
মধুর পাখীর তান ।
খোকা, দেখ চাঁদ !
চাঁদেই আকাশে দেখে খোকা হাসে,
আলোম সে দেয় ভালবাসা কত,—
নিশির মিটার সাধ ।
খোকা, দেখ ঢেউ !

মিনুকে আর বিনুকে ।

তীর্থ-সলিল ।

ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি,
বাহিরে তা'র রূপালি ;
সাগর জলের শব্দেতে
ঘুরে বেড়ায় নিদালি !
দু'টি তারা ফুটফুটে
উকি দিয়ে দেখছে যে,
কোন স্বপনে মগ্ন তা'রা
কেউ কি পারে বলতে সে ?
চমক-ভাঙা সবুজ পাখী
শিশুটি দিতে লেগেছে,—
জাগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,
সুখি নামা জেগেছে !

টেনিসন্

মানব-সন্তান ।

যত্নে রেখ এই ক্ষুদ্র মানব-সন্তানে,
ক্ষুদ্র,—তবু অন্তরে সে ধরে বিশ্বস্তরে ;
শিশুরা জন্মের আগে রশ্মিরানিরূপে
চঞ্চল পুলকভরে ফিরে নীলাশ্বরে ।
আসে তা'রা আমাদের অজ্ঞায়ের দেশে,
বিধাতা পাঠান শুধু দিন দুই তরে ;

শিশুর অস্পষ্টভাবে তাঁরি বাণী ফুটে,
ক্ষমার বারতা তাঁর শিশু-হাসে ক্ষরে ।
তা'দের সে স্মৃতি ভাতে আমাদের চোখে,
স্বর্গ কঁাদে শিশু যদি কঁাদে গো ক্ষুধায় ;
আনন্দে তা'দের যে গো চির-অধিকার,
তা'রা ব্যথা পেলে বিশ্ব কঁাদে যাতনায় ।
নির্মল সে ফুলদলে রস যদি মরে,—
বিশ্বজনে পরশে তবে সে অপরাধ ;
মানুষের ঘরে, মরি, দেবতা বিহরে !
হায় রে, নিগূঢ় নভস্তলে বজ্রনাদ—
জাগে,—যবে ভগবান ফিরেন খুঁজিয়া
সেই সব শিশু,—হায়, যা'রা ধরাতলে
এসেছিল একদিন দেবতার মাজে,—
এবে যা'রা ছিন্নবাসে,—সিক্ত অশ্রুজলে ।

ভিত্তর হুগো ।

অন্ধ বালক ।

বল গো কাহারে বলে আলো,
আমি তা'র কিছু যে জানি নি ;
চোখে দেখে কি আনন্দ বল,
আমি যে গো অন্ধ চিরদিনই ।

তীর্থ-সলিল ।

কত কি দেখেছ, বল সব,
রবি নাকি আলো দেয় নিতি !
তাপ আমি করি অনুভব,
কেমনে সে করে দিবা রাত্তি ?
দিন রাত্তি জানে না এ অঁথি,
ঘুম রাত্তি, খেলা মোর দিন ;
না ঘুমায়ে জেগে যদি থাকি,—
মোর দিন র'বে চিরদিন ।
শুনি আমি ছুঃখ করে সব,—
ছুঃখ করে ভাবি মম ক্লেশ ;
আপনি বুঝি না যে অভাবে,
তা' আমি সহিতে পারি বেশ ।
পা'ব না যা'—সে ভাবনা ছাই,
সে কেবল—মন-সুখে শনি ;
গান গাই—রাজসুখে ভাই,
তবু আমি অন্ধ চিরদিনই ।

সিবার ।

বসুন্ধরা ।

জীবের জননী তুমি, অগ্নি বসুন্ধরা !
অগাধ অনন্ত স্নেহে ও হৃদয় ভরা ।
হে আদি-সত্ত্বা, আজি বন্দিব তোমার,

ତୀର୍ଥ-ସଲିଳ ।

মহীয়সী তব নাম নবীন গাথায় ।
সাগরে বিহরে যা'রা বিচিত্র বরণ,—
আকাশে আমোদে ভাসে ;—করে বিচরণ
পুণ্যময় ভূমি 'পরে শান্তি পাৰাবার ;—
সকলি তোমার দেবী সকলি তোমার ।
সবারে সমান ভাবে পাল গো আপনি
অনন্ত রতন ধনে, হে আদি-জননি !
ফুলমুখ শিশু হাসে—সে তোমারি কোলে ;
শাখে শাখে পাকা ফল পুঞ্জ পুঞ্জ দোলে ;
মানব-জীবন,—সেও তব ইচ্ছাধীন,
আপনি ফুটায়ের কর আপনাতে লীন !

হোমর ।

চিত্রকূট

ওই দেখ তরু'পরে ফুলরাশি থরে থরে
শোভিছে প্রদীপমালা সম ;
শিশির গিয়েছে ব'লে যেন তা'রা কুতূহলে
প'রেছে মালিকা মনোরম !
হেথায় ভেলার বন, বিল্ব-তরু অগণন
ফলভারে অবনত কান্ন ;
কে করিবে উপভোগ এ কাননে নাহি লোক,
ফলে ফল বিফলে হেথায় ।

তীর্থ-সলিল ।

ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে
মধুক্রম মধুমক্ষিকার ;
ডাঙ্ক ডাকিছে জলে, শিথি কেকারব ছলে
উত্তর দিতেছে যেন তার !
আপনি ঝরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটপী-মূল,—
রচিয়াছে ফুলের আসন ;
ফিরে করী দলে দলে, বিহগের কলকলে
চিত্রকূট মুগ্ধ করে মন ।

বাল্মীকি

সমুদ্রে বাড় ।

চারিদিকে বহিল বাতাস,—
তুলিয়া সাগর-বক্ষে সংক্ষোভ ভীষণ ;
অন্তস্তল করিয়া বিকাশ
উন্মাদ তরঙ্গ তীরে ধায় অগণন ।
কলরবে কাঁদিল মানব,
সশব্দে ছিঁড়িয়া যায় নৌকার বাঁধন ;
উঠি' মেঘ সহসা ভৈরব
নিল হরি' নীলাকাশ, রবির কিরণ !
কাল নিশি নামিল সাগরে,
আকাশে অশনি ঘোর করে গরজন ;

ব্যোম-পথে বিদ্যাৎ বিহরে,
 গ্রাসিতে ছুটিয়া আসে আসন্ন মরণ ।
 ঝঞ্ঝা ধায় গভীর স্বননে,
 গগন চুমিতে চায় তরঙ্গ পাগল ;
 গর্জিয়া সাগর-স্রোত হানে—
 ছিন্ন পাল, ভগ্ন দাঁড়, তরলী বিকল ।
 ভগ্ন-চূড়া পাহাড়ের মত
 ধেয়ে আসে জলরাশি নাচি' নিরবধি ; —
 তুলে শিরে কাহারে ঘুরিতে,
 কাহারে অতল-তলে জীবন্ত সমাধি ।

ভার্জিল ।

মেঘের গান ।

মেঘমালা আদি-অসুহীন !
 ভাসিয়া আসি গো মোরা মানবের নেত্রপথে,
 শিশিরে মাজিয়া তনু ক্ষীণ !
 ছাড়িয়া গভীর শান্তিময়
 উচ্চভাষী সাগরের,— পিতা যিনি আমাদের,—
 সুখময় তাঁহার নিলয়,—
 যাই মোরা উচ্চ গিরিকূটে ;
 অঁখি মেলি' একবার দেখে লই চারিধার,

তীর্থ-সনিল ।

গিরি সাজে বিটপী মুকুটে ।
দেখি কত অৰ্ঘ্যদ গিরির,
অকুটি করিয়া চায় আছে সদা পাহারায়
সর্ব-জীব-ধাত্রী পৃথিবীর !
দিই মোরা শস্যের জনম ;
চিরস্রোতা তটিনীর মন্দভাষী জনধির
শুনি গান নিত্য মনোরম ।
দেখি তীক্ষ্ণ দিবার নম্নন ;
চেয়ে আছে অনিমিত্ত পূর্ণ করি' দশদিক,
দেখি সূর্য্য অশ্রান্ত-কিরণ !
মোদের অমর কায়া'পরে
পরিয়া ঝটিকাবাস হাসি মোরা অট্টহাস,
দৃপ্ত রবি দেখি হেলা ভরে ;
মর্ত্যভূমি আতঙ্কে শিহরে !

এরিষ্টোফেনিস ।

একটি মূষিকের প্রতি

ওরে কচি ! ওরে জড়সড় ! নতমুখ !
কত আতঙ্কে ছরু ছরু তোরা বুক,
অত দ্রুত আর হ'বেনা পলা'তে
ভুরিত চলি'

তীর্থ-সলিল ।

‘মারিতে ধরিতে আমি যাবনারে
লাঙল তুলি’ ।

সত্যই ব্যথা পেরেছি পরাণে, ভাই,
স্বভাবের ভাব—মানুষ তা’ রাখে নাই ;
অকারণ নয় তোর এই ভয়,—
আমারে ত্রাস !

ধরাচর তবু তোরি সহচর,
মরণ-দাস ।

সংশয় নাই,—তব্বর তুমি ভাই,
তা’তেই বা কি ?—বেঁচে থাকা ও ত চাই ;
বোঝা বোঝা ধানে ছু’একটি শীষ,—
মাঙন এই ;

সবা সনে বেঁটে নেব দেব-দান
তাড়াতে নেই ।

ছোটবাসাটি ও ভেঙে গেছে, হার,
ঘেটুকু আছে তা’ বাতাসে উড়ায় ;
নাহিও কিছুই নূতন গড়িতে,—
পাতা কি ঘাস,

এসে প’ল ব’লে এদিকে পোষের
শীত-বাতাস ।

দেখি মাঠ ঘাট হ’ল তৃণহীন,
শীত ঘনাইয়া আসে দিন দিন,

তীর্থ-সলিল ।

ভেবেছিলি হেথা জাড়ের ক'দিন
থাকিবি বেশ ;

দলিয়া কোটর লাঙল কঠোর
গেল রে শেষ !

ওই অতগুলি তৃণ, পাতা, লতা,
কত শ্রমে কেটে এনেছিলি হেথা ;
ফলে হ'লি দূর,—নাহি আর তোর

ঘর ছয়ার,
সহিতে বিষম শিলা-বরিষণ,
হিম, তুষার ।

একা তুই ন'স্ দেখ'রে ইঁদুর,
কল্পনা যা'র হ'য়ে গেছে চূর,
ইঁদুর নরের অনেক মানসই

হর বিফল ;
সুখ আশা হায়, পিছে রেখে যায়
ব্যথা কেবল ।

তবু আছ বেশ, মোর তুলনায়,
শুধু অনুভব,—আছ যে দশায়,
হায় রে মোরা যে পিছে দেখি মোর
ঘটনা চয় ;

সমুখে দেখি না,—শুধু অনুমান,—
তা'তেও ভয় !

বার্ণস্ ।

কোকিল ।

আরেক পাখী সে বেঁধেছিল বাসা,
অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,
বাসার সবে যে হ'ল কোণ-ঠাসা,

কোকিল ! ওরে কোকিল !

অচেনা পক্ষী-জনকের কাছে,
অজানা পক্ষী-জননীর' কাছে,
কণ্ঠে না জানি কি যে তোর আছে,-

পাগল যাচ্ছে নিখিল !

ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস,—
যেথায় রূপালি কুসুমের হাস,
সুরে ভরি' দিয়া ফাগুণী বাতাস

আয় তুই হেথা আয় !

কমলা-লেবুর সাথে নেমে পড়,
ফুলগুলি যা'র বারে বারবার,
ফুল বারবার গান নিরন্তর

আয়, আয় মধু-বারি !

ମାରାଟି ମକାଳ, ମକଳ ଉତ୍ତର,
 ମାରା ଦିନସାନ ଖୁନି ଓହି ଶୁର,

তীর্থ-সলিল

লাগে না যেন গো কভু অনধুর
ও সুর আমার কাণে ;
মন দিব ঘুষ,—এস,—নিষে যাও,
দূর দেশে আর হ'মোনা উধাও,
কমলা-লেবুর শাথে গান গাও,—
থাক, থাক এইখানে ।

‘ম-মো-ও’ গ্রন্থ ।

চাতকের প্রতি ।

বন্দি তোমা' আনন্দ-মুরতি !
পাখী তুমি কখনত' নহ,
স্বর্গে কিবা তা'রি কাছে অতি
ভরা-প্রাণে ঢাল স্বপ্ন-মোহ ;
না শিখিয়া, না ভাবিয়া আহা, অজস্র গাহিছ অহরহ !
উর্কে দূরে,—দূর দূরাস্তরে
ধরা হ'তে উড়েছ উধাও,
গৃঢ় নীল গগন-মাগরে
পুঞ্জ তেজ সম ছুটে যাও,
গাহিয়া উড়িয়া চল কত,—উড়িয়া কতই গান গাও ।

শ্রান্তিভরে সূর্য্য পড়ে ঢলি',
তাহারি সে সূবর্ণ-আলোকে
মেঘ-মালা উঠিছে উজলি',
তুমি তাহে সাঁতারিছ সূখে,
অশরীরী আনন্দ যেন গো ছাড়া পেয়ে ছুটেছে দ্যালোকে ।

গলিয়া পাণ্ডুর সন্ধ্যা মিশে
তোমারি প্রয়াণ-পথ 'পরে ;
পাইনা তোমার আর দিশে,
তারা যেন তীব্র রবিকরে ;
উচ্ছ্বাসের উচ্চ স্বর তব, আহা তবু শুনি প্রাণ ভ'রে ।

শুভ্রকায়, রজত-গোলক,
শশাঙ্কের রশ্মির সমান,—
ক্ষীণ বা'র প্রদীপ্ত আলোক
উষার কিরণে ম্রিয়মাণ ;
নয়নে বায়না দেখা, শেষে, আছে শুধু হয় অনুমান ।

মুখরিত ধরণী, সমীর,
হরেছে তোমারি সুরে হায়,
নির্মেঘ আকাশ যবে স্থির
নগ্ন-কারা যামিনী ঘুমায়,
জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি করে টাঁদ, গগনের কূল ভেসে যায় ।

তীর্থ-সলিল

তুমি যে কি আমরা জানিনা,
জানিনা কি তুলনা তোমার,
ইন্দ্রধনু হ'তেও বারেনা
তেমন উজল বারিধার,—
তুমি যেথা সেথাই যেমন কলতান,—সঙ্গীত বিধার ।

ভাবাবেশে উন্মাদ পরাণ,
অচেনা সে কবির মতন,—
অযাচিত গেয়ে যাও গান
মৃগ ধরা নহে যতক্ষণ,—
অভিনব আশা-আশঙ্কায় যতক্ষণ নাহি ডুবে মন ।

অবরিতা নৃপবালা হেন,
প্রাসাদের নিভৃত শিখরে,
ভালবাসা-ভারে উন্মন
ক্লান্ত হিরা জুড়াবার তরে
প্রেমেরি মতন মধুগান গাহ কুঞ্জ প্রাণিয়া স্তম্ভরে

সোনালি সে জোনাকীর মত,—
হিমজলে পাপ্‌ড়ির স্তরে
ঢাল গো তরল আলো কত,
নিশীথে, অজ্ঞাতে, অগোচরে ;
ঝরা ফুল আর তৃণদল রাখে যা'রে যিরিয়া আদরে ।

३२

তীর্থ-সলিল।

বল, পাখী, কোথা সে নির্ঝর,—
উৎসারিত যাহে তব গান ?
কোন্ গিরি, সাগর, প্রান্তর ?
কোন্ মেঘ সোনার সমান ?
সে কোন্ পাখীর ভালবাসা ? সে কোন্ ব্যথার অবসান ?

তব গান বরিষে অমিয়া,
নাহি তাহে অবসাদ-লেশ,
কভু বুঝি বিরক্তির ছায়া
আসে নাই দিতে তোমা' ক্লেশ ;
প্রেম জান ; জান না প্রেমের তৃপ্ত মুখে দুঃখ কি অশেষ ।

জাগিয়া কি স্বপনে ঘুমায়ে
জান কি বারতা মরণের ?
মর নর আমাদের চেষ্টে
গভীর প্রকৃত কথা ঢের ?
নহে তব গীতি শ্রোতস্বিনী কেন চির সৌন্দর্যের ফের ?

আগে পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা—কোথাও যাহা নাই ;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই ;
সব চেষ্টে সুমধুর গান—সব চেষ্টে দুঃখের কথাই ।

তবু মোরা পারিতাম যদি
স্বপ্না, ভয়, গৰ্ব তেয়াগিতে ;
জনমি' যদি গো নিরবধি
নাহি হ'ত অশ্রু বরষিতে,
জানি না শক্তি হ'ত কিনা তোমার ও আনন্দে মিশিতে ।

আনন্দের ছন্দ আছে যত,
যত আছে সুর, লয়, তান,—
রঙ্গ সম কাব্য শত শত
গ্রন্থের ভাণ্ডারে শোভমান,—
কবি বলে, ধরনী-বিরাগী, সকলের শ্রেষ্ঠ তব গান ।

আনন্দের জান যে বারতা
শিখাও হে তাহার সন্ধান,
ওই তব সংহত মত্ততা
কণ্ঠে মোর দিক্ আসি' তান,
বিশ্ব বাহে শোনে গো বিশ্বয়ে—মুক্তপ্রাণ আমরা সমান !
শেনি ।

কাব্যাদিষ্টাত্রার প্রতি ।

হুঃখ নাই করনা আমার,—তুমি যদি নাহি হও জন-বিমোহিনী ;
তবে যদি নাহি পার মর্ম্ম পরশিতে,—অভাগিনী তুমি !
আজ যদি সমস্ত জগৎ ছলায় কলার বাঁধা পড়ে গো আপনি ;—
সাহসে হৃদয় বাঁধ, দেখ'—ছেড় না সরল পথ তুমি !
সত্য রত্ন অমূল্য সে ধন,—যতপি সে ধনে ধরে ও হৃদয়-খনি,
সুখ্যাতি ও অখ্যাতির বায়ু-বাণ হ'তে মুক্ত তবে তুমি !
যদি তুমি না পার দেখাতে ফিরাইয়া জগতেরে নিজরূপ থানি,
দেখ গো আপনি চেয়ে আপনার পানে,—গরবিনী তুমি !
বাস্তবের গভীর সাগর—তরঙ্গ সংস্কৃত তা'রে করেছ আপনি ;
হঠাৎ-কবির দল মরিবে ডুবিয়া, বেঁচে র'বে তুমি !
সে কাল গিয়াছে চ'লে এবে,—মিথ্যা যবে কবিতার আছিল সঙ্গিনী
এখন ফিরাও গতি, আর পূজা তা'র করিয়ো না তুমি !
লুকারিত গৌরবের 'ভেদ'—প্রাণপ্রিয় স্বদেশের আরাধনে, ধনি ;
কিঙ্করের বোগ্যতাও থাকে যদি তব—সম্রাট্ সে তুমি !
রসজ্ঞের নয়নে নয়নে থাকা যদি আনন্দের হয় বিমোহিনী,
সম্পর্ক রেখ না তবে মূর্থ, অরসিক, অন্ধ সনে তুমি !
যদি কেহ বুঝে তব গুণ, একজন ! একজন ! লও তারে গণি' ;
তোর গর্ব রেখে থাকে 'হালি' তা'র গর্ব রেখ সখী তুমি ।

আলতাফ্ হুসেন আনসারি।

কবি ও মানবজীবন ।

জীবন—সে ত' ভূতের সাথে রণ,
যে ভূত থাকে মনের গুহা মাঝে ;
কবি ত সেই —নিজেই যেই জন
বিচার করে নিত্য নিজ কাজে ।

ইব,সেন্ ।

ক্ষীর ও নীর ।

শাস্ত্র অনেক, কাব্য অনেক, আয়ু-সংক্ষেপ, হায় !
ছর্ষটনার অন্ত নাহিক, বাধা দেয় পায়, পায় ;
সুধা যেইজন মরালের মত স্বভাবটি হয় তা'র,
সে করে যতনে ক্ষীর-সংগ্রহ নীর করি' পরিহার ।

বৃদ্ধ চাণক্য ।

কর্ম ও কল্লনা ।

কে আছ হে সূচতুর ! কর শুভকাজ,
দিন না ফুরায় শুধু শুভ কল্লনায় ;
জীবন মরণ সাথে মিশাইয়া, আজ,
অনন্ত কালোরে কর ছন্দ মধুময় ।

গেটে ।

তীর্থ-সলিল ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার ।

অদৃষ্ট, পুরুষকার,—মিছে তর্ক সব,
ও সব নহেক কোনো ধর্মের বিভব ;
ভাগ্যের প্রাধান্য মেনে গেছে ভীকু সবে,
সাহসী পুরুষকার ;—জীবন আহবে ।

আল্‌তাফ্ হসেন্ আনসারি ।

পৃথিবীর সার্থকতা ।

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিশ্বে পূর্ণ অধিকার !
এ কথা কেমন ?—শুধু কথামাত্র সার ।

গ্রহ-তারার-পুষ্প-ফলে বিচিত্র দর্শন
বীজমগ্ন সম এই নিখিল ভুবন ;—
ব্যাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা সকলি ‘জীবন’ !

খুশ্‌হাল ।

দেবদারু ও বনলতা ।

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্ছে উঠে দেবদারু বাহি' ;
“কত হ'ল বয়ঃক্রম তব ?”
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি' ।

তরু কহে “বর্ষ দুই শত, —
মাস ছয় এদিক্ ওদিক্ ।”
লতা বলে “এতে বৃদ্ধি এই !—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক !”

তরু বলে “বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হ'বে তার পরে ।”

খুশ্‌হাল্ ।

মুৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্র ।

স্বর্ণপাত্র ভাঙিলেও তা'র সোনা বলি' সমাদর,
ধননাশে জ্ঞানী জ্ঞানীই থাকেগো অক্ষর গুণ'কর ;
মুখের যদি হয় ধননাশ—কিবা সে মূল্য তার ?—
মাটির পাত্র ভাঙিবা মাত্র হ'রে পড়ে ধূলিসার ।

পণ্ডিতা অবৈয়ার ।

তীর্থ-সলিল ।

জ্ঞানের প্রতি ।

হে জ্ঞান ! করেছ ধনী কত না জ্ঞাতিরে,
যাহারে ছেড়েছ সেই ডুবেছে তিমিরে ;
সংসারের সর্বরত্ন তা'দেরি কারণ,
জ্ঞানে যা'রা একমাত্র তুমি মূলধন ।

আল্‌তাফ্‌ হুসেন আনসারি ।

মাতার প্রতি ।

উচ্চশির উচ্চ রাখা অভ্যাস আমার,
আমার প্রকৃতি, হায়, রুক্ষ ও কঠোর ;
রাজার (ও) অবজ্ঞা দৃষ্টি পারেনাক মোর
নয়নেরে করিবারে নত একবার ।
কিন্তু অগ্নি স্নেহময়ী জননী আমার,
যখন নিকটে থাকে মূর্তিখানি তোর,
অতি তীব্র অভিমান দর্প অতি ঘোর
সব যায় ; বাল্য যেন পাই পুনর্জার !
সে কি দেবতাত্মা তব ?—শাস্ত করে মোরে ?
দেবতাত্মা,—বিশ্ব যার মুঠার ভিতরে,—

তীর্থ-সলিল ।

আগ্নাদে মেলিয়া পাখা ফিরে যে অশ্বরে !
মরমে মরি, মা, আজি স্মরিয়া আপন
কৃতকর্ম ;—যাহা ব্যথিয়াছে তব মন ;—
যে মনে—সবার বেশী পাই স্নেহধন ।

অন্ধ খেয়ালের মোহে ছাড়িয়া তোমার,
ফিরিলাম খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিশ্বময়,—
মমতার যদি কভু দেখা মিলে, হায় ;
আশা ছিল, লভিলে তা' জুড়াবে হৃদয় !
দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি মোর যায়,
ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি'
কাতরে কহিলু স্নেহ-ভিখারীরে, হায়,
ফিরায়োনা ; যুগান্তরে সবে গেল সরি' ।
সেই আমি খুঁজিতেছি সারাটি জীবন,
মমতার, হায়, তবু দেখা নাহি পাই ;
আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা, মাগো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই ।
আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই ত' মমতা—চির-আরাধ্য আমার ।

হারেন্ ।

বন্ধু-গর্ব ।

তাদের গর্ব ক'রে থাকি আমি,—সে কথাটি জানি আমি,
যাহারা নিয়ত আমারে ঘিরিয়া রয়েছে দিবস-রাত্রী ;
আমার গর্ব, আমার সর্ব, আমার বন্ধু তা'রা ;—
এতগুলি মণি-রতনের মাঝে হ'য়ে আছি আমি হারা ।
তা'রা ঢলঢল মুকুতার ফল,—তা'রা মুকুতার পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা তা'দের রেখেছি গাঁথি' ।

পশি' পরশিয়া দেখিয়াছি আমি অন্তর সবাকার,
তা'দের বক্ষ-নীড়ে গতিবিধি চিরদিন এজন্য ;
আমারে ঘিরিয়া আছে নিশিদিন, আমারে বেড়িয়া আছে,
মোরে নির্ভয়ে করি' নির্ভর তা'রা হেসে খেলে বাঁচে ;
তা'রা ঢলঢল লাবণ্য-জল-সিক্ত মুকুতা পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সূতা রেখেছি তা'দের গাঁথি' !

মস্কিন্ অল্, দরামি

নিষ্কলঙ্ক দারিদ্র্য ।

কেহ কি হয় অধোবদন

অকলঙ্ক দারিদ্রতার ?

দৈন্ত্র মোরা করি বরণ,

ভীকু যে জন গণি না তার ।

তীর্থ-সলিল

অকথিত, অকীর্তিত
কন্ম মোদের যেমনি হোক,
মর্যাদা ত মুদ্রাচিহ্ন

মানুষ সোনা,—যেমনি হোক ।

শাকান্নে দিন যদিই কাটে,
‘গড়া’—না হন্ন পরলামই তাই ;
মূর্খে সাজাও লক্ষশাটে,
মানুষ তবু মানুষই ভাই !

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
আড়ম্বর—তা’ যত সে হোক,
সরল যেজন সেই মহাজন
দীন দরিদ্র যাহা সে হোক ।

দর্পে চলে,—দর্পে চাহে,—
ওই যে—যাহে বলছে ‘প্রভু’—
যতই পূজা করুক তাহে
গণ্ডমূর্থ মাত্র তবু ।

যেমনি হোক তাজ্জটা তাহার,—
কন্ধাদার সে যেমনি হোক,
বুদ্ধি বাহার আছে সে জন
হান্বে দেখে, যেমনি হোক ।

তীর্থ-সলিল

রাজা পারেন মাগুদানে
সকল লোকেই ক'র্তে মানী,
গড়তে পারেন অখল প্রাণে
সামর্থ্য নাই সেটুকুখানি ;

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
মাগু তাঁদের যত সে হোক,
উচ্চ সকল পদের চেয়ে
যোগ্যতা ;—সে যেমনি হোক :

বল গো তবে আসুক ভবে
আসিবে যাহা সুনিশ্চয়,
যোগ্যতা আর বুদ্ধি আবার
হউক জরী ধরণীময় !

যেমনি হোক—যেমনি হোক,
আসিবে সেদিন, যেমনি হোক,
মানবে মানবে—ভাই ভাই হবে,
এ সারা ভুবনে যখনি হোক ।

রবার্ট বার্নস্ ।

বনচ্ছায়ায় ।

সবুজ বনের সবুজ ছায়,
আয় গো কে তোরা মেলিবি কায়;
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
গাহিবি মধুর—মধুর গান !
আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !
এখানে নাই—
কোনো বালাই,
শুধু শীত—শুধু শীতের বায় ।

আকাজ্জারে বিদায় ক'রে,
মেলিবি কায় রবির করে,
ফলের রাশি কুড়িয়ে এনে,
ভুঞ্জিবি আয় হরিষ মনে,
আয় গো হেথা আয় গো, হেথা আয় !
হেথায় নাই—
কোনো বালাই,
শুধু শীত—শুধু শীতের বায় ।

শেখরপীয়ার ।

সাধের স্বপন ।

সাধের স্বপন কোথায় আছে ?—
প্রাণের মাঝে ?—মনের মাঝে ?
জন্ম কোথায় বল গো খুলে,
বাড়ে সে ধন কোন্ গোকুলে—
বল গো বল ।

অঁখির মাঝে জন্মে সে ধন,
দৃষ্টি-রসে পুষ্ট সে ধন,
যেথায় জনম সেথাই মরণ !
আমরা তাহার মরণ-ঘড়ি
বাজাই চল !

টুং-টাং-ঢং,—টুং-টাং-ঢং
বাজাই অনর্গল !

শেবুসঙ্গীত ।

তীর্থ-সলিল ।

বসন্তে ।

আত্ম শাখায় ফুল ছলিয়ে,
মানিনীদেব মান ভুলিয়ে,
পঞ্চশরের দূত এসেছে মধুর মলয় বায় ;
ফুটেছে ফুল, অশোক বকুল,
মিলন আশে পরাণ আকুল,—
দূর প্রবাসীর নারী,—হৃদয় ধরতে নাহে হায় ।
ফাগুন এসে আগেই হিয়া
কোমল ক'রে যায় রাখিয়া,
শেষে মদন সুষোগ পেয়ে বাণ হানে গো তার ।

।।

বসন্তে ।

আবার ভাটেরা গান ধরিল নূতন,
নূতন কাহিনী বাঁশী কহে অনুখন,
থাকুন গুহার যোগীবর, আমি আজ যা'ব উপবনে,
ওই দেখ বসন্তের ফুল আমার যে ডাকিছে সঘনে !

৩৩

তীর্থ-সলিল ।

২৩

স্থগিত রাধিতে ক্ষুধা ঘুমায়ে ভিখারী,
অধোমুখ আজো রাজ্য-রাজ্য-কথা স্মরি' !
দেখিতে যা' ভাল লাগে চোখে , দেখিলে তা' দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল্ আজন্ম আসামী সুনিশ্চয় ।
খুশ্‌হাল্ ।

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি ।

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান্,
অঙ্গুলি তা'র পাথায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল ছলের চিন্ !
অমনি আঙুল উঠিল জলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ;
জননী তাহার ছিলেন যেথায়
লুটায় সেথায় পড়িল ব্যথায়,
“আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি” কাঁদিয়া কহিল দীন,
“ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা মাপের বিষেতে জরেছি,

তীর্থ-সলিল ।

পাথুন-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইল ক্ষীণ !

জননী হাসিয়া কহেন “বালক !

মধুপের হল যদি ভয়ানক,

তবে যারে তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি’ নিশি দিন ?”

আনাক্রম্ণ ।

যৌবন-মুগ্ধা ।

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন ‘পরে,

পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষ্যা ভরে ;

বিক্র তাদের বক্ষ হ’তে ক্ষণে ক্ষণে,

ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ক্ষরে !

কিন্ধা, যদি স্নগন্ধি কেশ আচম্বিতে

এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,

চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,

গন্ধটি তা’র লুকাই চুলের স্নগন্ধিতে !

যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,

এমনি শোভা হয় যে, তখন অমনি বাজে,

শতেক শ্রামা পাখীর কণ্ঠে কলসনে

বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি’ কুঞ্জমাঝে !

জেরুন্নিসা ।

ତୀର୍ଥ-ଜଳିନ

হৃদয়ের নিধি ।

সাগর মাঝে	মুকুতা রাজে,
গগনে তারা সাজে গো,	
প্রাণের মাঝে ?	হৃদয় মাঝে ?
আছে প্রণয় আছে গো ।	
বিরাট নভঃ,	সিন্ধু বিশাল,
হৃদয় মহান্ আরো সে ;	
কি ছার তারা	মুকুতা জাল ?
প্রণয় উজল তার' যে !	
এস কিশোরী	হরষ মনে,
পরান তোমার চায় গো ,	
হৃদয় সিন্ধু	গগনের সনে
প্রণয়ে মিশিয়া যায় গো !	
	হায়েন্ ।

পূর্বরাগ ।

নীরব যদিও রহে বালা আলাপনে,
 আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে ;
 যদিও সাহসে চাহে না সে মুখ পানে,
 দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠেনা কোনো ধানে !

কালিদাস ।

রূপসী ।

লাবণ্য-খনি নিশামনি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুসুম আয়ুধ বার ?
কিবা সে পুষ্প-প্লাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ-প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয় ।

কালিদাস ।

ভ্রমরের প্রতি ।

তুমি বারবার পরশিছ তা'র ব্রহ্ম চপল অঁখি,
কি গোপন বাণী कह গুণ্ণুনি' কানের সমীপে থাকি ;
হস্ত তাড়না গ্রাহ কর না, চুরি কর চুষন,
আমরা মূর্থ, ওগো মধুকর তুমি সে রসিক জন ।

কালিদাস ।

প্রেম সঙ্কট ।

দুর্লভ জনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায় ,
এ কি সঙ্কট, সখী এ কি হ'ল দায়,
মরণই শরণ, নিরুপায়, নিরুপায় ।

স্বাধীনতা ।

প্রেমের বেদনা ।

বেঁধেছে সূচীময় ফুলের ডোরে ।

এ কি গো ভালবাসা ঘটালে জালা ?
পরালে গলে মোর কেমন মালা ?
ছিঁড়িতে নারি তার, বহিতে প্রাণ যায়,
করিবি কি বা হায় মুগ্ধা বালা,
দোলায়ে দিল গলে কিসের মালা !

স্বাক্ষর।

লাল মানুষের গান।

(আমেরিকা)

বুকেতে বিঁধেছে তীর,
ষাতনায় অস্থির,
ক্ষত মুখ বিঁধিছে কাঁটার ;
নিশির দেবতা ! সাধি,
ক্ষত মোর দাঁও বাঁধি'
ঘুমের প্রলেপ দিয়া তার।
নহিলে অসহ হ'লে
অঁাধি যদি ভরে জলে,
ধ'রে তারে রাখা হ'বে দায় ;
কাঁদিলে ভীকুর মত
গৌরব হ'বে হত,
তাহাও সহিতে নারি, হায় !

ଅପୂର୍ବ ବିଷାଦ ।

হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার,

গেছে মন-সুখ ফুরায়ৈ ;

বুঝি কভু হান্ন পা'ব না সে সুখ

এ জীবনে আর ফিরায়ে ।

দরশন তা'র পাই না যেথায়,—

শ্মশান হেন গণি তাম্র ;

বেঙ্গুর নীরস

আমার চক্ষে আজি হাস।

ভেঙে শত চুর

মনের কিছুই নাহি ঠিক,

কোথা যেন হাম
ভাসিয়া বেড়াম

ঘুমিয়ে পড়ে সে চারিদিক ।

হৃদয়ে আমার

গেছে বন-সুখ ফুরায়ে ;

বুঝি কভু হান্ন পা'ব না সে সুখ

এ জীবনে আর কিরায়ে ।

আমি চেয়ে থাকি তারি তরে শুধু

বাতায়ন পথে বিঘনা ;

তারি তরে যাই ঘরের বাহিরে

ଆଉ କାଞ୍ଚେ ଯନ ଜାଗେ ନା ।

ତୀର୍ଥ-ମାଳିନୀ

মরি কি মূর্তি মনোবিমোহন,
 কি মধুর তার প্রকৃতি ;
 সে অধরে সেই সুধামাখা হাসি,
 সে চোখে প্রেমের কি জ্যোতি !
 সে মধুর বাণী বহি' শত ধারে
 হরণ করে গো প্রাণ মন ;
 মরি কিবা সুখ পরশে তাহার ;
 ওহো, আর সেই চুম্বন !
 হৃদয়ে আমার বিষাদের ভার
 গেছে মন-সুখ ফুরিয়ে ;
 বুঝি কভু হাস পা'ব না সে সুখ
 এ জীবনে আর ফিরিয়ে ।

নিম্নত হৃদয় জ্বলিছে আমার
তারি তরে, হাস, কোথা সে ?
বারেকের তরে পাই যদি তারে
রাখি ধরি' হৃদি-নিবাসে ।
বারেক তাহারে পাইলে চুমিতে,
—সত্য যেমন মানসে,—
বুঝি, এ হৃদয় গলিয়া তখনি
চুষনে তা'র যা'বে মিশে !

(টে।)

তীর্থ-সলিল ।

উষায় ও নিশায় ।

জাগিছু যখন উষা হাসে নাই,
সুধারু 'সে আজ আসিবে কি ?'
চ'লে যায় সাঁঝ, আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না, হার সখি !
নিশীথ রাত্রে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায় ।

হায়েন্ ।

মারিঠি গান ।

বাজিছে নাকাড়া কাড়া, বাজিছে বাঁশী,
বঁধু বিনা জলে বুকে অনল-রাশি ;
ফাগুনে সকল নারী সূখে বিহরে,
আমি শুধু দহি সই কুসুম-শরে ।
কুহরে কোকিল নব রতন ভরে,
মরম উথলে মোর মরমে মরে ।

সে যদি আসিয়া করে হৃদয়-আলা,
তবে সই নেব তোর কুসুম-মালা ;
সে রয়েছে কোন্ দেশে, কে জানে কোথায়,
আমি এ 'ফাগুনী ফুল' কোথা রাখি, হায় !

দুঃখের হেতু ।

সকলে সুখায়, কেন থিন্ন দিন দিন,—
 কেন আমি দুঃখে বিমলিন ?
সদাই বিরস কেন সদাই বিমনা ?
 কৈশোরে এত কি দুর্ভাবনা ?
হায় ! তা'রা বুঝে না রে এ মৃত্যু-যাতনা,
 ঘুচাতে যা' কেহ পারিবে না,—
বিনা সে মধুর হাসি, বিনা সে চাহনি,—
 (জগত-ভুলানো নিঝরিণী ;)
কে ঘুচাবে দুঃখ জালা ? কে বর্ষিবে ঘুম ?
 হাহাকার করিবে নিবুম !
সে কঠিনা, ক্ষমাহীন, সুন্দরী সে নারী,
 শিলা-সুকঠোর হিয়া তা'রি !

ତୀର୍ଥ-ସମ୍ମିଳନ ।

সে জানিতে নাহি চায় কেন আমি ক্ষীণ,
কেন বা গুমরি নিশি দিন ;
আনন্দে যথনি, হায়, বিমুক্ত নয়নে
চাহি সে মধুর মুখ পানে,—
চাঁদ মুখ ঘিরে ফেলে মেঘে,
কুটিল ব্রকুটি কি যে উঠে, হায়, জেগে
বিরহে, নৈরাশ্রে, সদা ডুবে আছি তাই
ক্ষুদ্র খেদ ভিন্ন কিছু নাই ;
জীবন বিজন মোর, গহন সে হায়
বিষাদের বিষ-লতিকায় ।

মুখর ও মৌন ।

আকুল কুজনে কপোত কাঁদিছে
মরম-যাতনা জুড়াতে তা'র ;
আমারি মতন ব্যথিত সে জন,
মম সম বুকে ছুথেরি ভার ।
সে কাকলি শোনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু ;—
তবু অঁাখি জল বারে অবিরল,
লুকানো আগুন জলে সে ধূ ধূ !

তীর্থ-সলিল ।

হায় পাখী, মোরা প্রেমের বেদনা
আধা-আধি বেঁটে নিয়েছি দৌছে ;
মুখর কাকলি তোমাতে কেবলি,
মৌন ব্যথা সে আমারে দহে ।

সিরাজুল আলম ওয়ারক ।

একা ।

একাকী যদি কাটিল কাল, বাঁচিয়া স্মৃতি নাই ;
শোভার নিধি কি হ'বে ?—যদি ভাবুক নাহি পাই ।
যে দিন দেখা না পাই তব সে দিন হ'ক নাশ,
তোমায় ছেড়ে স্মৃতির আশা মরীচিকার আশ ।

ভবভূতি ।

পরিবর্তন ।

বসন্তের গোলাপের আভা
শোভিছে ও কপোলে তোমার,
আর ওই হৃদয় ভরিয়া
বিরাজিছে শীতের তুষার !

তীর্থ-সলিল ।

কিন্তু ইহা যাবে উলটিয়া,
কার্য্য সাধি' গেলে বর্ষচর ;—
তখন কপোল হবে হিম,
সস্তাপিবে বসন্ত হৃদয় !

হায়েন্ ।

গুপ্ত প্রেম ।

(তিব্বত)

ডাঙায় ওই উঁচু ডাঙায়,
ফুল ফুটেছে শাদায় রাঙায়,
ওরে রাখাল ভাই !
নূতন তর ফুল ফুটেছে,
আন্ রে তুলে ভাই !
আন্রে তুলে নূতন ফুলে,
আন্রে তুলে তায় ;
হাতটি দিয়ে তুলিস্ নে রে
শুকিয়ে যাবে হায় !
পরাণ দিয়ে তুলে এনে
হিমায় বাঁধ তায় ;
বুকের মাঝে গোপন রেখ,—
প্রাণের মাঝে, হায় ।

পথের পথিক ।

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
তোমাতেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,
মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
সাথে থেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরাণ যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয় !
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিলে,
আমার বাহর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিশ্চয় ।
কথা ত কহিতে পারিব না আমি মুরতি তোমার ভাবিব একা,
পথ'পরে অঁাখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা ।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই ।

ইইটম্যান ।

সার্থক দিন ।

আজিকার দিন যায় নি বিফলে,
পেয়েছি গো আজি তাহার দেখা !
হাসিতে মাণিক হাসিতে দেখেছি,
নয়নেরি জলে মুকুতা-লেখা !

তীর্থ-সলিল ।

দেখেছি দেখেছি তাহারি মুখ,
দুঃখ জীবনে জেনেছি সুখ ;
(শুধু) তাহারে ফিরিয়া দেখিব বলিয়া
যাতনা ভুলিয়া যায় গো থাকা !

ম্যাক্সিম্, গোর্কি ।

প্রস্থিতা ।

নয়ন রে তোর উদিত ভাগ্য এখনি অন্ত-যায়,
মরম দেশের মহা উৎসব ফুরায়ে গেল সে হায় !
ধৈর্য্য-ছায়ায় কবাট পড়িল, পড়িল সে চিরতরে,
পড়ে ষবনিকা, লুকাল বালিকা, চ'লে গেল লীলা ভরে ।

কালিদাস ।

বালিকার অনুরাগ ।

(তার) রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায় !
(সে যে) মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায় ।

তীর্থ-সলিল ।

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কথ'খনো ত' চক্ষে অমন রূপ দেখি নি, হায় ;
(তারে) দেখতে পেয়ে ও আজ কেন হায় যাই নি জানালায় ।

ওড়না খানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক, আসবে আমার বর !
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্তে বরের ঘর ।

ওড়না খানি উড়ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্ব আপন, আমার দাও বিদায় ।

চীন দেশের 'শী-কি' গ্রন্থ ।

গোপিকার গান ।

ছি ছি, কি লাজ, রাখাল ! রাখাল !
লজ্জা সরম নাই ;
চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে
ছুইছি যখন গাই ।
গোলাপ কত ফুটেছে আবার,
বকুল হেসে লুটেছে আবার,
তুমি এসে চুমা দিলে ছুইছি যখন গাই !

তীর্থ-সলিল :

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালান ভাই,
ধরু তা'রে কেমন ক'রে
ছুইতে ছুইতে গাই ;
পায়রা কত উড়ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়ছে আবার,
রাখাল এসে চুমা দিলে ছুইছি যখন গাই ।

এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !
চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,
এড়ানো কি যায় কখনো
ছুইতে ছুইতে গাই ;
পাপিরা গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হ'তে চুমা দে যাও, ছুইতে ছুইতে গাই !
টেনিসন।

প্রেমের ইন্দ্রজাল ।

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন ক'রেছে ;—সখী, সেকি যাছকর ?
সখনি আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
তখন পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায় !

তীর্থ-সলিল ।

শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি' উদ্ভ্রান্ত,
এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্ ত' ।
কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্ম বিদরে ওরে !
সখীরে সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,
তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষভরে ;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে !

ভামিন কবিতা।

দেখে যাও ।

তুমি কি দেখিবে, বালা, কি মধুর আলো,
জালিয়াছ হৃদয়ে আমার ?
কথায় ভাষায় শুধু তাই ফোটে ভাল
যে লালসা তুচ্ছ অতি ছার ।
নীরবে,—দেখ গো চেয়ে—কভ ভালবাসি,
প্রণয় নীরব চিরদিন,
এ নয়নে,—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি
জাগায়েছে শক্তি নবীন !

ভট্টেরার ।

মৃত-সঞ্জীবনী ।

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমার ?
তুমি যে সুন্দরী আরো, অসি লজ্জাশীলা !
ব্যস্ত করে দক্ষ্য হাওয়া ফুলদলে, আর
‘মধু’র পতনি থাকে অতি অল্প বেলা ।
কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নম্রন,
বরণ তাহার প্রায় মনে হয় ম্লান ;
হারায় সৌন্দর্য্য ক্রমে সৌন্দর্য্যের ধন,
পরিবর্তনের ফেরে হয় নিয়মাণ ।
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন
হ’বে না নলিন ; হারা’বে না এই দান,
গর্বে তোমা’ মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,
অমর সঙ্গীতে তুমি র’বে বর্তমান !
মানব রহে গো যদি এ মর ধরায়,—
র’বে ইহা ;—সঞ্জীবিত করিতে তোমায় ।

শেখরসীয়ার ।

প্রিয়ার পরশ ।

সরস পরশে তব ইন্দ্রিয়ের উপজে বিকার,
ও পরশ চেতনারে ভ্রান্ত করি' চিয়ার আবার !
নিশ্চয় করিতে নারি,—হর্ষ ইহা কিহা দুঃখভার,
মোহ—নিদ্রা,—মত্ততা কি সুধাসেক,—বিষের সঞ্চার !
তবভূতি ।

রূপের মাধুরী ।

মিথ্যা কথা, পদ্য নহে তুলনা তাহার,
লজ্জা মানে মৃগনাভি কেশবাসে যার ;
কৃষ্ণভুরু ধনু তার পক্ষরাজী শর,
প্রতি শর লাগে হার প্রাণের ভিতর ।
তীক্ষ্ণ যেন তরবারি ছ'টি আঁখি তার,
প্রেমিকের প্রাণ ল'য়ে যুদ্ধ অনিবার !
অধরের কোণে কৃষ্ণ তিল শোভমান,
থুলেছে হাবসী শিশু চিনির দোকান !
প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার ।

তীর্থ-সলিল ।

কপোল পরশে শুধু কাণের সে ছল,
অধর ছুঁইতে পায় লবঙ্গের ফুল !
অনিদ্য সে রূপ তার রূপের মাধুরী,
কেবল পাষণ প্রাণ, এই খেদে মরি ।
কে জানে কতই লোকে কত কি যে চায়,
খুশ্‌হাল্ মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায় ।

খুশ্‌হাল্ ।

ভালবাসার নামান্তর ।

পুলক-স্তরা পাখীর গানে
আমরা কেন দিব গো কান ?
সবার চেয়ে স্নকণ্ঠ পিক
তোমার কণ্ঠে গাহিছে গান !
দেব্‌তার! আকাশের তারা
দেখান্ কিম্বা রাখুন্ ঢেকে,
সবার চেয়ে উজ্জল তারা
ফুটেছে ওই তোমার চোখে !
বসন্ত আজ নূতন ক'রে
ফুটুক্ ফিরে ফুলের কলি,
ফুলের সেরা কুল যে ওগো
তোমার হিয়া, আমরা বলি !

তীর্থ-সলিল ।

গগন-শোভা দিনের রাজা,—

আবেগ-মাথা পাখীর ভাষা,—

বিকশিত হৃদয়-কুসুম,—

(তাদের) আরেকটি নাম ভালবাসা ।

ভিত্তর হুগো ।

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন ।

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার,

জ্যোতি তব উষার কিরণে ;

পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,

মরালের শুভ্রতা বরণে !

জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,

চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;

অর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,

মুগ্ধ কর রাগিনীর প্রায় ।

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত

দেখা মোরে দিতে করুণায় ;

বল তুমি “রহি অবশুষ্ঠনের মাঝে,

এ রূপ দেখাতে নারি হায় !”

তীর্থ-সলিল ।

তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—

অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?

আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য্য তোমার

দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?

একি গো সমর-লীলা তোমার আমার ?

ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;

মরমের (ও) মর্শ্য যাহা তাই তুমি মোর,

জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু ।

নারী-বন্দনা ।

(মলয় উপদ্বীপ)

ললাট তোমার সিত পক্ষের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ,

আধ-ফুটন্ত যুথিকার কলি ক্ষুরিত নাসার ছাঁদ ;

রাঙা দুটি গাল,—পুষ্ট রসাল, ধরেছে মাত্র রং,

নেবু গন্ধের ত্রণের মতন কচি আঙুলের ঢং !

কুস্তল ঘন গন্ধ মগন গুবাক-ফুলের কাঁধি,

জোড়া-ভুরু যেন আকাশের পাখী চিত্রে রেখেছে বাঁধি' !

নয়নে তোমার শুক্র-তারার চির-উজ্জল বিভা,

পেকে-ফেটে-যাওয়া ডালিমের মত ওষ্ঠ অধর কিবা ;

তিনটি রেখায় নিবিড় লেখায় শোভিত কণ্ঠ তা'র,

ক্ষীণ কচি যেন ফুলের বৃন্ত হিলোলে দোলে হায় !

নারী-বন্দনা ।

(মিশর)

রমণীর মণি, মমতার খনি, রাজার ছালালী ধনি,
অমা যামিনীর তিমির জিনিয়া কালো তব কেশ গণি ;
কালো সে নিবিড় ফল-মণ্ডিত জম্বুবনের চেয়ে,
পৃষ্ঠ তোমার—স্কন্ধ তোমার—ললাট তোমার ছেয়ে !
কুসুম স্তবক স্তন দু'টি তব বিমুখ বিরাগ ভরে,
তীক্ষ্ণ উজ্জল দশন অমল হীরকে মলিন করে ;
লঘু লীলায়িত সকল অঙ্গ হিল্লোলে যেন দোলে,
তোমাতে ঘিরিয়া যেন বসন্ত নব-পল্লব খোলে !

নারী-বন্দনা ।

(জাপান)

মূল-পাপড়ির জড়িমা-জড়িত আধ-বিকশিত অঁথি,
উজ্জল যেন ছুরির মতন, শান্ত যেন গো পাখী !
সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পাণি পাদ তা'র ;
পাণ্ডুবদন, পাণ্ডুবরণ, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি !

তীর্থ-সলিল ।

নারী-বন্দনা ।

(গ্রীস্)

কপোল তোমার গোলাপের মত, হৃষে-আল্‌তার রং,
নিশ্বাস মধু, সরল নাসিকা,—নহে গরুড়ের ঢং ;
দীঘল আঙুল, ক্ষুদ্র চরণ, উজ্জল মাঝারি চোখ,
জোড়া নহে ভুরু,—ঈষৎ বক্র, হাসিতে তুষ্ট লোক ;
নগ্ন মূরতি সুন্দর অতি, ভূষণে তেমনি শোভা,
তনু কমনীয়, সুখ নমনীয়, নিখিল পরাণ লোভা !

নারী-বন্দনা ।

(ভারতবর্ষ)

পূর্ণিমা-চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে তনু ছায়,
আধ-বিকশিত সোনার কমল উজ্জলিছেঃমহিমায় ;
পরশে তাহার শিরীষ-সুঘমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠী, হরিণ-নয়না, হাসে ভাবে সদা লাজ ।

নারী-বন্দনা ।

(শিহুদী)

তোমার মুখের গন্ধ মধুর নাস্পাতি হ'তে মিঠে,
কিবা সৰ্ব্বৎ—কিবা সে সরাব অধর অমৃত ছিটে !
তরুণ তরুর ছন্দ তনুর, নীল কুন্তলজাল,
হৃদয়কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দ্রাক্ষা সে সুরসাল !
লুকারে ও বুকে উৎসুক মুখে ও কি মৃগশিশু ছুটি ?
আবরণ খানি করিলে মোচন—ওরা কি পালাবে ছুটি ?
ক্ষটিকে গঠিত অঙ্গ তোমার, অমৃত পাত্র কার,
কোন্ রস তাহে আছে যে অভাব ভাবিয়া পাই না হার !

নারী-বন্দনা ।

(যুরোপ—মধ্যযুগ)

অমলবরণী নবনীত জিনি',—জিনি' বরফের গুঁড়া,
কোমল চিকণ চিকুর সোণালি জিনি' কাঞ্চণ-চুড়া !
অধর অরুণ, হাসিটি তরুণ, করুণ নয়ন ছুটি,
ক্ষীণ তনু—তাজা, পরিক্ষীণ মাজা,—তবু সে পড়ে না টুটি !
বুকের বসন তুলিয়া ধরিয়া আছে ছুটি আখরোট,—
সোহাগ-ভিখারী আছে আশু বাড়ি'—সাথে আছে রাঙা ঠোঁট ।

তীর্থ-সলিল ।

নারী-বন্দনা ।

(কাফ্রি)

ওই কালো রূপ অমৃতের কূপ সুষমার খনি কালো,
শ্রাম পল্লব জিনিয়া পেলব কালো আমি বাসি ভাল ;
নিবিড় রূপের স্নিগ্ধ গাঢ়তা স্বপনে ডুবায় আঁখি,
স্নিগ্ধ শ্রামল বদনে উজল চঞ্চল আঁখি-পাখী !
ললাট-ফলক বেড়িয়া অলক খেলা করে বায়ুভরে,
কোমলে কঠোর—সংহত তনু কাফ্রির মন হরে ।

নারী-বন্দনা ।

(পারশ্ব)

ঘন কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে,
ভুরু ধনু কে গো ক'রেছ যোজনা নয়ন-পদ্ম-শরে !
গুম্ফ-বিহীন ওষ্ঠে চিবুকে নীল সুষমার লেখা,
দীঘল সরল তনু নির্মল, চোখে কজ্জল-রেখা ;
কালো তিল—খুঁটে কুড়িয়ে তুলেছে,—ফুটায় তুলেছে রূপ,
অমল চরণে লুণ্ঠিত কত মুকুট-শীর্ষ ভূপ !

নারী-বন্দনা ।

(আরব)

বেতসী জিনিয়া নমনীয় তনু,—কিশলয় জিনি' কচি ;
বদন-ইন্দু ঘিরি' কুন্তল রেখেছে যামিনী রচি' !
কজ্জল-হীন কাজল-নয়ন রেশমী পশ্মে ঘেরা,
কান্ত কোমল ক্রান্ত সে দিঠি সকল দিঠির সেরা ;
অধর অরুণ দশন তরুণ প্রবালে মুকুতা পাঁতি;
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু নিতম্ব, জোড়া ভুরু প্রাণঘাতী !
এক বস্তুর দু'টি দাড়িষ হৃদি'পরে হৃদি-লোভা,
লঘু পাণি, লঘু চরণ, আঙুলে হেনার রঙীন শোভা ।

কবির প্রেম ।

গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই,
আমি তা'রি হ'তাম পাতার মত ;—
দৌহার তনু বাড়িত একই সাথে,
গানের দিনে কিস্বা দুখের রাতে
ফুলের বনে কিস্বা মাঠের মাঝে ভাই,
হর্ষে বিভোর কিস্বা শোকে হত !
গোলাপ যাহা প্রণয় যদি হ'ত তাই,
আমি তা'রি হ'তাম পাতার মত !

তীর্থ-সলিল

‘কথা’ যাহা আমি গো যদি হ’তাম তাই,
প্রণয় যদি হ’ত ‘সুরের’ মত ;—
মূচ্ছনা কি উচ্চগ্রামে, খাদে,
দৌহার সর্ব মিশিত এক(ই) সাথে,
ছপুর বেলা মধুর বৃষ্টিপাতে তাই,
হর্ষে বিভোর পাখী ছ’টির মত ;
‘কথা’ যাহা আমিও যদি হ’তাম তাই,
প্রণয় যদি হ’ত সুরের মত !

জীবন যাহা—তুমি গো যদি হ’তে তাই,
আমি হ’তাম মরণেরি মত !
রোদ্র বৃষ্টি হ’ত একই সাথে,
চৈত্র মাসের নূতন পাতে পাতে,
চৈত্র মাসের সকল সাথে সাথে ভাই
ফুলে যখন ফলের গন্ধ যত ।
জীবন যাহা—তুমি গো যদি হ’তে তাই,
আমি হ’তাম মরণেরি মত ।

তুমি গো যদি ছুথের হ’তে ক্রীতদাস,
আমি হ’তাম হরষেরি সাথী ;—
ভাগ্য ল’য়ে চলিত শুধু খেলা,
কখনো হাসি, কখনো হেলাফেলা,

বালক সম—বালিকা সম পরিহাস,
অরুণ সাথে অশ্রময়ী রাতি !
তুমি গো যদি দুখের হ'তে ক্রীতদাস,
আমি হ'তাম হরষেরি সাথী !

তুমি যদি 'মধু'র প্রিয়া হ'তে রানী,
আমি হ'তাম 'মাধবে'র রাজা ;—
মুকুল, ফুল, রাখিয়া বাজি মেলা,
পাতার পাশা হ'ত মোদের খেলা,
নিশার মত হ'ত উষার হাসিখানি,
নিশি হ'ত অরুণ-রাগে মাজা !
চৈত্রনিশির তুমি যদি হ'তে রানী,
আমি হ'তাম বসন্তেরি রাজা !

তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রানী,
আর আমি হই বেদনারি রাজা ;—
মদনে নোরা করিব দৌহে শীকার,
ছিঁড়িয়া পাখা ঘটাব তা'র বিকার,
মুখেতে তা'র লাগাম এক দিব টানি,—
শিখাব তা'রে নাচনেরি মজা !
তুমি যদি সুখের প্রিয়া হও রানী,
আর আমি হই দুঃখব্যথার রাজা !

সুইনবার্ণ ।

তীর্থ-সলিল ।

গোলাপ-গুচ্ছ ।

সারাদিন আমি বেঁধেছি গোলাপ
 গুচ্ছ করি',
এবে একে একে দলগুলি তা'র
 নিতেছি হরি' ;
দিতেছি ছড়ান্নে যে পথে আমার
 সে জন যায়,
একবার সে কি চাহিবে না ফিরি' ?
 চা'বে না ? হায় !
তবে পড়ে থাক,— তবে পড়ে থাক,—
 মরিয়া যা'বে ?
আমি ভেবেছিছু নয়নে তাহার
 পড়িয়া যা'বে ।

হায়, কতকাল করিয়াছি শ্রম
 সাধিতে হাত,
ফিরাতে কঠিন আঙুল বীণায়
 দিবস রাত ;
আজিকে আমার গাহিতে যতন
 জানি যে গান,
সে কি শুনিবে না ? হায় গো সেজন
 দিবে না কান ?

তীর্থ-সন্নিব ।

যাক্ ছিঁড়ে তার, গান থেমে যাক্
হৃদয় তলে ;
আহা যদি আজ সেজন আমার
গাহিতে বলে !

সারাটি জীবন শিখেছি শুধুই
বাসিতে ভাল,
এবার ভেবেছি সাধিয়া দেখিব
জলে কি আলো ;
মরম-কাহিনী শোনা'ব সে জনে,
শুনিবে সে কি ?
দ্রিবে সে কি মোরে স্বরগের স্মৃতি ?
ভালই, দেখি ।
যে খুসী হারাক্ আমি ত' বলি গো
এমনি ধারা,—
স্বর্গ যা'দের করতলে আসে
ধন্য তারা !

বাবাট ব্রাউনিং ।

তীর্থ-সলিল ।

মিলন-সঙ্কেত ।

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' ;
মুহু নিখামে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজল তারা অঁধারে জলে ,
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি' ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি',
'কে জানে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !
নিথর নিবিড় কালো নদীর'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মূরছি' পড়ে,—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;
পাপিয়ার অনুযোগ কুটিতে নারি'
যরনে মরিয়া হার গেল গো তা'রি,
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয়'পরে !
এ তৃণ-শমন হ'তে তোলো আমারে,
মরি গো, মূরছি, ডুবে যাই অঁধারে ।

পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
সৃষ্টি কর গো প্রেম চুম্বার সাথে !
কপোল হ'য়েছে হিম, হাস গো প্রিয়া,
দ্রুত তালে দুরু দুরু কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি'
তোমারি বুকের 'পরে যাক্ সে টুটি' ।

শেলি ।

প্রেমের স্মৃতিদুঃখ ।

প্রেম রাখিল মাথাটি তা'র
কাঁটার ভরা গোলাপ শেষে ;—
ঠোঁট দু'টি তার শুকিয়ে এল,
অঁধির পাতা উঠল ভিজে ।
সঙ্গীহারা শিথানে তা'র
ভয় ভাবনা রইল ঘিরে ;
তিলে তিলে পোহায় নিশি,
উষায় ধরা হাসে ফিরে ;
উষার সাথে হরষ এসে
চুমিল সেই মুখটি ধীরে,
ভয় ভাবনা গেলেন সরে
ছিলেন যারা শিথান ঘিরে !

তীর্থ-সলিল ।

আঁখিতে তা'র ফুটল আলো,
ঠোটে উষার হাসি-রাশি ;
নিশায় বিষাদ রাজ্য করুক
উষা ফিরে আনবে হাসি !

সুইনবার্গ :

সন্ধির আনন্দ ।

কমল, গোলাপ আন ভরিয়া অঞ্জলি,
আন বেলা, ফুলযুধী ছড়াও পবনে ;
আমার ব্যথায় যা'রা ব্যথা পেলেন মনে,—
এস আজ ! আনন্দের অংশী হ'তে বলি ।
আন গো অরুণ ফুল, আন শুভ্র কলি,
যে ফুল সাজিবে ভাল এ আনন্দ দিনে ;
সুগন্ধ সলিল-ধারা ঢাল গো ভবনে,
আমার ভাবের সাথে মিলে এ সকলি ।
শান্ত সে বিপক্ষ মোর, করেছে মার্জনা,
শান্তি এবে, চাহে না সে মরণ আমার ;
দয়া মাত্র গরু তার,—নহে নহে ঘৃণা ;
আশ্চর্য্য হ'য়েনা তবে উৎসাহে আমার ;
এত সুখে—এ আনন্দে—কীণ মনোবীণা—
নহে ছিন্ন তন্ত্রী !—এই বিশ্বয় অপার !

বোয়ালদে ।

মারাঠি গাথা ।

- কানাই । আবার কিনিলে মোরে, হে সুন্দরী !
 গোপী । আমি ত' আসিনি ; টেনে আনে বাঁশরী ;
 লহরিয়া উঠে হিয়া ঘনঘটাতে—
 কানাই । বালিকা কেমনে এলে অঁধার রাতে ?
 কেমনে চিনিলে পথ ? গভীর নিশা !
 গোপী । চমকে বিজলী মুহু - পাইনু দিশা ।
 কানাই । পিছল সে বাঁকা পথ কাঁটায় ভরা,
 বেদনা পেয়েছ বড়, বিশ্বাধরা !
 গোপী । লঘু গতি, দৃঢ় মতি করে সে হেলা ।
 কানাই । নিশি যে বিষম কালো,—তুমি একেলা !
 গোপী । না, না বঁধু, একাকিনী আসেনি রাধা,
 প্রেম যা'র সাথী তা'র কিসের বাধা !

প্রেমের নেশা ।

ধন্য সে,—প্রভাতে জাগি' সতৃষ্ণ নয়নে
 প্রতিদিন যেইজন দেখে ও বয়ান ;—
 মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,
 প্রেমের কাটে না নেশা না গেলে পরাণ !

সাদি ।

তীর্থ-মলিন ।

চুম্বন ।

প্রথমেতে কীটের চুম্বন !

চুম' মোরে,—যেন তুমি পার না বুদ্ধিতে
কোনো মতে,—কোন্ ভাবে আজি রজনীতে,—
ফুল ঘা'রে বল তুমি,—এ মোর আনন-
শতদল—গুটীরেছে পাপ-ড়িগুলি তা'র ;
চুম্বন-পরশ দাও সর্বত্র তাহার !
ফুটিব পরশ চিনি' অমনি তখন !

ভ্রমরের চুম্বন এবার !

চুম' মোরে,—যেন তুমি পশেছ অন্তরে
হৃদয়ে,—একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে ;
উড়াতে না পারে হায় সে দাবী ত' আর
মুকুল সাহস ক'রে ;—সব পর হাত ;
তাই শেষে, শ্লথ-দল পুষ্প সম, নাথ !
এ ফুলে পাড়াই ঘুম বাহতে তোমার !

রবার্ট ব্রাউনিং ।

সাকীর প্রতি ।

এস সাকী ! দেহ পাত্র ভরিয়া
রঞ্জিল মদিরায় ;
অংর কারো হাতে এমন করিয়া
পাত্র কি লওয়া যায় ?
সে রস ধরে না আঙুরের ফল,—
নাহি সে মর্ত্য-লোকে,
সে যে রাঙিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে ।

আকল্, সালম্ বিন্ রাগোয়ান্ ।

মেঘের প্রতি ।

আরো গম্ভীরে ডাক তুমি মেঘ, ডাক গম্ভীর স্বরে,
তোমার প্রসাদে পরাণ আমার অনুরাগ-রসে ভরে ;
নিবিড় পরশ-হরষ-আবেশে ঘন রোমাঞ্চ হয়,
নব-বিকাশিত নীপের পুলক জাগে সারা তনুময় ।

শুদ্ধক ।

প্রিয়া যবে পাশে ।

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেবা সুলতান্ ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে ।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেমসীর মুখ-চক্রে আনন্দ পূর্ণিমা !
আমাদের দলে সরাব যা'চলে তাহে কারো নাহি রোষ,
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ ।
আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই ।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি',
আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী !
শর্করা মিঠা আমারে ব'ল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধর খানি ।
অখ্যাতি হ'বে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে ? যাক, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর ।
খোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়োনা অহুযোগ,
ভীর' আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ !
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড়না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল !

হাফেজ ।

সাকীর প্রতি ।

ওগো সাকী মদিরা বিলাও,
পেয়ালা ভরিয়া বারেবার ;
মধুপান বিনা মধু যা'বে ?
বলিয়ো না—দোহাই তোমার ।
আর কবে ফুলদলে পা'ব,
ফুলমুখী সুন্দরী সঙ্গিনী ?
কোন বাধা বাঁধে মোরে আজি ?—
হেন দিনে,—বল ত' রঙ্গিনী !
দেখ, কি বলিছে ওরা—শোনো,
কি বলিছে বাঁশীতে বীণায়,—
'গেলে দিন আসেনা ফিরিয়া'
কি দাকণ, কি বিষম হায় ।
মিষ্ট বড় জীবনের সুখ,—
হায়—যদি থাকে চির দিন,
চির কাল না থাকিল যদি—
গণ' তা'রে তুচ্ছ অর্থ হীন ।
কত না নূতন প্রেম হায়,
দলিত কালের পায় পায় !

খুশ্‌হাল ।

তীর্থ-সলিল ।

সাগরে প্রেম ।

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে ,
বল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হ'বে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হয়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তার,
এখন বল, কোথায় যা'ব আর ?

চুমার চাপে যে ছুঁ গেছে মরি',—
অন্ত স্নেহের শেষ নিশাসে ভার',—
প্রসাদ পবন মোদের হ'বে সে ;
ফুলে বোঝাই হ'বে নৌকা থান্,
পহা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুমুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয়,
এখন বল, যা'ব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে ছু'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,

সোনার পাটা, সোনার হ'বে ছই,
রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে র'বে রসদ রাশি,

রসদ রবে অধর প্রান্তে সই !

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !
এখন বল, যা'ব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?

কিন্তু মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?
কিন্তু যেথায় তুষার বুকে সাজে ?

কিন্তু জলের ফেণার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায় !
এখন বল,—যা'ব আর কোথায় ?

কল্প সে ধীরে “নামিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা ;—

একটি শর, একটি মাত্র হিয়া !”

তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;

নারী সেথায় নাম্তে নারে, প্রিয়া !

তেম্মোফিল্ গতিয়ে ।

তীর্থ-সলিল ।

রাজা ও রাণী ।

“ওই শোনো গো কাক কোকিলে ডাকে,

সভায় তব লোক দেখ না কত !”

“না, না, কোথায় কাক কোকিলে ডাকে ?

শব্দ হ'ল ঝাঁঝির ডাকের মত ।”

“ওই দেখ গো ভোরের আলো পেয়ে,

সভা তোমার উঠছে যেন হেসে !”

“না—না, ও নয় দিনের আলো, প্রিয়ে,

উদয় টাঁদের রশ্মি ওঠে ভেসে ।”

“হায় প্রিয়তম, ঝিলি তানের মাঝে,

স্বথের বড় নিদ্রা তব সনে ;

ভাবনা শুধু,—ফিরবে সভার লোক,

না জানি কি ভাববে তা'রা মনে !”

“সী-কিং” গ্রন্থ ।

বিদায় ক্ষণে ।

মাঝিরা বলিল

‘গেল বেলা গেল,

আর বিলম্ব নয় ।’

সেই ক্ষণে প্রিয়া

শিখা'ল হিয়ার

অঁখি কত কি যে কর !

উদ্বেল হিয়া কাছে এল প্রিয়া।
কহিতে বিদায় বাণী ;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা'
আধেক চেতনা মানি' ।
মুগ্ধ নয়ন জল-ভার-নত,
মেলি' দুই খানি কর,
গোলাপের বনে মলয়ার মত
পড়িল বুকোরি 'পর ।
রাহু সম মোর উৎসুক বাহু
বেড়িয়া ধরিল তা'রে ;
সে কহিল কাঁদি' "পরিচয় যদি
না ঘটিল একেবারে ।"

আবু মহম্মদ ।

প্রবাসে ।

হলুদ বরণ পাখী, ওরে হলুদ বরণ পাখী মোর,
শস্ত্র খুঁটে নিসনে আমার শস্ত্র খুঁটে নিসনে চোর !
বিদেশে বিদেশীর মাঝে পাইনে সাদর সম্ভাষণ,
চলরে উড়ে পালাই দেশে যেথায় আছে আপন জন ।
হলুদ বরণ পাখী, ওরে হলুদ বরণ পাখী মোর,
ভুট্টা খুঁটে নিসনে মোদের নিসনে ওরে ভুট্টা-খোর !

তীর্থ-সলিল ।

২৩

বিদেশে কেউ মন বোঝে না মিথ্যা মুখের পানে চাই,
চল্‌রে ভেসে আপন দেশে আপন জনের কাছে যাই ।

সোনার বরণ পাখী, ওরে সোনার বরণ পাখী মোর,
মোদের রুটি নিস্নে লুটি' পাখীরে পায় ধরি তোর ;
বিদেশে বিদেশীর মাঝে থাকতে মোরা পারি না, ভাই,
চল্‌রে মোরা সবাই মিলে দেশের কোলে ফিরে যাই ।

চীন দেশের 'সী কিং' গ্রন্থ ।

হাব্‌সী নারীর গান ।

বাতাস গরজায়, বৃষ্টি পড়ে :

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,

কাতর সে যে হয় বিষম ঝড়ে ।

কাছে মা নাই তা'র দুধ কে দেবে আর ?

গরম ক'রে আর আদর ক'রে ?

বধু সে কাছে নাই, গম কে ভাঙে ভাই,

রুটি কে গড়ে বল্‌ তাহার তরে ?

বিদেশী অসহায়, কোথা সে যাবে হায় ?

আমরা তারে আশ্রয় বাঁচাই ঝড়ে ,

নাই মা, বধু নাই, থেতে কে দেবে ভাই ?

কে তারে দেবে ঠাই ?—বৃষ্টি পড়ে ।

স্মৃতি ।

অন্তরে কাঁদিয়া ফিরে মোহময় তান,
থেমে গেল গান !
বকুল শুকায়ে গেল,—তবু তা'র ভ্রাণ
মুগ্ধ করে প্রাণ !
গোলাপ ঝরিলে তার পাপড়ি বিছায়
প্রিয়র শয্যায় ;
তুমি গলে ভালবাসা পড়িবে ঘুমায়ে
স্মৃতিটি জড়ায়ে !
শেলি ।

দুখ-শরীরী মাঘে ।

দুখ-শরীরী মাঘে,
বড় সুখী তরুলতা ;
শাখে আর নাহি জাগে
শ্রামল শোভার কথা !
উত্তর বায়ু পারে না পত্র ঝরাতে,
বরষি' করকা তীব্র স্বননে ছরাতে ;
নাহি পারে আর পিণ্ড-তুষার জরাতে,
বিকাশের মুখে তা' সবায় ।

তীর্থ-সলিল ।

তৃষ্ণ-শর্করী মাষে,
বড় সুখী নিব্বার ;
বুদ্বুদে নাহি জাগে
রঙিন্ রবির কর ।

শুধুই মধুর বিস্মৃতি ল'য়ে সুখেতে.
লালসা-লহর শাস্ত করে সে বুকেতে ;
নিমেষের' তরে উচ্চারে না ত' মুখেতে
কঠোর কালের বারতায় ।

আহা যদি সকলেরি
হ'ত গো এমনি হায় ;
অতীতের সুখ স্মরি'
কে না কঁাদে যাতনায় ?
মরমে মরমে পরিবর্তন মানা,
প্রতিকার নাই,—চিকিৎসা নাই—জানা,
অথচ নহেক অপটু, বধির, কাণা,
সে কথা লেখেনি কবিতায় ।

কীটস্।

বধূ ।

ছেলেবেলার কথা ভাবি যখন জলে সাঁঝের দীপ ;
মনে পড়ে গাঙের ধারে তলতা বাঁশের দীর্ঘ ছিপ ।
বাম দিকে সেই ঝর্ণা ঝরে, ডাহিন দিকে বইছে নদী,
দূরে হ'লে ও তোমরা আমার কাছেই আছ নিরবধি ।
আঁখি যে ঠাই দেখতে না পায়, মন ছোট্টে সেই বাপের ঘরে,
বাপের মায়ের ভাষের আদর না পেয়ে প্রাণ কেমন করে ।
ঝর্ণা ঝরার ঝঞ্ঝারে আর নদীর কুলুকুলুর সাথে,
তোমাদের আনন্দ হাসি শুনি আমি আঁধার রাতে !
কেরল কাঠের নোকা চ'ড়ে সরল কাঠের দাঁড়টি বেয়ে,
মাগো আমার ইচ্ছা করে তোমার কাছে জুড়াই গিয়ে ।

উৎকণ্ঠিতা ।

ওই গো আবার আকাশ ডাকে,—
আকাশ ডাকে ওই !
এমন সময় বাইরে থাকে ?—
ছুটিই বা তা'র কই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো !
তোমায় ঘরে দেখে আমি নির্ভাবনা হই ।

তীর্থ-সলিল ।

আবার আকাশ উঠছে ডেকে ;
কখন গেছে সেই ;
বাড়ছে বাতাস থেকে থেকে,
ফিরতে কি তা'র নেই ?
ওগো, তুমি ফিরে এস ফিরে এস গো !
তুমি কাছে থাকলে ত' ভয় পাইনে কিছুতেই ।

ভেঙে বুঝি পড়ল আকাশ
পড়ল বুঝি ওই ;
এমন দিনে ও নেই অবকাশ,—
একলা সারা হই !
ওগো, তুমি ফিরে এস ফিরে এস গো,
তোমার কাছে বসে আমি নির্ভাবনা হই !
চীন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ ।

প্রোষিত ভর্তৃক ।

প্রভু মম যোদ্ধা তেজোয়ান্,
বীরাগ্রণী বীর ;
নৃপ আগে রণে তিনি বান,
করে ধনু তীর ।

যুদ্ধে যবে গেল প্রিয়তম,
সে অবধি কি গ্রীষ্মে কি শীতে,—
রুক্ষ কেশ ওড়ে শণ সম ;
বাঁধিব সে ? কাহারে তুষিতে ?
বৃষ্টি চাই, তবু সূর্য্য ওঠে
নিমেষ আকাশে ;
তাঁরি কথা প্রাণে সদা ফোটে,
মনে শুধু আসে ।
কোথা মিলে বিস্মরনী লতা ?
আমি দ্বারে করিব রোপণ ;
জাগে যে কেবলি তাঁরি কথা,
হায় তাহে কেবলি রোদন !
“শী-কিং” গ্রন্থ ।

ব্যাকুল ।

ঘন গরজে, বন গহন,
মেঘে ছাইল সারা গগন,
ব্যাকুলা বালিকা
কেঁদে ফিরে একা
সাগর-তীরে দুখে মগন ।

তীর্থ-সলিল ।

প্রচণ্ড ঢেউ পড়ে আছাড়ি’
জ্বাসে বালিকা উঠে ফুকারি’
একাকী—একাকী,
কেঁদে রাঙা অঁখি,
শ্রান্ত, ব্যথিত, আকুল মন ।
শূন্য জগৎ, চূর্ণ হৃদয়,
বাঁচিবার সাধ আর নাহি হার ;
ডেকে নাও নাও,
কোলে টাঁই দাও,
অনেক দেখেছে ছ’টি নয়ন ।

শিলার ।

সতী ।

প্রাণের আবেগে এসেছি ছুটিয়া
ছাড়িয়া ঘর ;
এসেছি খুঁজিতে অনল-সমাধি
চিতার ‘পর ।
অসহ জীবন জীবন যাতনা
সহেনা আর ;
মুক্ত করিতে এসেছি, আমার
জীবন ভার ।

সেই ত মরণ মধুর—মধুর—
 বঁধুর সনে ;
 পূরিবে কি সাধ ? থাকে যদি আহা
 বিধির মনে !
 এই, এই শেষ ;— সকলি দেখেছি,
 সান্নুর তলে
 এখনি মিশিবে শরীরে শরীর,
 * হেম-অনলে ।
 উচ্চ এ গিরি ;— এখনি পড়িব
 চিতার মাঝে ,
 চল প্রিয়তম যাই সুরপুরে
 দেবতা-সাজে !
 আমি ? আমি রব তোমারে ছাড়িয়া
 ধরনী মাঝে ?
 গেছে উৎসব ; উৎসব-দীপ
 আর কি সাজে ?

যুরিপিডিস ।

তীর্থ-সলিল ।

নব-সপত্নী-সম্ভাষণ ।

চকাচকীর ডাকাডাকি নদীর চরে শোন! যায়,
তুমি সতী ! যোগ্য পতির, ভাগ্যবতী তুমি হায় ।
আন গো তুলে কুমুদমালা যেখানে পা'স্ ডাহিন বায়,
এই কুমারীর অবেষণে প্রভু মোদের ছিলেন, হায় ।
অবেষ্টিয়া না পেয়ে তার মৌনে গেছে দীর্ঘদিন,
বিষাদ ভরে কেটেছে রাত শয্যামাঝে নিদ্রাহীন !
আন গো তুলে কুমুদ ফুলে অঁচল ভ'রে নিয়ে আয়,
আজ্কে বালা মোদের হ'বে বাঁগা বীণার ঘোষণায় ।

চীন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ ।

গান ।

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অনি হে !
আম্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে;
আজি কমলের ছায়ায় মাত্র বুলিয়ে,
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে !

কালিদাস ।

যুগ্মপত্নীর প্রেম ।

যুগ্ম পত্নী ছিল এক প্রাচীন জনের,
প্রোঢ়া এক, বালা এক,—এই দু'জনের ।
যখন বসিত বুড়া বালা-স্ত্রীর ঘরে,
পাকা চুল তুলিত সে আগ্রহের ভরে ;
প্রোঢ়া কিন্তু পাকা চুল তুলিবার ছলে,
কাঁচা উপাড়িত !—নিজ মিলাতে কুন্তলে !
দিনে দিনে এইরূপে বেড়ে উঠে প্রেমের বিপাক,—
দেখা দিল বিপ্র শিরে মাথা-জোড়া বিপর্যয় টাক !
লা ফন্তেন্ ।

পদস্থালন ।

কৌতুকে পড়িতেছিল একদা দু'জনে,
সুন্দরের কথা,—তা'র প্রেমের কাহিনী ,
নিভতে দু'জনে ছিল অসংশয় মনে,
চোখাচোখি হ'তেছিল ; শোণিত-বাহিনী
কপোল রঞ্জিয়াছিল দ্রুত অধ্যয়নে ;
শেষে একঠায়ে মোরা ডুবিল দু'জনে ।

তীর্থ-সলিল ।

যখন পড়িলু মোরা, —চুমিল কেমনে
সে প্রেমিক ঈপ্সিত সে প্রফুল্ল আননে,—
যে আগারে ভুলিবে না কখনো জীবনে
কম্পবক্ষে মুখে মোর চুমিল অমনি !
পোড়া বই,—লিখেছিল কোন্ নষ্টজনে,
সে দিন সে কাব্য-পাঠ থামিল তখনি ।

দাস্তে ।

সৌন্দর্য ও সাধুতা ।

ভাবিতাম, পদ্যপর্ণ ! এ বিশ্ব-সংসারে
নাহি কিছু তোমা সম পুণ্য-সুবিমল ;
তবে কেন কুক্ষিগত শিশির-কণারে
মুক্তা বলি' লোকমাঝে প্রচার' কেবল ?

হেঙজু ।

বাতুলতা ।

স্রোতের জলে লেখার চেয়ে বড়
একটা মাত্র আছে বাতুলতা ;—
সেটা কেবল তা'রি কথাই ভাবা,—
ভাবে না যে জন্মে তোমার কথা ।

“ম-তো-শু” গ্রন্থ ।

অভাগীর চরম সাধ ।

আর কি আমার নাম করে কেউ

আমাদের সেই গাঁয় ?

ঘাটের পথে,—

প্রাচীন বটের ছায় ?

সেই যে, যেথা খেলোছিলাম

কতই খেলা, হায় !

মাগো, তোমায় মুখ দেখাতে

হয় না আমার ভয়,

হতভাগীর এ অপরাধ

ক্ষমার যোগ্য নয় ;—

তবু তোমার আমার লাগি'

অশ্রু আজো বয় ।

বাবা আমাব পুরুষ মানুষ

তাঁর লুকুটি সম,

তুমি নারী,— ওই ত' বাধা

ওইখানেই ত' ভয় ;

কেমন করে ছেঁাবে ?—যে জন

ছেঁবার যোগ্য নয় !

তীর্থ-সলিল ।

তবে আজি মরতে বসে
ডাকছি মা তোমায়,
ছেলেবেলার মতন আমার
ঘুম পাড়াবি আম ;
সামনে যে মা দারুণ আঁধার
দৃষ্টি ডুবে যার !

ষ্টিকেন্ ফিলিপ্স ।

বিচারক ।

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়,
তা'র সনে যদি তোমার হিয়ার নাহি থাকে পরিচয়,—
আচরণ তা'র বিচার করিতে যেরো না যেরো না তবে,
তুমি যাহা ভাব' কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে ;
হয় ত' সে রণে তুমি হেরে যেতে ; সে তবু হয়েছে
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি' ।
তা'র যতখানি তোমার নয়ন অগ্রিম বলি' মানে,
হয় ত' তাহার চরিত্র-বল বিকশিত সেইখানে ;
হয় ত' সে কোনো রিপূর সঙ্গে জীবন মরণ রণ,
যা'র স্মৃতি আজো হৃদে জাগরুক রয়েছে অনুক্ষণ ;—
যে রিপূর সাথে যুঝিতে হয় ত' তুমি হ'তে অধোমুখ,
অধরে মিশাত আজিকার ওই বিদ্রূপ হাসিটুক ।

তীর্থ-সলিল ।

যে ক্রটির তরে তুমি কর ঘৃণা হয় ত' সে কিছু নয়,
হয় ত' দেবতা নিয়েছেন তা'র শক্তির পরিচয় ;—
কঠিন মাটিতে পড়িয়া, আবার যাহে সে ভবিষ্যতে
পারে উঠিবারে আপনার বলে,—চলিবারে দৃঢ়পদে ;
কিবা অন্তরে তুচ্ছ জানিয়া ধরণীর ধনমানে,
উড়ে যেতে যাহে মন চাহে তা'র আকাশের নীড় পানে ।
“একেবারে গেছে,—নষ্ট হ'য়েছে” এমন ভেবনা মনে,
রাখো আশা রাখো ভালবাসা, ঘৃণা কোরো না পতিত জনে ;
তা'র পতনের গভীরতা তা'র শোচনার পরিমাপ,
পতন যতই গভীর ততই উচ্চ সে পরিতাপ ;
যত নীচে পড়ে গিয়েছে অভাগা, হয়ত' সে পুনরায়,
হ'বে উন্নীত তেমনি উচ্ছে বিধাতার মহিমায় ।

অ্যাডেল্‌ড্‌ অ্যান্‌ প্রক্টার ।

নিষ্ঠুরা সুন্দরী ।

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মাণ ।
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাছে না গান ।

তীর্থ-সলিল

সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?

কেন বা শ্রীহীন ? কেন স্নান ?

শাখা-মৃষিকের পূর্ণ কোটর,

মরাইয়ে ধান ।

কমলের মত ধবল ললাটে

কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?

কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকা'য়ে,—

নাহি বিরাম ।

“মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—

সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—

দীঘল চিকুর, লঘুগতি, অঁাখি

উদাস তারি ।

“গাঁথি’ মালা দিনু শিরে পরাইয়া,

কাঁকন, মেথলা কুসুমের গড়ি’ ;

চাহি’ মোর পানে আবেগে যেন সে

উঠে গুমরি’ ।

“চপল ঘোড়ায় লইলু তুলিয়া,

অনিমিত্ত সারা দিনমান ;

পাশে হেলি’ সে যে গাহিল কেবলি

পরীর গান !

“আনি’ দিল মোরে কত ফলমূল,

দিল বনমধু, সুধারানি গো ।

কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—

‘ভালবাসি গো !’

“অপ্সর-বনে লয়ে গেল মোরে,

নিশ্বাসি’ কত কাঁদিল হায় ;

মুদিবু তাহার ত্রস্ত নয়ন

চারি চুমায় ।

“সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,

স্বপন দেখিবু কত হায়,

চরম স্বপন—তা’ও দেখেছি এ

গিরি গায় ।

“মরণ পাংশু কত রথী, বীর,

কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,

কহে তারা “হায়, নিঠুরা রূপসী

মজা’ল তোরে !

“দেখিবু তাদের ক্ষুধিত অধর,

লেখা যেন তাহে ‘সাবধান’

জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,

গিরি শয়ান ।

“সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,

তাই ভ্রমি একা ত্রিয়মান ;

যদিও শেহালা মরে হুদে, পাখী

না গাহে গান ।”

রাখাল ও রাজকন্যা ।

চলিতে চলিতে কিশোর রাখাল

প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়ান আসি' ;

নৃপ-বালা, হায়, দেখিল তাহায়,—

প্রেমের লালসা হৃদয়ে বাসি' ।

ধীরে কহে বালা “হায় আমি যদি

নিকটে তোমার পেতাম যেতে,—

আহা কি ধবল বৎসের দল,

কিবা রাঙা ফুল ফুটেছে ক্ষেতে !

নীচে হ'তে তবে কহিল রাখাল

“একবার যদি এস গো হেথা, —

আহা কি অরুণ কপোল তরুণ,

আহা কি ধবল ও বাহুলতা !”

তার পর, নিতি নীরব ব্যথায়,

প্রাসাদ ছায়ায় দাঁড়াত একা ;

নয়ন তুলিয়া রহিত ভুলিয়া

যে অবধি বালা না দিত দেখা ।

“এস, এস, এস রাজার তুলানী !”

পুলকের ধ্বনি উঠিত বাজি' ;

মধুরে অমনি কহিত রমণী

“রাখাল রে ফিরে এসেছ আজি !”

গেল শীত ; এল ফুলের সময় ;—

মাঠে, ঘাটে, বাটে মুকুল-লেখা ;
রাখাল ফিরিল, প্রিয়ারে ঢুঁড়িল,

বৃথা হায়,—সে ত' দিল না দেখা !
“দেখা দাও, ওগো, দেখা দাও ফিরে ”

কহিল ফুকানি' করুণ সুরে ;
ধ্বনিল অমনি অশরীরী বাণী—

“বিদায়—বিদায় রাখাল ওরে !”

আহ্লাও. ৭

প্ৰেম ও মৃত্যু ।

ভালবাসা ! যদি তোর পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ হ'তে,
মরণ, সোনার শীষ তোলে ;—
দিস্‌রে গলায়ে দিস্‌ শোকে মৃত প্রাণ,
সোনার প্রদীপ দিস্‌ জ্বলে ।
নিরাশার কুমন্ত্রণা করি' পরাজয়
শুনান্‌ মধুর আলাপন ;
মরণ, ফসল তোর বাঁটি' যদি লয়
ছাড়িস্‌ নে বপন রোপন ।

বেরাজ্যার ।

প্রাচীন প্রেম ।

যখন তুমি প্রাচীন হ'বে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্ পাড়ে বসে বসে কাটবে স্মৃতি যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুন্‌গুনিয়ে গা'বে ,
বলবে তুমি 'জানিন্স্‌ কিনো

আহ! যখন বয়েস্ ছিল

লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে !'
শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায়ে যখন,—গানে তোমার নাম
শুনে যদি ওঠেই জেগে,

বলবে তা'রা ক্ষণেক থেকে,

‘ধন্য তুমি উদ্দেশে যা’র কবি রচে গান !’

মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আনি র'ব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হ'ব,

তোমার গর্ব, আমার প্রীতি,

মনে তোমার পড়বে নিতি,

দিবো তখন—দিবো মোরে—দিবো প্রণব তব ;—
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—বুঁজি হ'ব ।

ब्रह्मार्जि ।

জ্যোৎস্নার কুহক ।

ভঙ্গুর ভাবনা কতশত, কতশত অক্ষুট বেদনা,
মর্ম্মরিয়া প্রাণে ওঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা
চেয়ে থাকি লাবণ্য-তরল শরতের চাঁদে ; আত্মহারা ;
তবু সে রূপালি কুহকেতে একা আমি পড়ি নাই ধরা !
সিসাতু ।

স্বপ্ন ।

স্বপ্ন শেষে গেল ল'য়ে মোরে তা'র পাশে ;
বিশ্বময় অবেষ্টি' পাই নি যার দেখা !—
দেখিলাম চন্দ্রলোকে সে আজি নিবসে,
হ'য়েছে সুন্দরী আরো ; কোমলতা মাথা
হাতখানি হাতে রেখে, কহিল “বদ্যপি
মিথ্যা নাহি কহে আশা, তবে তুমি হেথা
রবে এসে চিরকাল মোর কাছে ; কবি !
কত না যাতনা দি'ছি,—দি'ছি কত ব্যথা ;
কিন্তু দিবা মোর ফুরা'ল সন্ধ্যার আগে ।

তীর্থ-সলিল ।

সে আনন্দ কে বুঝিবে ? ভুঞ্জি যাহা এবে ;
তোমার অপেক্ষা শুধু, আছি শুধু জেগে
নিরখি' তোমার পথ ; কবি, এস তবে ।”
হায় রে ফুরা'ল কেন স্পর্শখানি তা'র,
কেন বা থামিল বাণী স্বর্গ সুষমার !

পেত্রার্ক ।

প্রেম ও গৌরব ।

মোরে শুনারো না খ্যাতির কাহিনী,—ইতিহাসে খ্যাত নাম,
যৌবন-দিন শুধু মানবের সব গৌরব-ধাম !
বাইশ বছর বয়সের সেই প্রেম-কুসুমের হার,
জয়-মাল্যের চাইতে মূল্য শতগুণে বেশী তা'র ।
বলি-লাজিত ললাটের ‘পরে পুষ্প-মুকুট কেন ?
মরণ-পাংশু কুসুমের দলে নিক্ক শিশির হেন !
পাকা চুলে আর সাজায়ো না ফুলে, যাও, নিয়ে যাও মালা ;
কে চাহে বিজয়-মালা ?—যদি সে শুধুই নামের জালা ।
কীৰ্ত্তি ! তোমার রূপায় কখনো হ্রষ যদি বা আসে,
সে নহে তোমার শুনিতে-মস্ত কেতা-দ্রুস্ত ভাষে ;
সে গুলক শুধু তখনি জাগে গো যবে গৌরব গানে,
ভাল বাসিবার অবোধ্য নহি,—প্রিয় মোর বুকে প্রাণে ।

তীর্থ-সলিল ।

গৌরব আমি খুঁজেছি, পেয়েছি প্রিয়ার নগ্ন মাঝে,
কীর্তি-ছটার প্রধান রশ্মি তারি চাহনিতে আছে ;
যখনি সে অঁখি উজ্জল হয় চাহিয়া আমার পানে,
আমি মনে জানি সেই ভালবাসা, কীর্তি সে—জানি প্রাণে ।

বায়রন ।

দিবা স্বপ্ন ।

তীর হ'তে দূরে সাগরে যে শিলা জাগে,
তা'রি 'পরে বসি' দিবসে স্বপ্ন দেখি ;
হু হু করে হাওয়া, সাগরের পাখী ডাকে,
ঘূরে ফিরে ঢেউ শিলায় শিলায় ঠেকি' ।
ভালবেসেছিলু কত এ জীবনে, আহা,
সুন্দর শিশু কত গো বন্ধু কত ;
কোথা তা'রা ? হায়, হাওয়া শুধু করে 'হা—হা',
ফেগমুখী ঢেউ ধায় পাগলের দত ।

হাটেন ।

যৌবন ও বার্কিক্য ।

জগৎ যে সুখ হরণ করে তা' ফিরে আর দিতে নারে,
কিশোর ভাবের অরুণিমা, হায়, ক্ষয় সে অন্ধকারে ;
কপোল কেবলি হয় না পাণ্ডু যৌবন যবে যায়,
মনের পেলব কুসুম-সুধমা তা'রো আগে টুটে, হায় !

তীর্থ-সলিল ।

মগ্ন স্রুথেরে ঘিরিয়া তখনো যাহারা ভাসিতে থাকে,
অত্যাচারের আবর্তে কিবা মজে কলঙ্ক পাকে ;
দিক্-নিরূপণ হয় না তখন ; দিশা যদি মিলে, তবু,
সাগর অকূল ! ছেঁড়া পাল তুলে পৌঁছিতে নারে কভু ।
মরণের হিম পরাণে তখন নামিয়া ভরে গো বুক,
পরের বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন দুখ !
অশ্রুজলের উৎস নিরোধ হয় সে হিমের ভারে,
অঁাখি ছলছলে উজলে যদি বা—সে শুধু তুষার-ধারে ।
রসের ভাষণে রসনা যদিও মনেরে ভুলায়ে রাখে,
নিশীথ অবধি ; হেতু তা'র হার, ঘুম চোখে নাহি লাগে ।
সে যেন জীর্ণ প্রাগাদ ঘিরিয়া শ্রামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি, দূর হ'তে মনোলোভা !
হায় গো হইতে পারিতাম যদি যেমন ছিলাম আগে,
আগের মতন অনুভূত যদি আবার মরমে জাগে ;
অতীত স্মরিয়া তেমনি করিয়া অঁাখি জল যদি ঝরে,
সে আবিল ধারা মিঠা হ'বে মোর জীবন মরুর'পরে

বায়রন ।

জীবন স্বপ্ন ।

ললাটের 'পরে ধর চুম্বন ধানি,
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী ;
আজন্ম মোর স্বপনে হ'য়েছে ভোর,—
বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর ।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিরে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জনতার ফাঁকে,—
কি করিব ? হায়, পালানো তাদের ধারা,
জাগো কি ঘুমাও পালান্নে যাবেই তা'রা ;
সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
উড়িয়া পালাতে কখনো কি তা'রা ভোলে ?
যা' করি, যা' ভাবি, যা'ই দেখি মোরা চোখে
সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !
সিকুর কূলে গর্জন গান শুনি,
করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গনি,
কত সে অন্ন—তবু সব গেল ঝরি',
নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।

তীর্থ-সলিল

হায়, বিধি, মোর কিছু কি শক্তি নাই ?—
দৃঢ় যুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?
এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
যা' করি, যা' দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-চেউয়ের মেলা !

এড্‌গার অ্যালেন্‌ পো ।

দুঃখের শিক্ষা ।

সজল চোখে জলগ্রহণ করেনি যে জন,
কাটার নি যে দীর্ঘ নিশি উষার পথ চাহি',
ডাক্তে যা'রে হয়নি কভু 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি',
হা ভগবান ! মোটে তোমায় চেনেনা সে জন
দুঃখে ভরা ধরার মাঝে পাঠাও তুমি সবে,
দাওনা বাধা যখন মোরা পাপের পথে চলি ;'
অনুতাপের অনল মাঝে মরি শেষে জলি''
মুহূর্ত্তেকের স্থলনে, হায়, জনম-হখী ভবে ।

গেটে ।

দ্বিধার জীবন ।

যে অবধি না হয় ছিন্ন,
জীবনের এই মধুর চিহ্ন,
যে অবধি ব্যক্ত না হয়,—

ব্যক্ত বাহা হবেই হবে ;—
সে পর্য্যন্ত যুন রে আমার,
পূজার্চনায় কি ফল তোমার ?
মত্তজপে—ছেলেখেলায়

মিথ্যা নিয়ে মত্ত র'বে ?
নূতন কিবা বল্ব কথা,
নব নিঝর বয় না সেথা,
নূতন ক'রে পায় না ব্যথা

মানুষ কভু মরণ-শেষে ;
বরষ পরে বরষ নেমে,
দেয় গো ঢেকে কতই প্রেমে ;
হর্ষ-গীতি যায় গো থেমে,

অশ্রুজলের স্রোতে ভেসে ।
একটি দিনের কন্ম যদি,
আবিল করে জীবন-নদা,

তীর্থ-সলিল

মানুষ যদি হয় গো ঋণী

মৃত্যু-মহাজনের কাছে ;—

ধাক্কা স'রে যদি সে তা'র

শক্তি ফিরে হয় দাঁড়াবার,

জেগেই যদি উঠবে আবার

ছ'দিন আগে ছ'দিন পাছে ;—

তবে কেন কান্নাকাটি ?

কেন হৃদয় ফাটাফাটি ?

জীবন কেন হ'বে মাটি

উপাসনায়—উপবাসে ?

যতই ডাক করপুটে,—

যতই মর মাথাকুটে,—

জীবন তবু যাবে টুটে

মৃত্যু সাড়া দিলে এসে ।

কাল !—সে বটে সবার প্রভু ;—

এড়িয়ে কেহ যায় না কভু ;

একটু হাসিখুসি তবু

ওরি মধ্যে লুটতে হ'বে ;

নইলে শুধু জীবন, মরণ,

ছঃখ ও সুখ, শাস্তি ও রণ,

কেবল গগন এবং স্মরণ

কর্ত্তে শুধু থাকবে ভবে !

তীর্থ-সলিল ।

ছ'দিন পরে ভাঙলে মেলা
সকল তা'তেই সমান হেলা,—
ইষ্ট মন্ত্র, জপের মালা,
কর্ম্ম, খেলা, কান্না, হাসি ;
যে ক'টা দিন আছিস্ বেঁচে,
ফিঙের মত বেড়াস্ নেচে,
বিশ্ব ব্যাপার এঁচে, এঁচে,
মরিস্ নে আর শূন্যে ভাসি' ।

সুইন্বার্ণ ।

শান্তিহার ।

আমার স্নেহের জন্ম নিশীথে, বুদ্ধি অঁধারে তা'র !
ক্লান্ত পরাণে তাই ঘুরি ফিরি যেথায় অন্ধকার ।
চিন্তা ব্যাকুল অন্ধের মত কি যেন হাঁতাড়ি' মরে,
মনের কুয়াসা মন জুড়ে আছে কিছুতেই নাহি সরে !
কাতরে কাটাই সারা দিনমান, কাদিয়া কাটাই নিশা,
সহি, দহি, ডাকি ভগবানে তবু শান্তির নাহি দিশা ।

জার নিকোলাস্ ।

তীর্থ-সলিল ।

বিচিত্রা ।

হেথায় উঠিছে বীণাধ্বনি,
হেথায় শোকের হাহাকার ;
হেথা তর্ক করে জ্ঞানী, গুণী,
মাতালের হেথায় চীৎকার !
হেথায় সুন্দরী মনোহরা,
হেথা বৃদ্ধা,—জীর্ণ দেহখান্ ;
না বুঝিছে কেমন এ ধরা,—
অমৃত কি গরলে নির্মাণ !

ভর্তৃহরি ।

বিড়ম্বনা ।

বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা, হায় !
একটুকু প্রেমের আরাম,
একটুকু জীবন-সংগ্রাম,
তার পর ?—বিদায়, বিদায় !
লীলাখেলা দু'দিনে ফুরায় ;
এতটুকু আশার কিরণ,
এতটুকু মধুর স্বপন,
তার পর ?—নীরবে বিদায় !

মন্ত্ৰ, নাইকেন্ ।

নিয়তি ।

দিন দিন নিয়তির নূতন ব্যাভার,
প্রণয়ে প্রশ্নে তার নাহিক প্রত্যয় ;
একদণ্ডে শক্তিমানের করে ধূলিসার,
ধূলার কীটেরে তুলি' তারি গাহে জয় !
নিশ্ছিন্ন নূতন তরী ডুবায় সলিলে,
ভগ্নতরী কভু ঝড় তুফানে বাঁচায় ;
একা আমি কি করিতে পারি এ নিখিলে ?
কে আছে স্নহদ মম ? কারে ডাকি হায় !
যাহা করি বাধা দেয় নিয়তি তাহার,
কেহ নাই শূনিবারে এ মম ক্রন্দন ;
অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,
কিস্বা মোরে দৃষ্টি হ'তে করিত বর্জন !
মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি ;
শিশু বালিকার অঙ্গে বস্ত্র শত শত,
ছিন্ন বাসে লজ্জা পায় বরাঙ্গী যুবতী,
জ্ঞানীর না মিলে রুটি, মূর্খে মেওয়া যত ।
বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্লভ,
বঞ্চকের ঘরে দেখ রক্ত মথমল ;

তীর্থ-সলিল ।

সাজ সওয়ারের ভারে ক্লিষ্ট ঘোড়া সব,
বাজারে অবাধে গাধা খায় নানা ফল !
আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বন্দী শুধু—সেই যা'র স্ককঠ, স্কঠাম ;
সত্য কি কল্পনা ইহা বুঝাব কেমনে ?
শান্ত হও খুশ্‌হাল্ ভাগ্য তোরে বাম ।

খুশ্‌হাল্ ।

নিয়তি ।

নিয়তির গতি অপরূপ অতি,
নহে সে ধনের মানের বশ ;
খণ্ডিত শির দিগ্বিজয়ীর
শকুনিতে খায় শোণিত রস !
কেহ আজনম না রহে অধম
দীন বলহীন বলিয়া শুধু,
যেই মাছি মরে পরশের ভরে
রাজার পাত্রে পিয়ে সে মধু !
ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্‌ ইদ্রিস্ ।

যুগ্মক ।

হেয় মানি পারশ্চের মহা আড়ম্বর,—
পল্লবিত সোনার মুকুট ;
খুঁজিও না,—পাওয়া যার কোথায় সুন্দর
বারমাস গোলাপ অফুট ।
নবীন রসাল পাতে গাঁথ, সখী, মালা,
আমাদের সেই সাজে বেশ,—
বসি' যবে দ্রাক্ষা-জটা-ছায়ায় নিরালা
দ্রব-চুনি সুরা করি শেষ !

হোরেস্ ।

রুবাইয়াৎ ।

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রানী !
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ ।

*

*

*

সাকী ! তুমি আজ পাত্র ভরিয়া এনো তাই নিশ্চয়,
ভুলায় যাহাতে অতীত শোচনা ভবিষ্যতের ভয় ;

তীর্থ-সলিল

আগামী কল্যা ! সে ভাবনা আমি উড়িয়ে দিয়েছি হেসে,
আগামী কল্যা চ'লে যেতে পারি গত-কল্যের'দেশে ।

জীবন খাতায় তোমার আমার হিসাব নিকাশ হ'লে,
ভেব না কখনো এমনটি আর হ'বে না ভূমণ্ডলে ;
চির দিবসের সাক্ষী আমাদের পাত্রটি হ'তে তা'র
এমন ঢেলেছে কোটি বুদ্ধদ—ঢালিছে সে অনিবার !

* * *

পথের মধ্যে ক্ষণিক বিরাম, ক্ষণেকের আহ্লাদ ,
মধ্য-গরুর উৎসে ক্ষণিক জীবনের আশ্বাদ ;
অঁধি পালটিতে, আর কেহ নাই ! ছায়া-যাত্রীর দল
নশ্বরতায় লয় হ'য়ে গেছে ; ওরে তোরা ছুটে চল ।

* * *

নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভরসা ভয়,
এই টুকু জানি,—মানব জীবন প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়,
এই টুকু খাঁটি, বাকী বাহা বল তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল ।

* * *

অদ্ভুত !—নয় ? কত লোক গেছে মৃত্যু-দুয়ার দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এলনা পথের বার্তা নিয়ে ;

তীর্থ-সলিল ।

কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়েছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হ'লে তবু নিজেকেই হ'বে যেতে !

* * *

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
অঁখি বাহা কভু না পায় দেখিতে করিবারে দর্শন ;
ফিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে “ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।”

* * *

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অনুতপ্ত মনের বিকট অন্ধকার ;—
যেমন অঁধার হ'তে কিছু আগে বাহির হ'য়েছি সবে,
যেমন অঁধারে এক দিন, হায়, ডুবিতে আবার হ'বে ।

প্রথম মাটিতে গড়া হ'য়ে গেছে শেষ মানুষের কায়,
শেষ নবান্ন হ'বে যে ধাত্তে তা'রো বীজ আছে তা'র ;
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে বেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্তা প্রলয় রাত্রি পাঠ যা' করিবে তাই ।

* * *

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারম্বার,
অনুতাপে মোর ক্ষীণ চিত্তের করিব সঙ্কর ;

তীর্থ-সলিল

বিচার ক্ষমতা ছিল কি তখন ? কুল হাতে ঋতুরাজ
জীর্ণ আমার অনুতাপ টুকু ছিন্ন ক'রেছে আজ !

* * *

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে দু'দিনেই লয় পায়,
কুসুম-গন্ধি যৌবন-পুঁথি পলে উলটিয়া যায় ;
কাল যে পাপিয়া এই তরু সাথে গাহিতে ছিল গো গান,
কোথা হ'তে এসে কোন্ পথে হার করিল সে প্রশ্নান !

* * *

ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে মোদের সবে,
মোদের অন্তে এমনি কতই অন্ত উদয় হ'বে ;
উদয় শিখরে উকি দিয়ে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হ'লে,
আমাদের সবে এই খান্টিতে খুঁজিবে সে,—নিষ্ফলে ।

ওমর খৈয়াম ।

মাতাল ।

আমার ক্রটির মার্জনা নাই ?
রোষের শান্তি নাই কি তব ?
আঙুর ফলের জল টুকু খাই ;—
ভৎসনা তাই নিয়ত স'ব ?
এমন করিলে সুরা দিব ছেড়ে ?—
তুমি মনে মনে ভেবেছ তাই ?

কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই।
স্রার পেয়ালা বড় ভাল লাগে,
আরো ভাল লাগে উষ্মা তব ;
পরিতোষ হেতু পান করি' আগে
তোমাতে জ্বালাতে ভ'রব নব !

কালিফ্ এজিদ্।

মাতালের যুক্তি ।

কালো মাটি কালো মেঘের ভাঁটিতে
চোয়ানো খাঁটিটি খায় !
গাছ পালা গুলো ভা'রি পাত্রে
একটু প্রসাদ পায় !
সাগর দিবা প্রভাতে প্রদোষে,
নদীর মদিরা বসে বসে শোষে !
আকাশে সূর্য্য সাতটা সাগর
একাই গুণিতে চায় !
দিন বুঝে বুঝে ক্রমে ক্ষীণ চাঁদ,
রবির ভাঙে দিয়ে বসে হাত !
বল দেখি তবে আমাদেরই সবে
কেন বা দূষিছে হায় !

আনাক্রেয়ন্।

তীর্থ-সলিল ।

সন্তোষ ।

ভালবাসি অস্ত্র খেলা, প্রেম ভালবাসি,
তাই ব'লে এসেছ ভৎসিতে ?
যদি সব ছেড়ে দিয়ে বনে আমি পশি,
সুনিশ্চিত অমরতা পারিবে ত'দিতে ?
বাঁচাতে না পার' যদি মৃত্যুবাণ হ'তে
বাক্য তবে বাড়ায়ো না আর ;
মৃত্যু আসিবার আগে হইবে ভুঞ্জিতে
উপভোগ্য না' আছে ধরার ।

তারিফ ।

বেলুচির গান ।

শোনো বীর ! শোনো বন্ধু আমার, শোনো নবতর তান,
আমি কবি—আমি গাথার গায়ক গাথিব নূতন গান !
নাগিক কুড়ায়ে পেয়েছি গো আমি বিঁধেছি মুক্তাফল,
ছন্দের কাঁদে বাঁধিয়া ফেলেছি ভাবরাশি চঞ্চল !
কল্যাণ নিশাথে হিলাস বধন নগন নিদ্রা-ঘোরে,
স্বপনে আগার কল্পনা এসে দেখা দিয়ে গেছে মোরে !

তাজা ঘাসে ভরা ক্ষেত্রেরঃচেয়ে নধর সে কচি মুখ,
‘দুশা’ মেঘের পুচ্ছ জিনিয়া রসে ডগমগ বুক !
শীর্ণবৃন্ত কুসুমের মত বায়ুভরে দোলে কায়,
নাগকেশরের পেলব সুষমা সকল অঙ্গ ছায় !
আমি ভাবি মনে বুঝি তা’র সনে মিলিব দিনের শেষে,
চির-আলোকিত পরার রাজ্যে,—শত উৎসের দেশে !

অজ্ঞাত ।

মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান ।

ঘোড়াটি আমার ভালবাসিত গো শুনিতে আমার গান,
এখন হ’তে সে ঘোড়াশালে বাঁধা র’বে সারাদিনমান ।
জিনি’ তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার-বাসিনী সাকী,—
লীলা-চঞ্চলা, রঙ্গনিপুণা,—শিবিরে এসেছি রাখি’ !
ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, হাঁয়ার পাইবে সাকী,
শুধু না আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি ।

নেপালী শ্লোক ।

আর ছায়া ছায়া নয়,—বটেরি ছায়া ;
আর মায়া মায়া নয়,—ঘরেরি মায়া ।

তীর্থ-সলিল

দিবা-স্বপ্ন ।

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্ যেতে পথে, হঠাৎ শুন্তে পেলো গান,
শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান ।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ষাঁসাষাঁসি বস্তি মাঝে চল্লো নদী ধয়ে !
সবুজ গোষ্ঠের ছবি, তাহার পাহাড় দু'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে ;
একটি ছোট ঘর সে যেন বাবুইপাখীর বোনা,
তার চোখে সে বরের সেরা, নাইক তার তুগনা ;
স্বর্গের সুখ পরাণে তা'র ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
ঘোর কুয়াসা, ছায়া, নদী, পাহাড় বত তীরে ;
বইবে নারে নদী, পাহাড় তুল বে না আর শির,
স্বপ্ন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন নীর ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ।

নারী ও কংফুশিয়ো ।

শিষ্য সহ কংফুশিয়ো লজ্জিছেন যবে

‘টই’ নামে পর্কতের শ্রেণী ;—

শুনিলেন আচম্বিতে, হাহাকার রবে

কাঁদে এক নারী অভাগিনী ।

আজ্ঞার চলিল শিষ্য নারীর উদ্দেশে,

দেখা পেয়ে কহিল তাহারে,

“হেন শোক হয় শুধু মহা-সর্বনাশে,—

হাঁগো মাতা, হারিয়েছ কারে ?”

নারী কহে “বা’ কহিলে সত্য সে সকলি,

বাঘের কবলে গেছে স্বামী,

শ্বশুর গেছেন, গেছে নয়ন পুতলি

পুত্র মোর ; আছি শুধু আমি ।”

“তবু তুমি দেশ ছেড়ে যাও নাই চলে ?”

জিজ্ঞাসিলা কংফুশিয়ো মুনি ;

“সে কেবল সু-রাজার রাজ্যে আছি ব’লে ।”

উত্তরিল নারী । তাহা শুনি’

শিষ্যদলে ডাকি’ মুনি কহিলেন শেষ,—

“বাঘ হ’তে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ ।”

তীর্থ-সলিল ।

২৩

রাজার প্রতি ।

রাজন্ ! যদি দুহিতে চাও মহীরে নিরবধি,
বৎস সম পালন কর সবে ;
প্রজায় যদি তুষ্ট কর,—পুষ্ট কর যদি,
রাজ্য তোমার কল্প-ধেনু হবে ।

ভর্গুরি ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ইংলণ্ড)

রাজারে রক্ষা কর কর ভগবান !
রাজা আমাদের হউন আয়ুজ্ঞান !
জয়ী কর তাঁরে, দাও তাঁরে যশ,
দাও দাও তাঁরে বিমল হরষ,
সুখে শান্তিতে রাজ্য করুন্ এই কর ভগবান !
জাগ, জাগ, প্রভু ! জাগ, জাগ, ভগবান !
শত্রু দলিতে হওহে অধিষ্ঠান ।
নষ্ট কর হে শত্রুর ছল,
নাশ দুষ্টের বুদ্ধি ও বল,
হে চির-শরণ, বিপদে মোদের অভয় কর হে দান ।

ভাণ্ডারে তব যা' আছে শ্রেষ্ঠদান,
সদয় হৃদয়ে দেহ তাঁরে ভগবান ;
রাজা আমাদের বিধি ও বিধান,
বজায় রাখুন ; হে কৃপা-নিধান !
মোরা যেন সদা মনে মুখে তাঁর গাহি মঙ্গল-গান ।
কেরি ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(নরোয়ে)

ঋক্ষা-মথিত সাগরোথিত
ভালবাসি এই দেশ,
হ'ক বন্ধুর,— আকর্ষণের
তবু তা'র নাহি শেষ ।
ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি' পূর্ব-কথা,
ভুলো না মোদের 'সাগা'-সঙ্গীত,—
স্বপ্নময়ী সে গাথা ।

বীর-সৈন্যের সহারে হ্যারাল্ড্
এই দেশ বাঁচায়েছে,
হাকন্ রক্ষা ক'রেছে, ইভিওন্
গান তার গেয়ে গেছে ;

তীর্থ-সলিল ।

রক্তে এঁকেছে ক্রুশের চিহ্ন
নিশানে ওলাফ্ রাজা,
স্বেরার ভেঙেছে ভঙামি,—ভয়
করেনি পোপের সাজা ।

নস্‌ম্যান্ ! তুমি যেখানেই থাক
গাহিয়ো তাঁহার জয়,
জয়ী যিনি তোমা' করেছেন, যবে
জয়ে ছিল সংশয় ।
পিতৃগণের বীর জল্পনা,—
মায়েদের আঁখিজল,—
পত্নী মোদের করেছে বিশদ,
অধিকার অবিচল ।

বটে গো আমরা বাসি ভাল এই
 স্বাধীন-মথিত দেশ !
হ'ক বন্ধুর,— মায়ামন্ত্ৰের
 তবু তার নাহি শেষ !
পূর্ব পুরুষ যুঝিল যেমন
 দেশের মুক্তি তরে,
ডাক পড়িলেই মোরাও সাজলে
 যুঝিব তেমনি ক'রে ।

জন্‌ষ্ট্যান্, জোর্গ্‌সন্ ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ফ্রান্স)

ফরাসীভূমির সন্তান সবে আয় রে আয় রে আয় !
কীর্তিলাভের শুভ অবসর যায় রে বহিয়া যায় ।
অত্যাচারের উত্তত ধ্বজা রক্তে করিয়া স্নান ,
আমাদের 'পরে বৈর সাধিতে হ'য়েছে অধিষ্ঠান !
শুনিছ কি সবে কি ভীষণ হবে কাঁপায় জলস্থল,
দন্তের ভরে গর্জন করে শত্রু-সৈন্য-দল !
তা'রা যে আসিছে কেড়ে নিতে বলে তোমার সকল ধন,
গ্রাসিতে শত্রু-ক্ষেত্র নাশিতে পুত্র ও পরিজন !
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক, বাঁধ দল, বাঁধ দল !
চল্ রে চল্ রে চল্ !
যুগ্য শোণিতে হ'বে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !
বিশ্বাসঘাতী ক্রীতদাস-দনে জিজ্ঞাস' কিবা চায় ?
ওই অতপুলা রাজার জটলা কেন বা আজি হেথায় ?
কিসের জন্ত যুগ্য শিকল হইতেছে নির্মাণ ?—
যুগ যুগ ধ'রে কাহাদের তরে ?—আজি ল'ব সন্ধান ।
আরে অপমান ! ফরাসী ! ফরাসী ! সে নাকি মোদেরি তরে !
ফরাসী ! ফরাসী ! এ কি গো সহসা ! একি আজি অন্তরে !

তীর্থ-সলিল ।

একি উল্লাস ! আমরা প্রথম সাহসে করিয়া ভর,
ধাৰ্য্য ক'রেছি দাশু-নিগড় ছিঁড়িব অতঃপর ।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক ইত্যাদি ।

একি অভাগা ! একি অপমান ! বিদেশীর দল এসে,
বিধি ও বিধান করে ব্যবস্থা ফরাসীর এই দেশে !
একি অপমান ! অর্থের লোভে বিদেশী সৈন্ত যত,
ফরাসীর বল ধূলি লুণ্ঠিত করিতেছে অবিরত ।
ওগো ভগবান্ ! এমনি করিয়া রহিব কি চিরকাল ?
নত মস্তকে বহিব লাজল, হাতে শৃঙ্খল জাল ?
যাহারা ঘৃণ্য যাহারা অধম—তা'দের বাড়িবে বল ?
ভাগ্য বিধাতা হ'বে কি মোদের অত্যাচারীর দল ?
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক.....ইত্যাদি ।

ভয়ে কেঁপে মর ; বিশ্বাসঘাতী অত্যাচারীর দল !
সকল দলের তোরা কলঙ্ক সবার ঘৃণার স্থল ;
ভয়ে কেঁপে মর ; সময় এসেছে, পা'বি তোরা এইবার,
পিতৃদ্রোহের ফন্দির যাহা যোগ্য পুরস্কার !
তোদের সঙ্গে যু'ঝতে দেশের সকলেই আজি সৈন্ত,
যদি হত হয় !—কি ভয় ? মোদের লোকের নাহিক দৈন্য ;
এ মাটি আবার দিবে উপহার প্রসবি' নুতন বীর,
তা'রাও তৈয়ার হইবে যুঝিতে তারাও তুলিবে শির ;
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক.....ইত্যাদি ।

আমরা ফরাসী,—পালন করিব বীরের ধর্ম যত,
বীরের মতন করিব আঘাত, সহিব বীরের মত ;
যারা বিপক্ষে যুদ্ধিছে মোদের লজ্জা-জড়িত মনে,
অভাগা তাহারা ; তাহাদের মোরা ক্ষমিব হে প্রাণপণে ।
কিন্তু এ দেশে রক্ত-পিপাসু দস্যু যে সব আছে,—
যা'রা 'বুইয়ে'র পাতকের ভাগী—ফিরে তারি পাছে পাছে,
শাদ্দুল সম যা'রা নিশ্চম, নাহি প্রাণে মমতাই—
আপন মায়ের বুক চিরে যা'রা তাহাদের ক্ষমা নাই ।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক..... ..ইত্যাদি ।

আমরা পশিব একে একে একে কর্মক্ষেত্র মাঝে,
যখন মোদের জ্যেষ্ঠের দল দেখিব বিরত কাজে ;
পশিব ক্ষেত্রে, দেখিব তাঁদের দেহ-অবশেষ ধূলি,
গুণের চিহ্ন দেখিব চক্ষে দেখিব কীর্তি গুলি ।
তাঁহাদের ধারা রাখিব আমরা—শুধু বেঁচে থাকা নয় ;
তাঁদের মতন সমাধি যেন গো আমা'-সবাকার হয় ।
আমাদের হ'বে সেই গৌরব তুলনা যাহার নাই,
অত্যাচারের রুধিবারে গতি না হয় মরিব ভাই ।
ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক... ..ইত্যাদি ।

জন্মভূমির নিশ্চল প্রেম ! ভগো চির-দম্বল !
তোমার শত্রু নাশে উদ্যত এ বাহুতে দেহ বল ।

তীর্থ-সলিল

ওগো স্বাধীনতা ! প্রিয় স্বাধীনতা ! হও ত্বরা পরকাশ !

আমাদের সাথে মিলিয়া আপন শত্রু করহ নাশ ;

দাঁড়াও আসিয়া আমাদের এই জয় পতাকার ছায়,

ভৈরব রবে উচ্চার আজি তোমার সে ঘোষণায় !

হিংসার জ্বলে ঘেন মরে যায় তোমার শত্রুচয়,

আমা-সবাকার গৌরব দেখি'—তোমার দেখিয়া জয় ।

ধর হাতিয়ার ফ্রান্সের লোক ! বাঁধ দল ! বাঁধ দল !

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌ !

স্থণ্য শোণিতে হ'বে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল !

রুজ্জে দেলিল্‌ ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(রুশিয়া)

সকল ভয়ের ভয় তুমি প্রভু ! তোমায়ে নমস্কার ;

বজ্র তোমার রণ-ছন্দুভি, বিদ্যুৎ তরবার !

তোমার রাজ্যে করুণা তোমার হউক মূর্তিমান,

শান্তির ধারা বর্ষণ কর কালে কালে ভগবান ।

হে রূপা-নিধান ! তোমার বিধান জগৎ ভুলিছে হার,

তোমার নিদেশ ঠেলিছে মানুষ প্রত্যহ পায় পায় ;

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ঋগ্বেদ)

রথের অগ্রে ইন্দ্রের তেজ, মোরা পূজা করি তায়,
আমরা অটল শত্রুর ব্যূহে ইন্দ্রেরি মহিমায় ;
তিনি আস্থান গুহুন্ মোদের পূর্ণ রাখুন্ তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনু গুণ ।
নিঃশেষে হত শত্রু বাঁহার মোরা তাঁর গাহি জয়,
আদেশে সিন্ধু দেশে দেশে ধায় মেঘে বর্ষণ হয় ;
বিশ্বের ধন কর হে পোষণ পূর্ণ রাখ হে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনু গুণ ।
অরাতির চোখে কভু আমা সবে দেখ না দেখ না দেব !
হিংস্র জনের মাথায় বজ্র কর প্রভু নিক্ষেপ ;
বসুধার বসু দান কর আর পূর্ণ রাখহে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অধম ধনু গুণ ।
আমাদের আয়ু লক্ষ্য করিয়া, যা'রা ব্যাঘ্রের প্রায়,
ফিরিছে নিম্নত, আমাদেরি পারে নত কর তা' সবার ;
তুমি যে বিবাহ, শক্তি অগাধ, মোদেরো পূর্ণ তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক অপটু ধনু গুণ ।
শত্রু মোদের হউক সনাতি, দম্বা অথবা দাস,
আকাশের মত ছেয়ে ফেলে সব নিঃশেষে কর নাশ ;

তীর্থ-সলিল ।

৩২

কর অভিভূত তা'দের নিয়ত, মোদের ভর হে তুণ,
হীন শত্রুর ছিন্ন হউক্ অধম ধনুগুণ ।
হে দেব ! তোমার অনুগত মোরা, তোমার শরণ চাই,
হে সখা ! সকল পাপ ত্যজি' যেন পুণ্যের পথ পাই ;
বন্দনা করি মোরা প্রাণ ভরি' তুমি দেহ ভরি' তুণ,
হীন শত্রুর হউক্ ছিন্ন অপটু ধনুগুণ ।
সেই বিঘাটি শিখাও মোদের যা'র বলে অনিবার,
ছহিতে পারি হে ধরণী-ধেনুর অফুরান্ ক্ষীরধার ;
যাহাতে বৃদ্ধি যাহাতে সিদ্ধি যাহাতে ভরে হে তুণ,
যা'তে অক্ষয় চিরদিন রয় মোদের ধনুগুণ ।

রাজর্ষি হৃদাস ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

(ভারতবর্ষ)

বন্দনা করি মায় !

সুজলা, সুফলা, শশু-শ্যামলা, চন্দন-গীতলায় !

যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি

যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,

সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী—সুখদায়—বরদায় !

বন্দনা করি মায় ।

সপ্তকোটির কণ্ঠনিবাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দটা কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দটা কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হার ?
বন্দনা করি মায় ।

বক্ষিমচন্দ্র ।

।

হিন্দুর 'পরে নির্ভর করে হিন্দুর যত আশা,
তবু মহারাণা ভুলিয়া আছেন তাহাদের ভালবাসা !
রাজপুতানার যত সর্দার পৌরুষহীন আজ,
রাজপুতানার কুল-গলনার গেছে সম্মম-লাজ ।
আকবর শাহ সমভূম সবে করিয়া ফেলিল প্রায়,
সবার দৃষ্টি আজিকে কেবল প্রতাপের মুখ চায় ।
আকবর শাহ দালাল হ'য়েছে রাজপুতানার হাতে,
সবারে কিনেছে ; প্রতাপে কিনিতে ধন নাই তার গাঁটে ।
রাজপুতকুলে জন্ম লভিয়া মান কে হারাতে চায় ?
তবুও সে ধন অনেকেরি গেছে বিকায়ে নোরোজায় !
যবে একে একে হ'বে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রত্নহীন,
চিতোরের নারী আসিবে কি রাণা এই হাতে কোনোদিন ?
অর্থ গিয়েছে, রাজ্য গিয়েছে তবুও প্রতাপ রায়,
পরম যতনে আছেন নিরত সে নিধির রক্ষায় ।

তীর্থ-সলিল

নিরুপায় হ'য়ে অনেকে গিয়েছে, অপमानে জর্জর,
সে কালিমা মুখে মাখে নাই শুধু হামির বংশধর ।
প্রতাপ কোথায় এত বল পায় লোকে জিজ্ঞাসা করে,
শক্তি তাঁহার তরবারে আর বীরোচিত অস্তরে ।
মানুষ-হাটের এ দালাল কিছু রহিবে না চিরকাল,
মরিতে হইবে ; তখন দেশের দূরে যা'বে জঞ্জাল ;
সে দিন সবারে হ'বে বাহিরিতে প্রতাপের সন্ধান,
বীর্যের বীজ হইবে রোপিতে বিজন রাজস্থানে ;
তুমি শুধু জানো মান বাঁচাইতে, তাই সবে মুখ চায়,
দেশের গর্ব কর প্রতিষ্ঠা অভিনব মহিমায় ।

পৃথ্বীকবি (বিকানীর) :

স্বদেশ-বন্দনা ।

(আমেরিকা)

স্বদেশ ! আমার মাতৃভূমি !

স্বাধীনচেতার ধাত্রী তুমি ;

সবে গাহি তোমার জয়-গান ।

পিতৃগণের পুণ্য-ভবন,

আর্য্যগণের গৌরবের ধন,

সকল বনই জাগাক্ ধ্বনি

স্বাধীনতার তান ।

স্বদেশ ! আমার জন্মভূমি !
স্বাধীনতার ধাত্রী তুমি,
ভালবাসি মধুর তব নাম ;
ভালবাসি গহন তোমার,—
তোমার নদী, চৈত্য, বিহার,
প্রেমোল্লাসে হৃদয় আমার
আকুল অবিরাম ।
সুরে বাতাস উঠুক ভ'রে
সকল বনে বাজুক ফিরে
সুধাময় স্বাধীনতার গান ;
সকল মুখে ফুটুক বাণী,
মিলুক এসে সকল প্রাণী,
মোনী গিরির প্রতিধ্বনি
দীর্ঘ করুক তানি ।
পিতার পিতা ! বিশ্বপাতা !
স্বাধীনতার জন্মদাতা !
মোরা তব—চরণে গাই গান ,
স্বদেশ মোদের যুগে যুগে,
থাকুক স্বাধীনতার স্মৃতি,
তোমার বলে রাজাধিরাজ !
হ'ক সে বলীয়ান্ ।

স্বামুরেন্দ্র স্মিথ ।

পদস্থ বন্ধুর প্রতি ।

না হে বন্ধু, কাজ নাই আর, অভাব আমার নাইক বড় ;
তোমার 'ভালাই' নিয়ে তুমি অণু কোথাও সরে পড় ।
রাজবাড়ীর উচ্ছিষ্টগুলো,—তোমার হয় ত' লাগে ভাল ;
দোহাই তোমার,—আমীরী জাল আমার তরে কেন গড় ?
ভালবাসার যত্ন সোহাগ আমি কেবল চাইরে ভাই,
খুব আমুদে সঙ্গী দু'জন,—মনের মতন যদি পাই ;
পরিশ্রমের অন্ন দু'টি নিজের ঘরে খা'ব খুঁটি' ;
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই' ভগবানের হুকুম তাই ।
(আমি) আপন মনে পথে পথেই গেয়ে বেড়াই প্রতিদিন,
তোমাদের জাঁকজমকগুলো কর্কে আমার ভরসাহীন ;
নিয়তির উচ্ছিষ্ট যদি ভাগ্যে পড়ে নিরবধি,
বল্ব "আমি যোগ্য নহি—আমি যে ভাই অতি দীন ।"
আপনি খেটে আপন হাতে আন্বো খুঁটে যা' কিছু পাই,
সবার চেয়ে বেশী রকম এইটে আমার সাজে রে ভাই ;
যা' হ'ক আমার ভিক্ষা ঝুলি,—কথ'খনো হ'বে না খালি ;
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই'—ঈশ্বরেরও হুকুম তাই ।
সে দিন আমি স্বপ্নে দেখি,—উড়েছি ওই নীল আকাশে,
সেখান হ'তে জগৎ পানে দেখছি চেয়ে বিষম ত্রাসে,—

তীর্থ-সলিল ।

বিশাল এক জীৱন্তের নদে যায় রে ভেসে পদে পদে
কত রাজা, সৈন্ত কত,—কতই জাতি ঘোর ছতাশে !
সুন্ধ হ'লাম শব্দ শুনে,—জয়ধ্বনি সেইটে ভাই !
দেশ বিদেশে একজনের নাম চল্লো ধ্বংসে শুন্তে পাই ;
ওগো মন্ত লোকেরা সব ! তোমাদেরও হয় পরাভব ?
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই !
যা' হ'ক তা' হ'ক সবার আগে তোমাদেরি ধন্য বলি,
ওগো মোদের কর্মপটু রাজ্য-তরীর নাবিক গুলি !
পরস্পরের শান্তি-সুখে পরস্পরে দিচ্ছ ফুঁকে,
ভগ্নতরীর একটা দিকেই পড়'ছ বুঁকে সবাই মিলি' !
কূলে থেকে বল'ছি আমি 'ভালা রে মোর ভাই রে,
যা' ক'রেছ খুব ক'রেছ,—এমনি ধারাই চাই যে !'
তার পরে ফের রোদ্রে বসে রোদ্ পোহাতে থাক'ব ক'সে,
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই !
স্নতে আর চন্দনের কাঠে পুড়'বে তুমি বুঝ'ছি বেশ,
সুঁদ্রী কাঠের চিতায় শুয়ে আমি হ'ব ভস্মশেষ ;
তোমার শেষ-পালঙ্ক ধ'রে, আমার উজীর চল'বে ঘিরে,
আমি যাব বাঁশের দোলায় নিয়ে আমার কাঙাল-বেশ ।
মরণ কিন্তু মরণই—ঐ তোমারও যা' আমারও তাই ;
তোমার মশাল জল'লো না আর আমার প্রদীপ নিব'ল রে ভাই ।
তফাৎটা যা' দেখ'ছি খাটে, চন্দনে আর সুঁদ্রী কাঠে ;
'উচ্চ আশার নাই প্রয়োজন' ভগবানের হুকুম তাই !

তীর্থ-সলিল ।

তাই বলি ভাই আবার আমি মনের মতন হ'ব, ওরে,
চলে যা'ব জন্মের মত সেলাম ক'রে আড়ম্বরে ;
তোমার এ সব রঙীন দেখে বাইরে ভাই এসেছি রেখে,—
ছেঁড়া আমার চটিটা আর ভাঙা আমার বাঁশীটিরে ।
আমি আমার বাঁশীর মত সমান স্বাধীনতাই চাই,
তা'তে তোমার রঙীন কাচের ঘরের কোনো ক্ষতিই নাই ;
স্বাধীনতার বিজয় গীতে গাইব মোরা পথে পথে,
'মস্ত হ'বার ব্যস্ততা নাই' ঈশ্বরেরও হুকুম তাই ।

বেরাজ্যার ।

অবিচার ।

দুর্য়োগে হাওয়া গুমরি' কাঁদে রে,
কথার অতীত ব্যথা তার ;
দুর্জয় হাওয়া,—যখন বাজে রে
মেঘ-মৃদঙ্গ অনিবার ;
ক্ষুব্ধ পবন অশ্রু-বিকল,
নগ্ন কানন মসী-শাখাদল,
গিরি-গহ্বর বিহ্বল জল
স্মরি' জগতের অবিচার !

শেলি ।

পুণ্যের ক্ষয় ।

দেবতার মধ্যে এবে এ অধম দেশে
আশাদেবী আছেন কেবল,
অন্য সবে সুরমের স্বর্ণচূড়া বাহি'
গেছেন ত্যজিয়া ভূমণ্ডল ।
অন্তর্হিত ধর্মদেব সত্যদেব সহ,
শ্রী গিয়েছে ধী গিয়েছে চ'লে,
এ ভীকর দেশে শুধু ধর্মভীক নাহি,
প্রতিজ্ঞা পালিতে এরা ভোলে ।
দুশ্চরিত্র দুর্জনেরে করিতে বরণ
নারীদের বিধা নাহি আর ।
পাত্র ধনী ?—ধন করে কলঙ্কমোচন,
কুৎসিতে সুন্দরে একাকার !
কুরেরের যুগে বলি পড়ে জোড়া জোড়া
লুক, নীচ, কুকুরী কুকুর,
পুণ্যের প্রাচীন যুগ অতীতে বিলীন,
শ্রীর ধর্ম হ'য়ে গেছে দূর ।

থিয়োগিস্ ।

বন্দীর প্রার্থনা ।

বন্দী মোরা,—মোরা ভাগ্যহীন ;
ভগবান ! দাও হে সুদিন ।
কর প্রভু শৃঙ্খল-মোচন,—
দূর কর অধর্ম্মাচরণ ;
ল'য়ে চল উষার মন্দিরে,
মিষ্ট শান্ত স্বর্গনদী তীরে ;
ল'য়ে চল আনন্দের চির নিকেতনে,
ল'য়ে চল শান্তি ধামে,—সান্ত্বনা-ভুবনে ,
শোনো প্রভু মোদের প্রার্থনা,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল ;
দুর্ভাগার—বন্দীর প্রার্থনা,
দয়াময় হও অনুকূল !

সিদ্ধিভিচ ।

উদ্দীপনা ।

ওহো ! দেখ দাবানল জ্বলিল অন্তরে !
লক্ষ লক্ষ অট্টহাসে ছাইল কানন ;
অথ মোর তীরবেগে ছোটো বায়ু-ভরে ।
এ বাহু কিনেছে নাম যুদ্ধে অগণন ।

তীর্থ-সলিল ।

ওহে ভাই, দূর কর নিদ্রা, তন্দ্রা সব,
উদয় গিরির দিকে চল মোর সাথে ;
অঁধারে মগন দেশ, নিম্পন্দ নীরব,
অকণ কিরণ মোরা পা'ব পথে যেতে !
তপ্তলোহ বক্ষে মোর আবেগের ভরে
উঠিছে ঢলিয়া,—তুনি এখনো ঘুমাও ?
অপূর্ব পুলকে মোর অঁখি আসে ভ'রে
ছুটেছি জ্যোতির দিকে উধাও, উধাও !
উঠ ভাই ! জাগ ভাই ! নহিলে এখনি
জাগা'বে বিঘার্চ্চি বায়ু দংশিয়া সঘনে ;—
পুড়িবে কপাল, শিরে পড়িবে অশনি,
বরণ করিতে হ'বে বিফল মরণে ।

ম্যাক্সিম্ গোর্কি ।

মানুষ ।

পথ দেখিয়ে যার গো নিরে
এমন মানুষ কই ?
বাক্-চাতুরী কর্কে না যে
ব্যাকুল যবে হই ;
কোথায় আজ কাজের কাজী
তেমন মাঝি কই ?

তীর্থ-সলিল ।

তুষ্ট আছে যে জন মনে
 সত্য-মহিমায়,
দীর্ঘ নিশি দেশে যখন
 ডুবায় কালিমায়,
তখনো যেই জান্ছে মনে
 তপন সে কোথায় ।

হঠাৎ লড়াই বাধিয়েছ তাই
 দিবনা হার দোষ,
হওনি জয়ী তা'তেও তেমন
 হই'ন অসন্তোষ,
সৈন্ত এত নষ্ট হ'ল
 করিনি তার রোষ ;

তবে যে ওই চিন্তা লঘু
 ওরেই করি ভয়,
নেতা যে জন ব্যঙ্গ করা
 তা'র কি উচিত হয় ?
নটের মত ভঙ্গী,—ও ত'
 রণভূমির নয় ।

পরাজয়ের অন্য কারেও
 দিই নে অপরাধ,

মৃতের সংখ্যা দেখিয়ে দিতে
নাহি মোদের সাধ ;
শুধু অধীর করে হে বীর !
লঘু বিসম্বাদ ।

দেশের লোকে তেজের বাণী
শূন্যে ববে চায়,—
অপমানে চক্ষে মুখে
আগুন বাহিরায়,—
তখন দলাদলির গোলে
বাস্ত হ'লে ?—হায় ।

উদ্যত বা'র হয় নি বাহ
নাইক এমন লোক,
যাহার দিকে তাকিয়েছি হায়
ঝলসে গেছে চোক ;
তোমরা শুধু বুঝলে না ক'
দেশের দুঃখ শোক !

যায় গো নিয়ে পথ দেখিয়ে
এমনি মানুষ চাই,
কাঁদলে ব্যথায় বাক্ চাতুরী
করবে না যে ভাই,

তীর্থ-সলিল

নিপুণ মাঝি চাই গো আজি
কাজের কাজী চাই !

টিফেন্ ফিলিপ্‌স্‌।

ইতালির প্রতি ।

ইতালি ! ইতালি ! এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়,
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে নিরাশার কালিমায় ;
এমন ভাগ্য কেন করেছিলে ? করেছিলে কোন্‌ পাপ ?
অপরের বর অদৃষ্টে তব কেন হ'ল অভিশাপ ?
হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত, অথবা সে হ'তে বলী,—
ভয়ে আসিত না, ভালবাসিত না, চরণে বেত না দলি' ।
রূপের গরিমা, মহিমা তোমার পলে পলে তবু, হায়,
আত্ম-কলহে প্রত্যহ আজি তিলে তিলে ক্ষয় পায় ।
হ'লে রূপহীনা সহিতে হ'তনা বর্ষর অভিবান,
গিরি লজ্জিয়া আসিত না 'গল্‌' রক্ত করিতে পান ;
তা, হ'লে এ ছবি দেখিতে হ'ত না, মরিতে হ'তনা লাজে,
পরের অস্ত্র হস্তে ধরিয়া তুমি ভ্রম' রণ মাঝে ।
কেন যে এ রণ জাননা কারণ,—তবুও যুঝিছ, হায়,
জয় পরাজয় সমান তোমার চির-শৃঙ্খল পায় ।

ফিলিক্সা ।

মৃত্যুঞ্জয় ।

প্রতি জনে যোগ্য কন্ম প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে ;
যে পোষে বিশ্বের প্রাণ, বিসর্জন করি' আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে ।

স্বইন্বার্ন ।

যথালভ ।

হৃদয় চাহিয়াছিল নিধি ;
নিরথি' সে আনন্দ অপার !
পূর্ণ ধন নাহি পাই যদি
যা' পেয়েছি,—প্রচুর আমার ।

টল্‌ষ্টয় ।

তীর্থ-সলিল।

ফার্সী উদ্ভট ।

জিজ্ঞাসি' বৃশ্চিকে ধীরে ধীরে,—
শীতে কেন এসনা বাহিরে ?
বিছা বলে 'গ্রীষ্মে বড় করেছি স্কফাজ,—
তা' বাহির হ'ব আজ !'

*

জিজ্ঞাসিনু বুড়া-বিপন্নীকে,—
কেন তুমি কর না ক' নিকে ?
“বৃদ্ধার রূপ বড়ই ঠেকে ফিঁকে।”
অর্থ আছে বালা-নারী লহ ।
“বৃদ্ধা যদি আমারি অসহ,
বাল। কেন চাইবে বুড়ায় ? কহ !”

সাদি ।

নিশীথে ।

কতদিন নীরব নিশীথে,
নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবারে চায়,
স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
যে দিন গিয়েছে তা'রে নবীন আভায় ;

সেই হাসি, অশ্রু, গীতি,
 সেই কৈশোরের স্মৃতি,
 প্রণয় নিয়ত কত নাচা'ত হিয়ার ;
 যে চোখে জ্বলিত জ্যোতি
 আজি সে মলিন অতি,
 ভেঙে গেছে ফুল প্রাণ এবে নিরাশায় !
 এমনি রে নীরব নিশীথে,
 ঘুমের বাঁধন যবে বাঁধিবারে চায়,
 হৃথ-স্মৃতি জাগায় চকিতে
 অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় !
 মনে পড়ে যখন আবার,—
 অটুট বাঁধনে বাঁধা বন্ধু সমুদায়,
 একে একে সম্মুখে আমার
 শিশিরে পল্লব সম ঝরে গেছে হায়,—
 মনে হয় যেন আমি
 একাকী মন্দিরে ভ্রমি'
 উৎসবান্তে যবে সবে লয়েছে বিদায়,—
 শুকায়েছে ফুল হার,
 প্রদীপ জলে না আর,
 একা আমি,—আর কেহ নাহিক হেথায়
 এমনি গো নীরব নিশীথে,
 নিদ্রা যবে নাগপাশে বাঁধিবারে চায়,

তীর্থ-সলিল ।

স্মৃতি এসে জাগায় চকিতে
অতীত দিনের ছবি নবীন আভায় ।

মুর ।

বৃদ্ধের স্বপ্ন ।

আহা নিমেষের যৌবন-সুখ
ফিরে কর মোরে দান,
বালকের মত হাসি আরবার,
চাহিনা বুড়ার মান ।
দূর হ' কালের লুপ্তি ত ধন,
যশের মুকুট নাও,
বায় ছিঁড়ে যাক জ্ঞানের লিখন,
জয় ধ্বজা ভেঙে দাও ।
শিরায় শিরায় অনল-উৎস
কৈশোর এসে ফিরে,
দিক্ ভালবাসা, কীর্তির আশা
নদির স্বপনে ঘিরে ।
শুনিল দেবতা প্রার্থনা মম
হাসিয়া কহিল ধীরে,
“এখনি তোমার কামনা পূরিবে,—
যদি হাত রাখি শিরে ।

“কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, এর
 রাখিতে চাহ কি কিছু ?
 কামনা তোমার পূরাতে সম্ম
 এখনি হটিবে পিছু !”
 আহা প্রাণাধিকা পল্লীরে ছেড়ে
 কে বল বাঁচিতে পারে ?—
 পারিনা ছাড়িতে প্রিয়ারে আমার,
 রাখিতে দিবে কি তা’রে ?
 লইল দেবতা স্বর্ণ লেখনী,—
 ডুবাইয়া জোছনাতে,—
 লিখিল—‘বালক হইবে আবার
 পতি হ’বে তারি সাথে !’
 “নাহি তবে আর প্রার্থিত কিছু ?—
 এখনি বালক হ’বে,
 বয়সের সাথে যা কিছু পেয়েছ,—
 মনে রেখ, সব যা’বে ।”
 রহ দেখি,—আহা ! কত আনন্দ
 জনক-জীবনে, মরি,
 পুল্ল, হুহিতা, —তাহাদের হার,
 ত্যাগ কেমনে করি ?
 ফেলিয়া লেখনী মধুর হাসিয়া
 দেবতা কহিল “হার,

তীর্থ-সলিল ।

বালক হইয়া পিতা হ'তে চাও !

বলিহারি কামনায় !”

আমি হাসিলাম, —ভাঙিল স্বপ্ন

হাসির আবেগ-ভরে,

লিখিলু কাহিনী তরুণ-পর্যায়

প্রবীণ জনের তরে ।

অলিভার ওয়েন্ডেল হোম্‌স্

বৃদ্ধের যৌবন-স্বপ্ন ।

বুড়া হ'য়ে যৌবন যে চায়,

বল তা'রে ‘ওগো মহাশয় !

যে কন্ম ক'রেছ তার | এই যোগ্যবেশ, এই পরিচয়

তবে কেন মিছামিছি আর

আপন লজ্জার কথা তোলা বারম্বার ?”

মরণেরে কেন ভয় করা ?

এখন ত' দেহে মোর জরা ;

প্রিয়জন কত গেছে আগে, কাঁচা চুলে চলে গেছে তা'রা ।

আর আমি ভেবে হ'ব সারা ?

পাগল না হ'য়ে তবু পাগলের পাঁরা !

মানুষ ত’ বালুকার ঘর,
 ভাঙিছে গড়িছে নিরন্তর ;
 ভাল ক’রে অঁখি মেলে দেখ, —সন্দেহ রবে না অতঃপর ।
 নিয়তির চুল্লী কে এড়ায় ?
 খুস্‌হাল, স্বচক্ষে দেখেছে,—
 শুষ্ক, শ্যাম সব সে পোড়ায় !

খুস্‌হাল ।

দশা-চক্র ।

প্রথমে কাঁড়নে ছেলে মায়ের কোলে,
 যত দুধ খায় তা’র আধেক তোলে ।
 ক্রমে খুঁজি পুঁথি লয়ে পাঠশালে যায়,
 চক্‌চক্ করে মুখ প্রভাতী প্রভায় !
 ক্রমশঃ হৃদয় তলে জাগে পীরিতি,
 রচিছে হঠাৎ-কবি প্রণয়-গীতি !
 মুখ ভরি’ গৌফ দাড়ি বাড়িয়া ওঠে,
 যশ লাগি’ মাথা দিতে সমরে ছোট্টে !
 তার পর বিজ্ঞবর,—বেজায় ভুঁড়ি,
 পঞ্চায়তে পায় মান,—জ্ঞানের বুড়ি ।

ତୀର୍ଥ-ମାଳିକ

তার পর নড়বোড়ে ঠিক যেন সং,
দিনে দিনে ফিরে পায় শৈশবের ঢং !
তার পর ক্ষীণ তনু শয্যাতে লীন,
দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন,—সন্নিকট দিন ।

শেক্সপীয়ার

চরম-শান্তি ।

প্রথর সূর্যের তাপে কি ভয় এখন ?
 ছরন্ত শীতেরে কেবা ডরে ?
 সমাপ্ত হ'য়েছে কর্ম, পেয়েছ বেতন,
 গেছ চলি' আপনার ঘরে ।
 স্বর্ণ জিনি' বর্ণ যা'র সে জন (ও) নিশ্চয়,
 ধাক্কাড়ের সঙ্গে হ'বে ধূলি মাঝে লয় ।

অত্যাচার নারে আর স্পর্শিতে তোমায়,
 ক্রকুটির ভয় নাহি আর,
 এড়ারেছ অশনের বসনের দায়,
 তুণ, তরু, সমান তোমার ।
 পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য,—তা'ও সুনিশ্চয়,
 এমনি করিয়া হ'বে ধূলি মাঝে লয় ।

তীর্থ-সলিল ।

বজ্র বিছাডের ভয় নাহি, নাহি আর,-
যা'রে ভয় করে সর্ব জন ;
নিন্দা নায়ে পরশিতে কিম্বা তিরস্কার,
দুঃখ স্মৃথ সব সমাপন ।
প্রেমিক, প্রেমিকা, হায়, তারাও নিশ্চয়,
এমনি করিয়া হ'বে ধূলি মাঝে লয় ।

শেক্সপীয়ার ।

পূর্ণ বিকাশ ।

নারীর গর্ভে জন্ম লভিয়া
কে আছে এমন ভুবনে ?—
ব্যাপ্ত অথবা বানরের ভাব
জাগেনি ক' যার জীবনে ?
মানুষ এখনো' অপুষ্ট ব্রহ্ম,—
আজো বাকী তার অনেকই ;
হ'বে না তাহার নব উন্মেষ
নব নব যুগ সনে কি ?
এখনো যে তা'র আব্ছায়া সব,
কত জাতি জীয়ে মরে গো ;—
ত্রিকালদর্শী হেরে,—চিত্রের
রশ্মিতে ছায়া হরে গো !

তীর্থ-সলিল ।

এইরূপে যবে সবি এক হ'বে,
নির্মল হ'বে দৃষ্টি,
গাহিব তখন, 'জয় ভগবন,
মানুষ হ'য়েছে সৃষ্টি !'

টেনিসন্ ।

নদী-সংবাদ ।

বিশ্বামিত্র ।

তাজি' গিরি-জজ্যায়,
ভাঙিয়া মন্দুরায়,
সাগর সঙ্গে মিলিতে রঙ্গে চলেছে তটিনী সধনে ;
এলায়ে সলিল-পাশ,
শতদ্রু সনে বিপাশ,—
সুন্দর তনু ধেনু-যুগাক ছুটেছে বৎস-লেহনে !
ইন্দ্র প্রেরিত রথী,
সিন্ধুর পথে গতি,
ইন্দ্রাভিলাষ-পূর্ণকারিণী বাঞ্ছিত ধন কর দান ;
একই প্রবাহে তুলি'
তরঙ্গে রঙ্গে ফুলি'

তীর্থ-সলিল ।

সমান গমনে উন্নি মিলারে সাগরে করগো অভিযান ;

বৎস-লেহনকামী

ধেনু সম দ্রুত গামী

যেন মিলি দৌহে সন্তান মোহে চলেছ অধীর গমনে ;

শতদ্রু মাতার পাশে

বিপাশা নদী সকাশে

আসিয়া হ'য়েছি উপনীত আজি—ক্লান্ত হইয়া ভ্রমণে ।

নদীদ্বয় ।

আমরা রঙ্গে চলেছি,

সিন্ধুর দিকে চলেছি,

ফিরিবার নহে আমাদের গতি ফিরিবার নহে কভু সে ;

কেন বারবার তবে,

ডাকে ঋষি আমা সবে,

সব জেনে শুনে কেন অকারণে ডাকে আমা সবে তবু সে ?

বিশ্বামিত্র ।

ওগো জলময়ী নদী,

ক্ষণতরে দৌহে যদি

দাঁড়াও,—শুনাই নূতন স্তোত্র প্রসাদের অভিলষী গো,

আমি কুশিকের পুত্র,

রচিব নূতন স্তোত্র,

যাহে শত ধারে ঈপ্সিত সোম ঋরি' পড়ে রাশি রাশি গো ?

তীর্থ-সলিল ।

নদীদ্বয় ।

নাশিয়া বিরোধী বৃত্তে

নদীও নদ খনিতে

খনিলা ইন্দ্র বজ্র-আয়ুধ,— চলেছি তাঁহারি নিদেশে,

হ্যতিমান, পটুহস্ত,

যে কাজে করিলা ন্যস্ত,

তাই সাধিবারে ছুটিয়াছি মোরা,—ছুটিয়াছি দেশে বিদেশে

বিশ্বামিত্র ।

বাসবের বীরকন্ম

কীর্তন করা ধর্ম,—

কেমনে ইন্দ্র বজ্রে বিঁধিলা জলের অরাতি অহিরে ;

বাসবের গাহি জয়

কেমনে সলিল চয়

আসিয়া মিলিল,—মিলিয়া ধাইল উর্বরা করি' মহীরে ।

নদীদ্বয় ।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,

বলিলে আজি যে কথা

ভুলিয়োনা তাহা, উক্খ রচিয়া আমাদের ক'র' তুষ্ট,

করি গো নমস্কার,

আমাদের তুমি আর

পুরুষের মত ক'র' না ক'র' না বাচালতা-দোষ-দুষ্ট !

বিশ্বামিত্র ।

শোনো গো আমার স্তুতি
দাও দৌহে অনুমতি
বহুদূর হ'তে এসেছে এজন লয়ে ধন নানা মত ;
তোমাদের যত জল
যাক্ সে রথের তল,
সুখে পর পারে যেতে দাও মোরে হও ওগো অবনত ।
নদীদয় ।

ওগো ঋষি, ওগো হোতা,
শুনিবু সকল কথা ;
সুখে হও পার ল'য়ে সে তোমার রথ ও তুরগ যত ;
সন্তানে দিতে স্তন,
পতির আশ্রয়,
নারী সে যেমন হয় অবনত, রহিলাম তা'রি মত ।
বিশ্বামিত্র ।

পার হয় যত নর
ভরত-বংশধর,—
ইন্দ্রপ্রেমিত তাহারা তোমার নিদেশে নেমেছে নীরে ;
পেয়েছি গো অনুমতি
রচি' তোমাদের স্তুতি
গা'ব সব ঠাই থাকি সে যেথাই,—যজ্ঞে যজ্ঞে ফিরে ।

তীর্থ-সলিল ।

ভরত-বংশধর
পার হ'ল যত নর,
রচি' মনোজ্ঞ উক্খ নবীন করিছেন স্তুতি বিপ্র ;
অন্নদে ! ধনপ্রদে !
ক্ষুদ্র নদী ও নদে
পবিত্র জলে ভরিতে ভরিতে চল দেশে দেশে ক্ষিপ্র ।

ঋগ্বেদ, তৃতীয় মণ্ডল. ৩৩ সূক্ত ।

অগ্নি ।

(সামবেদ)

হে চির নবীন ! স্তুতির নিধান ! বিচিত্র তব কাজ !
স্তুত তেয়গি' আহুতির লাগি' যজ্ঞে আসিলে আদ !
স্তুতহীনা তব জননী অরগি, তাই কিহে অদ্ভুত !
জন্ম মাত্র যৌবন লভি' হ'লে দেবতার দূত !

উপস্তুত ।

৫

নীলনদের বন্দনা ।

জয় নীলনদ ! জয়তু গোপন চারী !
স্বরূপ তোমার প্রকাশ মিশর দেশে ;
আমা সবাকার তুমিই পালন কারী,
জীবন বাঁচাও কখন নিভুতে এসে ।

নিশিরে তুমিই দিবসে মিলাও আনি',
তুমি আনন্দে পূর্ণ করছে প্রাণ ;
বরষে বরষে জীবে জীবে প্রাণ দানি'
বন্যার জলে ভিজাও সকল স্থান ।
বরষে বরষে কর রসার্জ দেশ,
নামিয়া গোপনে স্বর্গ সোপান হ'তে ;
ওগো বলি-প্রিয় ! ওগো বিমুক্ত-কেশ !
শস্ত্রের ভার নিরে এস নীল স্রোতে ।
দেবতা মানুষে গাহিছে তোমার জয়,
সবাই তোমারে ভালবাসে, করে ভয় ।

মিশরের চিত্র লিপি ।

‘মিত্র’-বন্দনা ।

নিদ্রা বিহীন, চির-জাগ্রত, সারা ভূভাগের পতি,
অযুত নেত্র, অযুত কর্ণ, মিত্রের করি স্তুতি ।
সভার মুখ্য, সত্যের মূল, সুন্দর কলেবর,
জ্ঞানের আকর, বলের নিধান, সবার পূজবর !
যুদ্ধের আগে যোদ্ধারা যারে বলি দেয় উপহার,
ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া সওয়ার অর্চনা ক'রে যার ;—

তীর্থ-সলিল ।

নিজের জন্ত স্বাস্থ্য মাগে সে অশ্রের দ্রুত গতি,
প্রার্থনা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে শত্রু প্রতি ;
মিত্রের বরে প্রার্থনা পূরে শত্রুর হয় ক্ষয়,
দিবার মতন বলি দিব আজি গা'ব মিত্রের জয় !

‘অবস্থা’ গ্রন্থ ।

মৃত্যুরূপা মাতা ।

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অক্ষকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ’তে,
মহারক্ষ সমূলে উপাড়ি’ ফুৎকারে উড়িয়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে চেউ গিরি-চূড়া জিনি’
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা’র,—মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা’রা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিষ্কেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালী তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে ।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা’রি কাছে আসে ।

বিবেকানন্দা

মায়া ।

শূন্য ব্যোম মনে হয় বিরাট খিলান,
জোনাকী—জোছনা-কণা,—হয় অনুমান !
অবাধ, অগাধ ব্যোম জানি তবু হার,
জানি গো জোনাকী চুরি করে না জ্যোৎস্নায় ।

বেদব্যাস ।

বৈরাগ্যোদয় ।

বনের মধ্যে আমার বৃক্ষ দেখিলাম সুবিশাল,
শ্রামল তাহার পল্লব-ছায়া, ফল তা'র সুরসাল ;
পথিকেরা এসে ফলের লালসে ভাঙিয়া ফেলিল শাখা !
হৃদয় কহিল—‘সংসার মাঝে আর শ্রেয় নহ্ন থাকা ।’
চিকণ ছ'থানি সোনার কাঁকণ পরিল যখন নারী,
শব্দ হ'ল না বিন্দু মাত্র ; হার, কিছু পরে তারি
কাঁকণে কাঁকণ ঠেকিল যেমন দ্বন্দ উঠিল বাজি' !
হৃদয় কহিল ‘আর কেন ? চল, সংসার সুখ ত্যজি' !
পক্ষীর দলে এসে পড়েছিল ভিন্ন দলের পাখী,
মুখে ছিল তা'র খাদ্যের ভার, তার ছিল সে একাকী ;

তীর্থ-মলিন ।

চক্ষু আঘাতে সকলে মিলিয়া ব্যস্ত করিল তা'রে !
হৃদয় कहিল 'পালাও, পালাও, কাজ নাই সংসারে ।'
মসৃণ দেহ, উচ্চ ককুদ, উদ্ধত, বলবান
বুধ চলিয়াছে ; ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান ;
সে করিল এক ধেনুর কামনা,—অমনি শৃঙ্গাঘাত !
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র ; সংসারে প্রণিপাত ।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ ।

লামার গান ।

আকাশের পথে রবি শশী ধায়
সোহাগে ধরায় বেড়িয়া ধরে,
বিধাতার দীপ আলো করে দিক্
কিবা দক্ষিণে কি উত্তরে ;
সে আলোকে স্মৃতে ভাসে নরলোক,—
তা'রে কি কুকাজে মলিন করে ?

সুদূর পূর্বে আবরি' আকাশ
তুষার শীর্ষ জাগে শিখরী,
গগন শয়ান তা'রি গহ্বরে
হিংসা বিরত ফিরে কেশরী ;
সে ত' নহে ক্রুর, হে শীত বাতাস,
তবে কেন হও তাহার অরি ?

তীর্থ-সলিল ।

দখিণ বনের রাণী সে বাঘিনী
সকল খাপদ অধীন তা'র,
যখন সাহসে জনপদে পশে
শোভা গৌরব ধরে না আর ;
হে বসুন্ধরা ! মঙ্গল-করা !
অপকার যেন না হয় তার ।

পশ্চিমে,—হ্রদে অগাধ সলিলে
নানা জীব স্রুথে নৃত্য করে,
সোনালী ছ' চোখ তুলে ভেসে চলে
দেখিবারে দূর রত্নাকরে ;
বাঁকা বাঁড়্ণী কি ছলভরা জালে
তা'রা যেন কভু ধরা না পড়ে ।

উদীচি শিখরে পাহাড়ের নীড়ে
গৃধ্র বিহরে পাখীর চূড়া,
সে নহে দম্ব্য নহে নরঘাতী,
তুষ্ট সে পেলো ক্ষুদ্ৰ কি কুঁড়া ;
বিষ মাখা বাণ পেরে সন্ধান
গরিমা যেন গো না করে গুঁড়া ;

লামা মিললাপা ইহাদের মাঝে
এই গহ্বরে বসতি করে,

তীর্থ-সলিল ।

রচে গান, জপ-চক্র ঘুরায়
নিখিল জীবের হিতের তরে ;
নিশাচরী কোনো যাহুকরী যেন
ভ্রষ্ট না করে ভিক্ষুবরে ।

লামা মিললাপা ।

বৌদ্ধের তপস্যা ।

শশক-বর্ষ আসেনি তখনো ব্যাঘ্র-বর্ষ যায়,
ধর্ম-চক্র ধরিতে হৃদয় ব্যাকুল হইল হায় ;
তাই সে একদা তুষার সীমায় হইল উপস্থিত,
সঙ্গী বিহীন নির্জন গিরি, শঙ্কা বিহীন চিত ।
পবনে গগনে বৃত্তি করিয়া বৃষ্টি করিল শিলা,
চন্দ্র তপন হইল বন্দী, কেবলি মেঘের লীলা ;
লোহার নিগড়ে নয় গ্রহ বাঁধা পড়িলেন একে একে,
হুনা উজ্জল 'ছক্' তারা শুধু দেখা যায় থেকে থেকে ।
নয় রাতি নয় দিনমান ধরি' বরফ-ফুল্কি ঝরে,
সরিষার মত কোনোটি পঙ্গপালের আকার ধরে !
বরফের গুঁড়া জমাট বাঁধিল বড় বড় চুড়া ব্যোপে,
নীচে বনভূমি মূরছিয়া পড়ে গুরুভার বুকে চেপে ;
শিলা কঙ্কাল পুরিল তুষারে. ঘুচিল কালিমা রেখা ;
ললাটের বলি চিল্ল মুছিল, ফুটিল জ্যোতিলেখা !

ভীর্থ-সলিল ।

উন্মিল জল স্থির হ'ল নদী থামিল মধ্য পথে,
স্থল কিবা জল হ'ল সমতল, চিনিব সে কোন্ মতে ?
কিবা পশু পাখী কিবা সে মানব খাদ্য না পায় কেহ,
বিফলে চকোর বরফ খুঁটিল, মুষিক খুঁড়িল গেহ ;
গবর, চমরী, ছাগ, কস্তুরী খুলিতে না পারে মুখ,
হেন দুর্ঘ্যোগে মিললাপা ! তুমি কতই পেয়েছ দুখ !
একা গুহাতলে বন্দী ছিলাম বরফের কারাগারে,
ভিক্ষুজনের জীর্ণ বসন হঠায়েছে বাত্যায়ে ;
শ্মলিত-দন্ত শীত-শাদ্দূল পলায়ে গিয়াছে দূরে,
তপের তাপেতে গলেছে তুষার অযুত ধারার বুকে !
দ্রুত বড় হয়েছে শান্ত ঘন ধারা বরিষণে,
প্রণত পঞ্চভূতের শীর্ষ বুদ্ধের শ্রীচরণে ।

বহ্নির কুলে জন্ম আমার, ব্যাঘ্র সে জ্ঞাতি মম,
বসতি আমার তুষারাস্ত্রত গিরি-চূড়া দুর্গম ;
সিংহের কুলে জনমি' শুনেছি সজ্জের মহাবানী,
যে পথে গেছেন অহঁত সবে আমিও সে পথ জানি ;
মহাযান-পথে যাত্রী আমরা মরণে ও মোরা ধন্য,
ওগো উপাসক ! তথাগতে জান, চিত্ত কর না অন্ত :
দুখ মাঝে সুখে ছিল মিললাপা না ছিল হৃদয়ে শোক,
ওগো উপাসক ! তোমা সবাকার চির-কল্যাণ হোক ।
লামা মিললাপা ।

চির-শরণ ।

আমার রাখাল আপনি দয়াল, আমার ভাবনা কিরে ?
তিনি রেখেছেন শ্রামল ক্ষেত্রে শাস্ত হৃদের তীরে ;
তিনিই আমার দুর্বল চিতে শক্তি করেন দান,
সুপথে চালান আমার দয়াল নামের রাখিতে মান ;
মরণের ছায়া ঘিরে যদি তবু করিব না কিছু ভয়,
তুমি আছ সাথে সহায় ! শরণ ! জানি আমি নিশ্চয় ।
শত্রু পুরীতে রক্ষা করেছে আমারে দণ্ডধর !
অভিষেক মোরে করি' আনন্দে ভরেছ এ অন্তর ;
এমনি করুণা রহে যেন প্রভু ! মোর 'পরে চিরদিন,
চিরদিন যেন তোমারি ছায়ায় রহিগো ভাবনা হীন ।

রাজা দায়ুদ ।

নাম কীর্তন ।

আমার প্রভুর নাম কীর্তন কর মন্দিরে তাঁর,
তাঁহারি প্রকাশ আকাশের তলে গাওহে বারম্বার ।
তাঁর সে বিশাল কীর্তি-কাহিনী কর সবে কীর্তন,
তাঁহার অপার মহিমার কথা গাও হে অমুক্ষণ ;

তীর্থ-সলিল ।

তুরীতে ভেরাতে বীণা বাঁশরীতে গাও সবে তাঁরি নাম,
কীর্তন-সুখে নৃত্য করিয়া ফির হে অবিশ্রাম !
বাজায় মুখর করতাল সবে গাও হে ভরিয়া প্রাণ,
নিশ্বাস নিতে শিখেছ যে জন সেই কর নাম গান ।

রাজা দায়ুদ ।

ব্যাকুল ।

কতদিন তুমি এমন করিয়া ভুলিয়া রহিবে ? প্রভু !
কতদিন হেন রহিবে গোপনে ? দেখা কি পাব না কভু ?
কতদিন হেন যুক্তি করিব আপন মনের সনে ?
শত্রুকুলের হর্ষ কতই দেখিব দুঃখ মনে ?
প্রভু ! ভগবান ! বিচার করিয়া রাখ এ মিনতি মোর,
নয়নে কিরণ বিধারিয়া নাশ কাল-নিদ্রার ঘোর ।
আমার প্রাণের ব্যাকুলতা হেরি' শত্রু যেন না হাসে,
আমারে বেদনা দিতে যেন কেহ না পারে নিন্দা-ভাষে ।
আমি বিশ্বাস রেখেছি তোমা'র অনন্ত করুণায়,
ওই হাতে আমি মুক্তি লভিব আছি সেই ভরসায় ;
চিরদিন আমি তোমারি চরণে গাহিব হে ভগবান,
আমারে ঘিরিয়া রয়েছে তোমার রাজ-হস্তের দান ।

রাজা দায়ুদ ।

তীর্থ-সলিল ।

২৩

অনুতপ্ত ।

প্রভু ! কেবা আমি ?—আমার ভাবনা তুমি ভাব অবিরত ?
দুয়ারে এসেছ খুঁজিতে আমায়, কষ্ট হ'য়েছে কত ;
শীতের বিষম রাত্রি কাটালে আমারি প্রতীক্ষায়,
দুরন্ত হিমে দুয়ার বাহিরে দাঁড়িয়ে একাকী, হায় !
প্রভুরে চিনিতে ভ্রম হ'ল মোর, ঘরে না লইলু বরি',
ইহ পরকালে কি হ'বে আমার তাই সে ভাবিয়া মরি ।
কণ্টক-ক্ষত চরণে তোমার শুকায় শোণিত-ধারা,
কিছুই হ'ল না এ অকৃতজ্ঞ অধম জনের দ্বারা ।
দৈব বাণীতে ক'রে গেছে মোরে—“ওরে কান পেতে শোন,
হৃদয়-দুয়ারে নিয়ত আঘাত করেন নিরঞ্জন !”
কতবার আমি শুনেছি সে বাণী,—শুনেছি আপন কানে,
মৃদল মধুর বিষন্ন সুর আসিয়া লেগেছে প্রাণে ;—
তবু উঠি নাই ;—বলেছি ‘দুয়ার সকালে খুলিব কাল’,
হ'য়েছে সকাল, তবু বলি ‘কাল’,—একি হ'ল জঞ্জাল !

লোপ ডি ভেগা ।

করুণার বার্তা ।

মধ্য-দিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই,—ওরে !
প্রভু তোরে ছেড়ে যান্‌নি কখনো, ঘৃণা না করেন তোরে
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবেই ভবিষ্যৎ,
একদিন খুসী হ'বি তুই লভি' তাঁর কৃপা স্মরহৎ ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিলেছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা—ছঃখ যা'ছিল ঘুচায়ে দেছেন তাই ;
পথ ভুলেছিলি,—তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে,
সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস্ ;—অসহায় জনে, ওরে !
দলিস্নেহে কভু ; ভিখারী আতুর বিমুখ যেন না হয়,
তাঁর করুণার বারতা ঘোষণা কর রে জগতময় ।

কোরাণ ।

সাকীর প্রতি ।

সাকী ! যদি জানো আশ্বাদ মদিরার,
সুরা বিনা তবে আনিয়ো না কিছু আর ;
ভজনা-গৃহের বেচিয়া মাহুর, দরী,
প্রেম-সহরা কিনে আনো তুমি সুন্দরী ।

তীর্থ-সলিল ।

মাতাল ! এখনো সংজ্ঞা যদি হে থাকে,
ওই শোনো, তোমা' গোলাপ'র বনে ডাকে ;
বিষন্ন চিতে সাস্থনা কর দান,
অখ্যাতি হ'ক তাহাতে দিয়ো না কান ।
প্রেমের জগতে মনের গোপন-ধারা,
বেগুর কাঁদনি বীণার তানের পারা ।
আচার নিষ্ঠ দানশীল ধনী হ'তে,
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে ।
সুলতান হেন পরী হের কে আসিছে,
সারা সহরের লোক তা'র পিছে পিছে ।
মাত্র বারেক দেখেছে যে জন মুখ,
সেই পথ চেয়ে রয়েছে গো উৎসুক ।
আর কতদিন বিরহ-বেদনা হাফেজ সহিবে, হায়,
বুক-ফাটা দুখ কবে হ'বে শেষ ? সে কথা সুধা'ব কা'য় ?
হাফেজ ।

হাফেজের রুবাইয়াৎ ।

তুমি বলেছিলে “ভাবনা কি ? আমি তোমা'রেই ভালবাসি ;
আনন্দে থাক, ধৈর্য্য-সলিলে ভাবনা সে যাক্ ভাসি ।”
ধৈর্য্য কোথায় ? কিবা সে হৃদয় ? হৃদয় যাহারে কয়,
সে ত' শুধু এক বিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি ।

তীর্থ-সলিলঃ।

সমীর ! গোপনে আমার কথাটি বলিয়া এস হে তায়,
জানাও আমার নরমের জালা তা'রে শত জিহ্বায় ;
তেমন করিয়া বল না যাহাতে বেদনা সে মনে পায়,
নানা বারতার মধ্যে আমার কথাটি জানায়ো, হায় ।

*

*

মরণের বাণ জীবন-দেউল যখন করিবে চূর্ণ,
সেই মুহূর্তে জীবন-পাত্র ভরিয়া হইবে পূর্ণ !
তখন হাফেজ ! সতর্ক থেকো ; যবে ল'য়ে যাবে তুলি'
জীবন-গৃহের সব তৈজস ক্রমশঃ কালের কুলি ।

*

*

নদীতীরে যেয়ো মদিরা-পাত্র সাথে লয়ে,—যদি পার,
প্যান্‌পেনে যত কুনোদের ছেড়ে দূরে থেকো, ভাল আরো ;
এমন সাধের জীবন মোদের দিন দশ বই নয়,
তাজা বুকে হাসি মুখে থাকা ওগো তাইত উচিৎ হয় ।

*

*

গোপনে গোলাপ-মুকুল রয়েছে তোমায় দেখে,
সরমে চামেলি রয়েছে হোথায় মুখানি ঢেকে ;
গোলাপের কলি কোথা পাবে হায় অমন কায়া ?
যে রবির রূপে রূপসী সে,—তাহা তোমারি ছায়া !

*

*

তোমার বিরহে তপ্ত অশ্রু গলিছে বাতির মত,
পেয়ালার মত গোলাপী আঁখির জল ঝরে অবিরত ;

তীর্থ-সলিল ।

হৃদয়ের, এই সঙ্কট-দিনে শুনি যদি বীণা-তান,
অঁখি-বারি রূপে হৃদয়-রক্ত ঝরে ব্যাকুলিয়া প্রাণ ।

*

*

হৃদয়ে করেছি কাঁদিবার ঠাই তোমার বিরহে শ্যামী !
সাস্থনা—তাও রেখেছি হৃদয়ে যতনে লুকায়ে আমি,
শত ঝঞ্ঝার আঘাতে পরাণ যতই পীড়িছ প্রভু !
অটল হৃদয়,—প্রত্যয় তার ভাঙিয়া পড়ে না তবু ।

*

*

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ রূপাময় !
তুমি কাজী, তুমি কোরাণ আমার, তুমি মোর সমুদয়,
আমার মনের কথাটি তোমায় কি আর জানাব আমি ?
তোমার অজানা কিছু কি জগতে আছে অন্তর্যামী !

প্রেম-বিমুখ ।

ওরে মন ! তুই ছেড়ে চলে আর প্রেম বিমুখের সঙ্গ ;—
কুমতি উদয় যার সাথে হয়,—হয়রে ভজন ভঙ্গ ।
কাকে কি করিবে কর্পূর খেয়ে ? কুকুর গঙ্গা নেয়ে ?
গাধা কি করিবে অগুরু গন্ধে ? মর্কট মালা ল'য়ে ?
নাহিক স্মৃতি, সাধু সঙ্গতি, বিষয়ে ডুবিয়া মরে ;
কহে সুরদাস কালা কহলে অন্য রং কি ধরে ?

সুরদাস ।

প্রিয়-বিরহে ।

ওগো প্রিয়তম ! তোমার কথাই ভাল লাগে মোর মনে,
লক্ষ যতনে যা' বোঝার লোকে লাগে না মনের কোণে ;
ক্ষীর দিয়া মুখে যদি গালকে রাখ গো জলের মীন,
তবু ধড়ফড়ি' মরিবে সে, হায়, হইবে সংজ্ঞাহীন ।
জহরি চিনেছে হীরায়,—তাই সে হাতুড়ি মানে না আর,
স্বাতীর সোয়াদ পাপিয়াই জানে বিরহের ব্যথা যা'র ;
কবীর কহিছে ভাবের ভুবনে গোপন নাহিক আর ।

কবীর ।

জপের গুটি ।

জীবে প্রেম যাঁর চরম শিক্ষা আমি সে গুরুর শিখ্,
মর্ম্মতলেরো মর্ম্ম যেজন জাগ্রত অনিমিখ্ ;
অনুসন্ধান যে করেছে তাঁর সেই ত' পেয়েছে ঠিক্ !

*

*

নিশ্বাস গুলি যে মালার গুটিসে কেমন জপ মালা !
নিভূতে আসিয়া করেছে আপনি অনাগত কাল আলা !
নিশ্বাস-মদি-মালা কে দেখেছে !—মালার উজল জালা !

নানক ।

পরমেষ্ঠী ।

তখন ছিলনা 'অস্তি' 'নাস্তি,' না ছিল আকাশ
ভূমণ্ডল,
কে ছিল শরণ ? কিবা আবরণ ? সে কিগো গহন
গভীর জল ?
মৃত্যু ছিল না, না ছিল অমৃত, না ছিল রাত্রি
না ছিল দিন,
বায়ুহীন দেশে নিশ্বাস ল'য়ে ছিল সেই 'এক'
ক্রিয়া-বিহীন ।
আঁধারের বুকে ঘনাক্রকার, ঠা'হর না হয়
আকার কোনো,
সে মহার্গবে আপনার তপে বাড়িতে লাগিল
মহিমা ঘন !
সেই আদিমের মনো-বিন্দুতে ধীরে ধীরে ধীরে
উপজে কাম,
কবির! জানেন 'নাস্তি'র সাথে সেই অস্তির
মিলন ধাম ।
বিশ্বের বীজ অঙ্কুরি' উঠে, মহা-মহিমায়
অখিল ভরে ;
প্রযত্নবান পুরুষ উর্দ্ধে, নিম্নে প্রকৃতি
নিজেরে ধরে ।

ভীর্থ-সলিল।

বিপুল সৃষ্টি !—কোথা হ'তে এল ?! কে জানে ইহার
জনম দিন ?
সৃষ্টি কাহিনী কেমনে জানিবে ? সৃষ্ট দেবতা
অর্বাচীন ?
পরম ব্যোমের পরম পুরুষ,—বিশ্ব লোকের
যে জন ধাতা,—
সে কথা হয় ত' তিনিই জানেন, অথবা তিনিও
জানেন না তা' !

প্রজাপতি ঋষি।

কে ?

কে ছিল আদিতে ? কে রাখিল ধরি'
ছ্যলোকে ভুলোকে আপন স্থানে ?
কে অদ্বিতীয় পতি সকলের ?
কোন্ দেবে পূজি হব্যদানে ?
শক্তি ও প্রাণ যে করিল দান ?
দেবতারা যার শাসন মানে ?
মৃত্যু অমৃত ভৃত্য যাঁহার ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

যিনি মহিমায় করেন বিরাজ
নিখিল জীবের নয়নে প্রাণে ?
পশু, পাখী, নর, যাহার অধীন ?
কা'র পূজা করি হব্য-দানে ?

রসের আধার সমুদ্র আর ?
হিমাচল যার কীর্তি জানে ?
দিকে দিকে যার অভয় হস্ত ?
কোন্ দেবে পূজি' হব্যদানে ?

অসীম ব্যোমের পরিমাণ করি,—
বাতাস উজলি' কিরণ-স্নানে,—
পৃথিবীতে দৃঢ় ক'রেছেন যিনি ?
কারে পূজি মোরা হব্যদানে ?

লভি' প্রতিষ্ঠা ক্রন্দসী যার
নিরত নিয়ত মহিমা গানে ?
যাহার বিভায় দীপ্ত তপন ?
কার পূজা করি হব্য-দানে ?

ত্রিভুবন-ব্যাপী সলিল-গর্ভে
জাত জাতবেদা যাহারে আনে ?
নিখিল দেবের জীবন-বস্তু ?
কোন্ দেবে পূজি হব্যদানে ?

নিপুণ চক্ষে বিপুল বিশ্ব
যিনি হেরিলেন সলিলাধানে,
সকল দেবের অধিদেব যিনি ?
কারে পূজি মোরা হব্য-দানে ?

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গ-জনিতা,
তিন লোক বাঁধা যার বিধানে,
তিনি যেন কভু না হ'ন বিমুখ,
যারে পূজি মোরা হব্য-দানে।

সকল প্রজার প্রজাপতি ! দেব !
বিশ্ব শাসিতে কে আর জানে ?
মোদের আহুতি করছে গ্রহণ,
কামনা পূরাও কাম্য-দানে ।

হিরণ্য-গର୍ভ ঋষি ।

ମଂସରୂପ ।

বাক্য যাহারে বর্ণিতে নারে, বচন সৃষ্টি যাঁ'র,
 তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে যাহা পূজে তাহা কতটুকু তাঁর !

তীর্থ-সলিল ।

মন যারে মনে করিতে না পারে, মন কল্পনা য়ার,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে যাহা পূজে তাহাই করোনা সার ।

নয়ন যাহারে পায় না দেখিতে, নয়ন রচনা য়ার,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে নাহি জানে পূর্ণ-প্রকাশ তাঁর ।

কান য়ার কথা শুনিতে না পায়, কানেরে শোনান্ যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে যাহা পূজে শুধু তাই নন্ তিনি ।

প্রাণ অপারগ য়ার প্রণিধানে, প্রাণের প্রণেতা যিনি,
তিনিই ব্রহ্ম ; লোকে যাহা বলে শুধু তাই নন্ তিনি ।

ভাল মতে তাঁরে আমি ও জানিনে, জানিনে যে তাহা নয়,
এটুকু যে জন জানে অনুভবে,—জেনেছে তারি হৃদয় ।

যে ভাবে জানিনে সে কিছু জেনেছে ; জানেনা—যে ভাবে জানি ;
ধারণা ধরিতে পারে না তাঁহারে,—যে কহে তাহারে মানি ।

অন্তরযামী বলি' যে তাঁহারে জেনেছে—অমৃত তা'রি,
আত্মার বলে বিদ্যার লভি' অমৃতের অধিকারী ।

তলবকারোপনিষৎ ।

সমাপ্ত ।

আমারে মার্জনা কর, হে কবি-সমাজ !
—এতক্ষণ গাহিলাম বাহাদের গান,—
ভুল যদি ঘটে থাকে ক্ষমা কর, আজ
বিদায়ের অশ্রুজলে হোক অবসান

আমার সকল ক্রটি । ভালবাসি ব'লে,—
চেয়েছিছু বাড়াইতে তোমাদের যশ,—
গিয়েছিছু ছড়াইতে নব নব দলে
তোমাদের অন্তরের চির-নব রস ;—

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লজিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পঁাতি, কুল ;—ছিল এ মনন ;
নাহি জানি কি করিতে করিছু কি শেষ ।

সুদূর অতীত হ'তে পা'ব কি ইঙ্গিত ?—
ব্যর্থ কি সার্থক, হায়, আজিকার গীত !

‘রহস্যের চাবি’ ।

অথর্ব বেদ—যজ্ঞের সময়ে যিনি অগ্নি ঋত্বিকের কার্য পরিদর্শন করিতেন তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিত । এই ব্রহ্মাদিগের রচিত বেদই অথর্ববেদ নামে পরিচিত ।

অবস্তা—ইহাকে সাধারণতঃ জৈনাবস্তা বলে । প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্মশাস্ত্র । ইহা প্রায় বেদ সংহিতার সমকালবর্তী ।

অবৈয়্যার—ইনি দাক্ষিণাত্যের একজন স্ত্রী-কবি । বিদ্যাবতী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে ।

আনাক্রেয়ন—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । ইনি আজীবন স্ত্রী ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন । জন্মভূমি গ্রীস ।

আবু মহম্মদ—হারুণ-অল-রসীদের পৌত্র কালিফ্ বাৎহক্ ইহঁার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ইহঁাকে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত করেন । ইনি সুগায়কও ছিলেন ।

আকল সালম্ বিন্ রাগোয়ান—ইনি হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহঁার চরিত্র কতকটা বায়রণের মত ।

আলতাফ্ ভসেন আনসারি—ইনি ‘হালি’ অর্থাৎ নব্য-কবি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত । আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহম্মদ ইহঁার বিশেষ বন্ধু ছিলেন । ইনি জীবিত ।

আহ্লাও—(খৃঃ ১৭৮৭-১৮৬২) বাহ্যিক বর্জিত মনোজ্ঞ ভাষায় করুণ রসের কবিতা ও গাথা রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন । জন্মভূমি জার্মানি ।

ইবসেন্—(খৃঃ ১৮৩০-১৯০৬) বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার নানা জটিল সমস্যা ইনি নাট্য বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন । জন্মভূমি নরোয়ে ।

ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদৃস্—ইনি মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম মতের একটি নূতন শাখা সৃষ্টি করেন । ভয়ানক তार्কিক ও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন ।

ইনী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-রচনার ইহঁার নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে । জন্মভূমি জাপান ।

এজিদু—মহম্মদের মদিনা প্রবেশের সত্তর বৎসর পরে ইনি কালিফ্ হন । কবিও ভিন্ন ইহঁার অগ্নি কোনও সদগুণ ছিল না । ইহঁার মাতা মৈসুনা বেগম ও স্নকবি ছিলেন ।

এরিস্টোফেনিস্—(খৃঃ পূঃ ৪৪৪-৩৮৮) ইহঁার বুদ্ধিবৃত্তি, ভাব প্রবাহ এবং কল্পনাশক্তি সমান প্রবল । ইনি ব্যঙ্গনাট্য রচনায় অদ্বিতীয় । জন্মভূমি গ্রীস ।

ওমর খৈয়াম—(খৃঃ ১০৫০-১১২৩) জন্ম খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে । ইনি গণিত শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ।

ওয়ার্ড সোয়ার্থ—(খৃঃ ১৭৭০-১৮৫০) ইনি ঋষি কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন ! জন্মভূমি ইংলণ্ড ।

কবীর—ইনি সুলতান সেকন্দর লোতির সমকালবর্তী ছিলেন । জন্ম বারাণসীর নিকটে । ইনি রানানন্দের শিষ্য, জাতিতে জোলা ।

কালিদাস—নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন। ইহঁার দেশ ও কাল সম্বন্ধে মতের ভয়ানক পার্থক্য আছে। ইহঁার অধিকাংশ কাব্য উজ্জয়িনীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

কীটস্—(খৃঃ ১৭৯৫-১৮২১) ‘সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর’—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা।

কেরি—(খৃঃ ১৬৭০-১৭৪৩) ইনি মার্কুইন্স অফ্ হ্যালিফাক্সের ঔরস-পুত্র। ইনি কবি ও সঙ্গীত বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন।

কোরাণ—কাহারও মতে ইহা মহম্মদ শ্রুত ঈশ্বরের বচন, কাহারও মতে ইহা মহম্মদের নিজের রচনা। শেষ মতটিই সমীচীন।

খুস্‌হাল খাঁ খতক—ইনি একজন আফগান সর্দার, কবি, এবং ভারত সম্রাট শা জাহানের বন্ধু ছিলেন। পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজেব ইহঁাকেও নানা মতে ক্রেশ দিয়াছিল। সে কাহিনী ইহঁার লেখাতেই পাওয়া যায়।

গতিয়ে—(খৃঃ ১৮১১-১৮৭২) ফরাসী সমালোচকেরা বলেন, তিনি চিত্র লিখিতেন ; শব্দ-শিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

গেটে—(খৃঃ ১৭৪৯—১৮৩২) ইহঁার প্রতিভা সর্বতোমুখী ; ইনি জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি, আবার বিজ্ঞানের ও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

গোর্কি—জন্মভূমি রুশিয়া। সামান্য ঝাড়ুদার হইতে ইনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উপন্যাসিক হইয়াছেন। বয়স এখন স’ইত্রিশ বৎসর।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। কূটবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত।

চিত্রলিপি—অক্ষর সৃষ্টির পূর্বে মিশর দেশে চিত্রের সাহায্যে মনোভাব জ্ঞাপন করিবার প্রথা ছিল।

জর্নষ্টার্ন অর্গসন্—নরোয়ের জাতীয় কবি। ইনি জীবিত।

জাতক গ্রন্থ—প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা একত্র গ্রথিত হয়। জন্মান্তর বাদ ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য। সম্ভবতঃ বুদ্ধ কথিত কাহিনী নিচয়ই ইহার ভিত্তি।

জেবুল্লিসা—সম্রাট আরঙ্গজেবের বিদুষী ও রূপসী কন্যা। ইনি কবি ছিলেন।

টলষ্টয় (কাউন্ট)—ইনি লোক-হিতের জন্য সর্বদা এমন কি স্বরচিত গ্রন্থ সমূহের স্বত্ব পর্যাণ্ড দান করিয়া কুটীরবাসী হইয়াছেন। পূর্বে ইনি রুশিয়ার একজন প্রধান ভূস্বামী ছিলেন। এখন সভ্য জগতের মনের উপর রাজ্য করিতেছেন।

টেনিসন্—(খৃঃ ১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

ৎসিসাতু—ইনি উক্তট শ্লোকের মত অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

তলবকারোপনিষৎ—একশত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অন্ততম। উপনিষদের অনেকাংশ ক্ষত্রিয়দিগের রচিত। স্মৃতরাং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্ষত্রজ্ঞান বলিলেও ভুল হয় না।

থিয়গ্লিস্—ইনি আমাদের বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ; জন্ম গ্রীসদেশে। ইনি একজন অভিজাত এবং তজ্জন্ম গর্বিত।

দান্তে—(খৃঃ ১২৬৫-১৩২১) খৃষ্টান ইতালির প্রধান কবি। ইনি রাষ্ট্র নৈতিক ব্যাপারেও মিশিতেন।

দায়ুদ (রাজা)—ইনি খ্রীষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম বয়সে নিজ পিতার মেঘ সমূহের পরিচর্যা করিতেন। ক্রমশঃ নিজ চরিত্রের বলে ইহুদীদিগকে স্বাধীন করেন। ইহার রচিত গানগুলি ইহার ঈশ্বর নির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নাইডু (সরোজিনী)—ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়া থাকেন। নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি। ইনি হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।

নানক—শিখ-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম গুরু। ইহার রচিত গান গুলি অতীব মধুর।

নিকোলাস্ (দ্বিতীয়)—বর্তমান রুষ সম্রাট। ইনি কবিতাও লেখেন।

পৃথ্বীকবি—ইনি রাণা প্রতাপসিংহের সমসাময়িক। জন্ম বিকানীরের রাজবংশে।

পেটোফি—হঙ্গেরির জাতীয় কবি। ইহার “Talpra Magyar” শীর্ষক সঙ্গীত বিনা রক্ত-পাতে হঙ্গেরির ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল।

পেত্রার্ক—ইনি ‘সনেট’ নামক ছন্দোবন্ধের আবিষ্কর্তা। জন্মস্থান ইতালি।

পো (এডগার আলেন্)—(খৃঃ ১৮০৯-১৮৪৯) জন্ম আমেরিকার বোস্টন নগরে। ইহার রচনা ইন্দ্রজালের মত মোহকর।

প্রজাপতি—ইনি ঋগ্বেদীয় কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা; ইহার রচনা নব ভাবালোকে সমুজ্জ্বল।

প্রোষ্টর (অ্যাডলেড্ অ্যান্)—ইনি একজন স্ত্রী কবি। উপদেশ মূলক কবিতাকে সরস করিতে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন।

কস্টেন্ (লা)—(১৬২১-১৬৯৫) ইহাকে ফরাসীদেশের বিখ্যাত বলা যাইতে পারে।

ফিলিকাজা—(১৬৪২-১৭০৭) ইহার অনেক কবিতা পেত্রার্কের কবিতার সহিত তুলনীয়। জন্মভূমি ইতালি।

ফিলিপ্‌স্ (ষ্টিফেন)—ইংলণ্ডের বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার। ইনি জীবিত। ‘মানুষ’ শীর্ষক কবিতাটি ব্যার যুদ্ধের সময়ে রচিত।

বক্সিমচন্দ্র—(১২৪৩-১৩০০ সাল) নব্য বঙ্গের গুরু স্থানীয়। বর্তমান যুগে ইনিই প্রথম বাংলাদেশে খণ্ডি সাহিত্য রসের মর্যাদা বুঝাইয়া দেন।

ষায়রগ—(খৃঃ ১৭৮৮-১৮২৪) ইংলণ্ডের প্রতিভা প্রতিমা। জগদ্বিখ্যাত কবি।

ষার্লস্ (রবার্ট)—(১৭৫৯-১৭৯৬) জন্ম স্কটলণ্ডে। ইনি কৃষক হইলেও প্রথম শ্রেণীর কবি ইহার আবেগময়ী ভাষা অতুলনীয়।

বাল্মীকি—ভারতবর্ষের কবি গুরু। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা। প্রথম জীবনে না কি দস্য ছিলেন।

বিবেকানন্দ—(১৮৬৩-১৯০২) ইনি যুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ইনি গদ্য পদ্য অনেক লিখিয়াছেন। সমস্বরাচার্য্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

বিশ্বামিত্র—(খৃঃ পূঃ ১৭০০-১৬০০) ইনি অনেকগুলি ঋগ্বেদীয় সূক্তের রচয়িতা। ইনি অধ্যবসায় বলে ঋষিত্ব লাভ করেন।

বেদব্যাস—(খৃঃ পূঃ ১৬০০-১৫০০) ইনি দাসরাজকন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করা সম্বন্ধেও বেদ পড়িতে পাইয়াছিলেন, এমন কি অনেকটা তাঁহারি কৃপায় বেদ বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হইয়া সুবিশুদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই ধীবর দৌহিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন পাইয়াছেন।

বেরাজ্যার—(খৃঃ ১৭৮০-১৮৫৭) ইহার বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত সমূহ বিখ্যাত। জন্মভূমি ফ্রান্স।

বোয়ার্দো—ইনি ইতালির কবি।

ব্রাউনিং / রবার্ট—(১৮১২-১৮৮৯) ইনি মানব জীবনের সমস্ত রস নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া স্বীয় কাব্যে তাহা নানা আকারে বিবৃত করিয়াছেন।

ব্লেক—(১৭৫৭-১৮২৭) ইনি কাঠ ও ইম্পাতের উপর ছবি খোদাই করিতেন। কবি হিসাবেও মন্দ ছিলেন না।

ভবভূতি—প্রায় বার শত বৎসর পূর্বে ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করেন। মনের অতি প্রবল ভাবাবেগ নির্বাক-বাক্য-ত-তুলা ভাষায় প্রকাশ করিতে ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভর্তৃহরি—ইনি বিক্রমাদিত্যের সহোদর বলিয়া প্রবাদ আছে। স্ত্রী চরিত্রে অশ্রদ্ধা বশতঃ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

ভার্জিল—(খৃঃ পূঃ ৭০-১৯) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি।

ভণ্টেমার—(১৬৯৪-১৭৭৮) ইনি স্বীয় গ্রন্থে কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। এজন্য অনেকবার ইহাকে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের দীক্ষা গুরু।

মন্তু নাইকেন—বেলজিয়মের কবি।

‘মন্তোশু’—প্রাচীন জাপানী কবিতার সংগ্রহ। ‘মন্তোশু’ অর্থাৎ সহস্রদল।

মস্কিন্ অল দরামি—হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন আরব কবিতার একটি সংগ্রহ পুস্তক প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তকের নাম ‘হামাসা’। উহাতে এই কবির অনেক গুলি কবিতা আছে।

মাইকেল মধুসূদন—(১৮২৪-১৮৭৩) বঙ্গভাষার প্রথম মহাকবি। ইনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

মিললাপা (লামা)—পিতৃব্য কর্তৃক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া ইনি মত্ততন্ত্রের সাহায্যে তাহার উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন; পরে মারণ উচ্চাঃনাতির অভ্যাসে মানসিক অবনতি হইতেছে বুঝিয়া বুদ্ধপদে চিত্ত সমাহিত করেন। ইনি তিব্বতবাসীর প্রিয় কবি।

মুর—(১৭৮০-১৮৫২) জন্ম আয়ারলণ্ডে। ইনি লঘু চটুল কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হস্ত।

মুরিপিজিস—ইনি সক্রটিফের বন্ধু ছিলেন। প্রায় সত্তর খানি নাটক রচনা করেন। জন্মভূমি গ্রীস।

রসার্দ—(১৫২৪-১৫৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবিবন্ধু ‘সাতভাইচম্পা’ বা কৃত্তিকা-মণ্ডলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

রুজ্জে দে লিল—ইনি মেয়র ডায়েট্রিকের অনুরোধে করাসীদের জাতীয় সঙ্গীত ‘লামার্শেয়েক’ রচনা করেন। এই সঙ্গীতের প্রথম বঙ্গানুবাদ ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যার নব্য-ভারতে প্রকাশিত হয়। (বুইরে—তৎকালীন করাসীরাজের সেনাপতি।)

লোপ ডি ভেগা—(১৫৬২-১৬৩৫) জন্মভূমি স্পেন। অসংখ্য নাটক ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

শিলার—(১৭৫৯-১৮০৫) ইহঁকে জর্মানিবাসীরা জর্মানির সেক্সপীয়ার বলে। প্রথমজীবনে চিকিৎসক ছিলেন।

শীকিং—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক। চীনদেশের প্রাচীন কবিতা সমূহ প্রায় তিনহাজার বৎসর পূর্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয়; এই সংগ্রহ গ্রন্থের নাম ‘শীকিং’।

শূঙ্গক—রাজা ও কবি। কেহ কেহ বলেন ইনি নিজে কবি ছিলেন না। ধাবক নামে কোনও কবির রচনা ক্রয় করিয়া নিজের নাম দিয়া প্রচার করিতেন।

শেক্সপীয়ার—(১৫৬৪-১৬১৬) জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মানবচরিত্রের ঘুণ।

শেলি—(১৭৯২-১৮২২) ইহার রচনা বিদ্যুতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবিসমাজের কবি নামে খ্যাত।

শ্রীহর্ষ—রাজা ও কবি। পদলালিত্যের জ্ঞান বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন বাণভট্টের রচনা ইহার নামে প্রচারিত হইয়াছে।

সাদি—হিজিরার ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘গুলিস্তান’।

সিক্সভিচ—ইনি পোল্যান্ডের একজন বিখ্যাত লেখক। ইনি জীবিত।

সিবার—(১৬৭১-১৭৫৬) জন্মভূমি ইংলণ্ড।

সিরাজ অল্ ওয়ারক্—ইনি আরব দেশের কবি।

সুইনবার্ণ—ইহঁকে বায়রণের মানসপুত্র বলা যাইতে পারে। ভাষা ও ছন্দের উপর ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। ইনি জীবিত।

সুদাস (রাজর্ষি)—ইনি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক দ্বিধ্বিজয়ী রাজা ও ঋগ্বেদীয় স্তোত্রের রচয়িতা।

সুদাস—ইহার রচিত ভজনগুলি প্রত্যেক হিন্দুস্থানীর আদরের বস্তু। ইনি অন্ধ ছিলেন।

সাফো—(খৃঃ পূঃ ৬৩০-৫৭০) “কৃষ্ণকুম্ভলা, মধুরহাসিনী, নিকলঙ্ক সাফো”। জন্মভূমি গ্রীস

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রচনার সহিত আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

হায়েন্—(১৭৯৯-১৮৫৬) ইহার রচনার সহজ সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। জন্মভূমি জর্মানি। জাতিতে ইহুদী।

হিরণ্যগর্ভ—ইনি ঋগ্বেদীয় স্তোত্রের রচয়িতা। ইনি কবি এবং দার্শনিক।

হুইটম্যান—আমেরিকার কবি; বিশ্বপ্রেম ইহার কাব্যে ওতপ্রোত।

হুগো (ভিক্টর)—(১৮০২-১৮৮৫) কবি, দার্শনিক, উপন্যাসিক, স্বদেশ-প্রেমিক, অধ্যাত্ম বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। ‘হাসি ও অশ্রুর সম্রাট’। জন্মভূমি ফ্রান্স।

হেঙজু—ইনি জাপান দেশের একজন প্রাচীন কবি।

হোমর—ইনি আমাদের বেদব্যাস অপেক্ষা প্রায় ছয় শত বৎসরের ছোট। যুরোপখণ্ডের

প্রথম ও প্রধান মহাকাব্য রচয়িতা। জন্মভূমি গ্রীস অথবা এসিয়া মাইনর।

হোমন্ (অলিভার ওয়েণ্ডেল)—ইহার গদ্য ও পদ্য হাস্য-স্নিগ্ধ সরস মাধুর্যের জন্য

প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান আমেরিকার বোস্টন নগরী।

হোরেস—(খৃঃ পূঃ ৬৫—৮) জন্মভূমি ইতালি। ইহার ভাষা ও ছন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

ছিল। ইনি নানা ছন্দের নানা বিষয়ের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

(আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে আমি লাল মানুষ নামে অভিহিত করিয়াছি।)

শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত ।

হোমশিখা ।

নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ।

পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী । বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন । ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট । মূল্য এক টাকা ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—“হোমশিখা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম । নামটি সার্থক হইয়াছে । এই কবিতা গুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে যাহা পূর্বতন ঋষিদের হোমশিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয় । ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে । ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য ।”

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র বলেন—“কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইলাম ।”

“ভারতী” বলেন—“অনেকের বিশ্বাস মামুলী প্রেমের কবিতা ভিন্ন অল্প কোন বিষয়ক কবিতা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না ;—আমরা তাঁহাদিগকে হোমশিখা :পাঠ করিতে অনুরোধ করি । প্রেমের কবিতার চর্বিতে চর্বনের প্রলোভন ছাড়িয়া নবীন কবি যে সুন্দর ও মহান ভাবের সাধনায় নিরত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কল্যাণ সাধন হইবে ।”

“উদ্বোধন” বলেন—“এখানি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য । আমরা আদ্যোপান্ত আনন্দের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছি । ইচ্ছা হয়, প্রতি ছত্র উদ্ধৃত করি ।”

“প্রবাসী” বলেন,—“ইহাতে আটটি দীর্ঘ কবিতা গম্ভীর ছন্দে, একটা বিরাটভাবে বিবৃত হইয়াছে । ইহার তেজস্বিতা হোমশিখার মতই, ব্যাপ্তি হোমশিখারই মত বিস্তারী । সর্বশেষের সাম্য-সাম কবিতাটিতে কবির নির্ভীক স্বাধীনতা, উদার প্রেম ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে । * * * যে যেখানে অত্যাচার-পীড়িত কবি তাহাদের সকলকে ডাকিয়া সাম্য-সামের গান শুনাইয়াছেন । আমরা সকল কাব্যরস-গ্রাহী পাঠক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।”

শ্রীমতেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত

বেণু ও বীণা ।

এই পুস্তক বিবিধ বিষয়ের ৮২টি গীতি কবিতায় সম্পূর্ণ । সর্বত্র প্রশংসিত । ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট । মূল্য এক টাকা ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ—“তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ—“বেণু ও বীণা” পাঠ করিয়া অনেক দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম ।”

শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেনঃ—“তোমার ‘বঙ্গ জননী’ ‘বাড় ও চারাগাছ’ প্রভৃতি কবিতা চমৎকার,—নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত ।”

“বঙ্গবাসী” বলেনঃ—“ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে ঝঙ্কারে কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে ।”

“অমৃতবাজার পত্রিকা” বলেন,—“কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্রামল’ শীর্ষক গানটি মনোহর,—অমরতা লাভের যোগ্য ।”

“বহুমতী” বলেন—“এই নবীন কবি বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের যোগ্য পাত্র ; তাহার কবিতার ভবিষ্যৎ গৌরবজনক, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি ।”

“যুগান্তর” বলেন,—“সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতা গুলি সুন্দর, তাহার লেখনী তেজো-পূর্ণ কবিতা প্রসব করিয়া তাহার নাম অমর করুক ইহাই আমাদের কামনা ।”

“বেঙ্গলী” বলেন—“অধিকাংশ কবিতাই মৌলিকত্ব পরিচায়ক, বিশেষতঃ স্বদেশ-সম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলির প্রতি আমরা আমাদের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ।”

“প্রবাসী” বলেন—“কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি । এই অজ্ঞাতপূর্ব নামা কবিটি এত ভাবসম্পদ, এত রস ঐশ্বর্য ও এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া আমাদের চমৎকৃত করিয়াছেন । নবীন কবিদের লেখার মধ্যে এমন স্বাধীন কবিত্ব রস খুব অল্পই উপভোগ করিয়াছি । * * * ছন্দের লীলা-প্রবাহ, ধ্বনি—তাঁহাও সুন্দর ।”

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার ।

অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত ।

মূল্য পাঁচ সিকা ।

অনেক দিন পরে আবার প্রকাশিত হইল ;

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ।

প্রথম ভাগ মূল্য আড়াই টাকা ।

দ্বিতীয় ভাগ (স্বর্গীয় গ্রন্থকারের সুন্দর হাফ্ টোন্ চিত্র সহ) মূল্য সাড়ে তিন টাকা ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র-প্রণীত ।

যুথিকা (বিখ্যাত গল্পের বই) মূল্য ১ এক টাকা । ইংলিশম্যান বলেন “ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবার যোগ্য ।”

অন্নমধুর (হাস্য রসাত্মক নাটিকা) মূল্য ৥০ আট আনা । ফরাসী নাট্যকার মলিয়ায়ের গ্রন্থ। বলধনে বিরচিত ।

উপরোক্ত পুস্তক সমূহ ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ২০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরী এবং ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায় ।

